দশচক্র

দশচক্র

শ্রীবনবিহারী মুখোপাধ্যায়
প্রণীত

রঞ্জন প্রকাশালয়
৫ সি, রাজেন্দ্র লাল স্ট্রীট
কলিকাতা

শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ ভট্টাচার্য্য এম্-বি

সুহৃদ্বরেষু—

বন্ধু,

পুঁথি উৎসর্গ করার মত ব্যবধান তোমার আমার মধ্যে খুঁজে পাই না। কারণ, দশচক্রের কতখানি আমার, কতখানি তোমার, বলা শক্ত। এর patrol যদি আমি জুগিয়ে থাকি ত তুমি দিয়েছ spark. তোমার বন্ধুত্ব-লাভের সৌভাগ্য যে আমার ঘটেছে, তারি ইতিহাস এর প্রতি চক্রের প্রতি আবর্ত্তনে।

গ্রন্থকার।

দশচক্র

প্রথম ভাগ

১

একটী চোদ্দ পনের বছরের বালক রাস্তার কলে মুখ দিয়া জল খাইতেছে। রাস্তা হইতে আমরা দেখিতেছি, কলের জলসংলগ্ন একটী নেড়া মাথা; আর ফুটপাথের উপর হইতে হারুদা দেখিতেছেন, কলের তলসংলগ্ন এক জোড়া জুতা। আমাদের মনে হইতেছে, সরকারী কলের সংস্পর্শে বালকের মুখ অপবিত্র হইতেছে; হারুদার মনে হইতেছে, জুতার সংস্পর্শে জল অপবিত্র হইতেছে। ভিন্ন দিক হইতে দেখিলে এইরূপই দেখায়।

হারুদার পরিচয় অনাবশ্যক। তিনি নিজেও পরিচয়ের অপেক্ষা রাখেন না। ড্রেণের গন্ধের মত সকল বাড়ীতেই তাঁর অনাহুত, অবাধ গতি; সকলের উপরই তাঁর সমান অধিকার।

এই অধিকারের জোরে বলিলেন, "কে, শশী না?" বালক যেমন ছিল তেমনি ভাবে দাঁড়াইয়া উত্তর করিল, "আজ্ঞে হাঁ।"

হারুদা। জল খাবে ত জুতোটা খোল।

শশী। আজ্ঞে, জুতোয় ক'রে জল খেতে আমার ভাল লাগে না। আপনি বলেন ত হাতে ক'রে খাচ্চি না হয়।

হারু। জুতোয় ক'রে খেতে বলিনি। জুতো পায়ে কিছু খেতে নেই, তাই বল্‌ছি।

শশী এবার সোজা দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং সবিনয়ে প্রশ্ন করিল, "জুতো জোড়া বগলে ক'রে নেবো ?"

হারু। তোমার পৈতে হয়েছে না ? বামুনের ছেলে এটা জান না যে, জুতো ছুঁয়ে খেতে নেই ?

শশী। আজ্ঞে তা ত জানতুম না। খেলে কি হয় হারুদা ?

হারু। কি হয় আবার ? খেতে নেই। শাস্ত্রে বারণ আছে।

শশী। কোন্ শাস্ত্রে হারুদা ?

হারু। কোন্ শাস্ত্রে ! যেন সব শাস্ত্র পড়া আছে।

শশী। আজ্ঞে ; আমার কিছু পড়া নেই। আপনি সব পড়েছেন বোধ হয়।

হারু। আমি ত পড়িনি বল্‌চি।

শশী। আমারও সেই দশা। একখানাও পড়িনি।

হারু। যা পড়নি তা নিয়ে কথা কইতে যেয়ো না।

শশী। আজ্ঞে বুঝিছি। যা পড়িনি তা নিয়ে কথা কওয়া উচিত নয়, যে পড়েনি তার কথা মেনে নেওয়া উচিত।

হারু। মান্‌তে হবে। এখনো রাত দিন হচ্চে।

শশী হাসিয়া বলিল, "এখন কিন্তু রাতও নয়, দিনও নয়, সবে সন্ধ্যে।"

"ওগো অত হাসি থাকবে না।" এইটুকু সান্ত্বনা দিয়া ও লইয়া হারুদা স্থান ত্যাগ করিলেন।

শশীর দুর্বিনীত ব্যবহার আর কাহাকেও না হউক, একজনকে বড় আনন্দ দিয়াছিল। ইহার নাম শ্রীনগেন্দ্র নাথ বিশ্বাস ; জাতি

কৃশ্চান. পেশা খ্রীষ্টীয় স্বর্গে কুলি চালান দেওয়া। এই কাজ করিয়া ইনি ইহলোকে কিছু মাসহারা পাইয়া থাকেন, এবং পরলোকে একটা মোটা মুনফার আশা রাখেন। ইনি প্রচারক। মুখের জোরে প্রচার করেন। দেহের অন্য অঙ্গ লম্বা কোট, উল্টা কলার ও যৎকিঞ্চিৎ দাড়ির সাহায্যে ঢাকিয়া রাখেন।

যেখানে শশী ও হারুদার আলাপ হইতেছিল তাহার অতি নিকটে নগেন্দ্রের বাসা। ইনি বাহিরে যাইবার জন্য প্রস্তুত হইয়া ভিতর হইতে ইহাদের আলাপ শুনিতে পান, এবং ওৎ পাতিয়া থাকেন। হারুদা প্রস্থান করিতেই ইনি ছুটিয়া আসিয়া শশীকে আক্রমণ করিলেন। তাহার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, "বেশ, বেশ! তুমি রামবাবুর ছেলে না?"

শশী। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

নগেন্দ্র। যত সব গোঁড়ামী কাণ্ড! জুতো পায়ে জল খেতে নেই! তুমি হারাধন বাবুকে বেশ দু কথা শুনিয়ে দিয়েছ।

শশী। আজ্ঞে, আমার কথায় আপনি সুখী হয়েছেন এই ত আমার পরম সৌভাগ্য। আপনারা গুরুজন।

নগেন্দ্র। হুঁম্! তোমার বুদ্ধিশুদ্ধি আছে দেখ্‌চি।

তারপর কয়েকখানি সুসমাচারের বই তাহার হাতে দিয়া বলিলেন, "এই বইগুলি পোড়ো। বড় ভাল বই।"

শশী। আজ্ঞে। আর বড় ওঁচা লেখা।

নগেন্দ্র। ছি, ছি, ছি, ছি! ধর্ম্মপুস্তক নিয়ে ওরকম ক'রে কথা কইতে আছে? এঁ? তোমার বয়স কত?

শশী। আজ্ঞে, এই পনেরো যাচ্চে।

নগেন্দ্র। হু-ম্! বড় খারাপ সময়! বড় খারাপ সময়!

শশী। তবেই ত ! কি করি এখন ?

নগেন্দ্র। তুমি এক কাজ কোরো। শোবার ঘরে, মাথার কাছে একটী cross রেখে দিও। যখনি মনে শয়তানের প্রাদুর্ভাব হবে তখনি crossটী বুকের উপর চেপে ধরবে। ধ'রে বল্‌বে 'শয়তান দূর হও !'

শশী। তা হলেই সে বেচারা পালাবে ?

নগেন্দ্র। পালাতেই হবে। ঈশ্বর তাঁর নিজের পুত্রকে পাঠিয়েছিলেন যে শয়তানকে তাড়াবার জন্য।

শশী। শয়তানকে তাড়াবার জন্য তিনি অনেক চেষ্টা করেছেন।

নগেন্দ্র। করেন নি ? নিজের একমাত্র ঔরসপুত্রকে পাঠালেন ঐজন্য !

শশী। এত কাণ্ড ক'রেও কিন্তু পেরে উঠ্‌লেন না।

নগেন্দ্র। কি বল্‌চ ?

শশী। আমি বল্‌চি শয়তান এখনও ঘুর ঘুর ক'রে বেড়াচ্চে। আজ থেকে আবার আমার ঘরে গিয়ে হাজির হবে, শুন্‌লুম।

নগেন্দ্র। হবেই ত। cross-এর আঘাত না খেলে ত ও যাবে না।

শশী। তা crossএর বাড়ি মারেন না কেন আপনারা পাঁচজনে ?

নগেন্দ্র। পাঁচজন পেলুম কোথায় ? লোক কৃশ্চান হয় কৈ ? প্রভুর ইচ্ছা শোনে কৈ লোকে ?

শশী। প্রভুর কি ইচ্ছা আমরা সকলে কৃশ্চান হই ?

নগেন্দ্র। নিশ্চয় !

শশী। শুন্‌তে পাই তিনি সর্ব্বশক্তিমান্।

নগেন্দ্র। সে কথা বল্‌তে ! কত বড় শক্তি !—

শশী। তা প্রভুর যখন এত শক্তি, আর তার ওপর তাঁর ইচ্ছা

রয়েছে আমরা সকলে কৃশ্চান হই, তখন আমরা কৃশ্চান হয়ে যাব-অখন। আপনি এ বৃদ্ধ বয়সে মিছে চীৎকার ক'রে মর্‌চেন কেন?

নগেন্দ্র। তুমি ত ভারি জ্যাঠা ছেলে দেখি। আমি কালই তোমার বাবার সঙ্গে দেখা কর্‌চি।

এইবারে শশী সুসমাচারের বইগুলি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া নগেন্দ্রের ভাষার অনুকরণে গর্জ্জন করিল, "শয়তান, দূর হও"!

এই সময়ে একটী মহিলা নগেন্দ্রের বাটী হইতে বাহিরে আসিলেন। তিনি একবার শশীর দিকে, একবার ছড়ানো বইগুলির দিকে, একবার নগেন্দ্রের দিকে চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হয়েছে, বাবা?"

নগেন্দ্র তখন ক্রোধে প্রায় বাক্যহীন। "দেখ্‌লি, এই ছোঁড়াটা—" বলিয়া আর কথা শেষ করিতে পারিলেন না। মহিলাটী কোন কথা না বলিয়া বইগুলি কুড়াইয়া তুলিতে লাগিলেন।

শশী আর দাঁড়াইল না। তাহার হঠাৎ মনে পড়িয়াছে যে তাহার মাথায় একগাছিও চুল নাই। এই নেড়া মাথাটাকে সে অবিলম্বে কোথাও লুকাইতে পারিলে বাঁচে।

২

তখন বাংলাদেশে কেশবচন্দ্রের যুগ। আজকাল রাজনীতির মত ধর্ম্ম তখন একটা চর্চ্চার বিষয় ছিল। এখনকার রাজনীতির মত ধর্ম্মের পশুরাজ তখন সদ্যপ্রসূত। তাই তাহার গায়ে অনেকগুলা দাগ ছিল,—কৃশ্চান, ব্রাহ্ম, হিন্দু প্রভৃতি। এই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায় পরস্পরের সহিত টক্‌কর দিয়া যখন ফুটিয়া উঠিবার চেষ্টা করিতেছিলেন,

তখন ফাঁকে ফাঁকে আর একটী দলের সৃষ্টি হইতেছিল—যাঁহারা ঈশ্বর, আত্মা, পরকাল, কিছুতে বিশ্বাস করিতেন না। রামময় বন্দ্যোপাধ্যায় এই শেষোক্ত দলের লোক। তিনি নিজে নাস্তিক ছিলেন বটে, কিন্তু রাস্তার লোক ধরিয়া নাস্তিক করিবার চেষ্টা করিতেন না। ইহাতে তাঁহার গোঁড়া নাস্তিক বন্ধুরা চটিয়া যাইতেন। তাঁহারা বলিতেন, "তুমি যে আলো পেয়েছ তা পাঁচজনকে দেবে না?"

রামময় বলিতেন, "তারা চাইলে দোবো। বেচারারা ঘুমুচ্চে, তাদের কাছে এখন মশাল জ্বেলে লাভ কি?"

গোঁড়ারা বলিতেন, "তাদের জাগিয়ে আলো দেখাতে হবে।"

"জাগিয়ে দেখাতে গেলে হাতাহাতি হবে। আর কোনো লাভ হবে না।" এই বলিয়া তিনি তাহাদের নিরস্ত করিতেন। তিনি মনে করিতেন ধর্ম্ম রাজযক্ষ্মার মত দুরারোগ্য। মনের মধ্যে কোথাও স্থান করিবার পর ইহাকে তাড়ান শক্ত। কোন পথ দিয়া মনের মধ্যে ইহাকে প্রবেশ করিতে না দেওয়াই সুযুক্তি। এই বিশ্বাসের বশে তিনি নিজের পুত্রদ্বয়ের শিক্ষার ভার নিজের হাতে রাখিয়াছিলেন; এবং প্রাকৃতের প্রতি আস্থা বাড়াইয়া তাহাদের মন হইতে অতি-প্রাকৃতকে দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন ছেলেদের পৈতা দিবেন না। কিন্তু গৃহিণীর মতকে একেবারে অগ্রাহ্য করিতে পারিলেন না। পৈতা দিলেন, তবে একটু বেশী বয়সে দিলেন। ধূমকেতু যেমন সোজা পথে আসিতে আসিতে গ্রহের আকর্ষণে বাঁকিয়া যায়, তেমনি তাঁহার অনেক বড় বড় সংকল্প গৃহিণীর কাছাকাছি আসিয়া বাঁকিয়া যাইত।

তাঁহার বড়ছেলে নিশি উপনয়নের পর বহুদিন শিবপূজা বিষ্ণুপূজাদি করিয়াছিল। ছোট ছেলে শশীর কিন্তু পূজা করিবার সুযোগ ঘটিল

না। কারণ রামময় প্রথম হইতেই যত্ন করিয়া তাহাকে সন্ধ্যার মানে বুঝাইতে লাগিলেন। ইহাতে অনেকে মনে করিল, তাঁহার মনে ধর্ম্মভাব ফিরিয়া আসিতেছে। কিন্তু তিনি জানিতেন শশীর ধর্ম্মকে তিনি হাতে না মারিয়া পাতে মারিতেছেন। "অমুক মন্ত্র, অমুক ছন্দে লেখা, তার অমুক দেবতা, এবং অমুক সময়ে তার প্রয়োগ"—নানাবিধ হাস্যকর অঙ্গভঙ্গীর সহিত এই কথাগুলি দিনে তিনবার করিয়া আবৃত্তি করিবার জেদ বুদ্ধিমান্ লোকের কয়দিন থাকিতে পারে? রামের উদ্দেশ্য অসিদ্ধ রহিল না। মাসখানেকের মধ্যেই শশী সন্ধ্যা-আহ্নিক ছাড়িয়া দিল, এবং হিতৈষীদের জানাইল যে ভগবান সকাল সন্ধ্যা করিতেছেন তাই সে আর করে না।

শশী জন্মাবধি তাঁহার হাতেই মানুষ হইতেছে। নিশিকে মানুষ করায় কিন্তু তাঁহার একজন অংশীদার ছিলেন, শ্যামবাবু। শ্যামাচরণ রামময়ের সমসাময়িক, হিন্দুস্কুলের ছাত্র। পঠদ্দশায় গোলদীঘিতে দুইজনের আলাপ হয়। তারপর দুই বন্ধুতে কতদিন একসঙ্গে বেড়াইয়াছে, কতরাত্রি গল্প করিয়া কাটাইয়াছে, ধর্ম্ম সমাজ স্বদেশ সম্বন্ধে কত চিন্তা করিয়াছে, তর্ক করিয়াছে, এবং কতবার একই মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছে। শেষে এক সময় আসিল যখন তাহাদের ভাষা, ভাব ও চিন্তাধারার মধ্যে বড় একটা ভেদ খুঁজিয়া পাওয়া যাইত না।

রামময় বিবাহ করিয়া সংসারী হইলেন। শ্যাম কিন্তু অবিবাহিতই রহিলেন। তারপর রামের যখন প্রথম সন্তান হইল তখন এই ছেলেটীকে লইয়া দুই বন্ধুতে কাড়াকাড়ি পড়িয়া গেল। নিশি এখন অনেক সময়ে শ্যামের কাছেই থাকিত, তাঁহার সঙ্গে বেড়াইত এবং তাঁহার কাছে লেখাপড়া করিত।

সকল বিষয়ে একরূপ হইলেও, একটা জায়গায় দুই বন্ধুর মধ্যে গরমিল ছিল। শ্যামের ছোট করিয়া ছাঁটা মোটা চুলে ভরা কদমফুলের মত মাথা, ঘন ভুরু, চাপা ঠোঁট, ভারি মুখ ও ভরা গলার মধ্যে একটা জোর ছিল, যাহা রামের স্বভাববিরুদ্ধ।

রামময় অধ্যাপক ব্রাহ্মণের পুত্র, এবং সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তাই ধর্ম্মত্যাগ করিয়াও তিনি সমস্ত স্বদেশীয়তার উপর খড়্গহস্ত হইতে পারেন নাই। তিনি ভাগবত পাঠ মনোযোগের সহিত শুনিতে পারিতেন, এবং নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণ দেখিলেই তাহার টিকি কাটিতে উদ্যত হইতেন না। ইহাতে যোগেন্দ্র প্রভৃতি আস্তিক বন্ধুরা বলিতেন, "রাম মুখে যাহাই বলুক, মনে মনে তাহার ধর্ম্মে বিশ্বাস আছে।" আর উপেন্দ্র প্রভৃতি গোঁড়া নাস্তিকেরা মনে করিতেন—"রামের যথেষ্ট moral courage নাই। তিনি হিন্দুত্বকে এখনও সম্পূর্ণরূপে বিসর্জ্জন দিতে পারেন নাই।"

বন্ধুর মানসিক দুর্ব্বলতা সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন উপেন্দ্র বলিলেন, "হিঁদুয়ানীর সঙ্গে রফা কল্লে চল্‌বে না। ধর্ম্মের সংশ্রবে যা কিছু আছে সবগুলাকে ছেঁড়া কাঁথার মত টান মেরে ফেলে দিতে হবে।"

রামময় জিজ্ঞাসা করিলেন, "কাঁথার ওপর যে শিশুটী শুয়ে আছে, তাকে শুদ্ধ ?"

উপেন্দ্রের তখন রোখ চাপিয়া গিয়াছে। তিনি বলিলেন "হাঁ, তাকে শুদ্ধ।"

৩

যোগেন্দ্র বলিলেন, “তুমি কি বলতে চাও, ভগবান নেই?”

ভগবান সম্বন্ধে এইরূপ একটা প্রশ্ন রাম ও শ্যামকে প্রায়ই শুনিতে হইত। ছারপোকার মত যোগেন্দ্রের এই প্রশ্নকে কিছুতেই নিঃশেষ করা গেল না।

আস্তিক বলিতে সাধারণতঃ যাহা বুঝায় যোগেন্দ্র ঠিক তাহাই ছিলেন। অর্থাৎ “আমি নাস্তিক” এই কথাটা নিজে না বলা, এবং পরকে বলিতে না দেওয়া, এইটাকেই তিনি ধর্ম্ম বলিয়া জানিতেন। তিনি বিষয়ী লোক, সংসারে ভগবান অপেক্ষা ভাগ্যবানের সেবা করিতেন ঢের বেশী। উকীল মানুষ, মামলা-মোকদ্দমা, নথি-পত্র লইয়া দিনের অধিকাংশ সময় কাটাইতেন এবং অবসরমত পান তামাকের সঙ্গে একটু পরলোক-তত্ত্বের চর্চ্চা করিতেন। এ জগৎ যে ছায়াবাজি এবং তাঁহার মন যে মায়ামদে মত্ত হইয়া বিষয়বিষে জর্জ্জরিত হইতেছে এইরূপ পরিতাপ করিয়া তিনি দুএকটী সঙ্গীতও রচনা করিয়াছিলেন। সঙ্গীত শুনিয়া শ্যাম বলিলেন, “দেখ যোগেন, কিছু মনে কোরো না; আমার বিশ্বাস, যার মনের ভাণ্ডার একেবারে শূন্য সেই লোকই মায়াবাদের ভেরেণ্ডা ভাজে।” শ্যামের সমালোচনায় যোগেন মুখে যাহাই বলুন, রাগ করিলেন না। শ্যামের কাছে ত ধরা পড়িতেই হইবে। লোকটা যে বুদ্ধিমান। কিন্তু সকলে ত এত বুদ্ধিমান্ নয়। তাঁহার বিশ্বাস ছিল এই গান শুনিয়া ভগবান তাঁহাকে ভক্ত মনে করিতে পারেন, এবং মাঝে মাঝে তাঁহার দুএকটা মোকদ্দমা জিতাইয়া দিতে পারেন।

একটা প্রশ্ন উপস্থিত হইলে তাহার একটা উত্তর দিতে হয়।

পাছে তর্কে হটিতে হয় এই ভয়ে অতি সাবধানে, আট ঘাট বাঁধিয়া রাম বলিলেন, "ভগবান নেই, এমন কথা জোর ক'রে বলতে পারি না। তবে তিনি আছেন এরও কোন প্রমাণ নেই।"

শ্যাম অন্যমনস্কভাবে বসিয়াছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলিয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, "আমি জোর ক'রে বলতে পারি, ভগবান নেই। যে জিনিষ আমার বুদ্ধির অতীত—"

যোগেন্দ্র। তোমার বুদ্ধির অতীত হ'লেই একেবারে নাস্তি? ঋষিরা—

শ্যাম। হাঁ, ঋষিরা বলেছেন তিনি মনোবাক্‌কায়ের অতীত। যে জিনিষ সকল কালের সকল লোকের মনোবাক্‌কায়ের অতীত সে জিনিষ নেই, এমনি আমরা ব'লে থাকি।

যোগেন্দ্র। তুমি বললেই 'নেই' হয়ে গেল?

শ্যাম। হ'ল কিনা জানি না। আমি বলবো 'নেই'। আমি বলবো তোমার নাকের ওপর একটা আস্তাবল নেই। তোমার ইচ্ছা হয়, আস্তাবল আছে ব'লে বিশ্বাস কোরো।

আস্তাবলের উপমায় উপেন্দ্র উৎফুল্ল হইয়া উঠিলেন। সশব্দে করতালি দিয়া চীৎকার করিলেন, বা বা বা! ঠিক বলেছ! ঠিক বলেছ; আস্তাবল—

কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই ঘরের মধ্যে এক সন্ন্যাসীর আবির্ভাব হইল,—সরল, দীর্ঘ, বাহুল্যবর্জ্জিত দেহ, মুণ্ডিত মুণ্ড, প্রশস্ত, উন্নত ললাটের নীচে দুইটী জ্বলন্ত চক্ষু।

গোখুরা সর্পকে হঠাৎ সম্মুখে খাড়া হইয়া দাঁড়াইয়া উঠিতে দেখিলে ক্রীড়োন্মত্ত বালক যেমন মুহূর্ত্তে নিষ্প্রভ হইয়া যায়, উপেন্দ্র সেইরূপ হইয়া গেলেন। তাঁহার মুখ দিয়া কোন কথা বাহির হইল না।

সন্ন্যাসী দক্ষিণ হস্ত সম্মুখে প্রসারিত করিয়া বলিলেন, 'শিবমস্তু'।

উপেন্দ্র প্রথমটা যে একটু দমিয়া গিয়াছিলেন তাহারই প্রতীকার কামনায় এবার একটু চেষ্টা করিয়াই বলিলেন, "বাবাজি, আশীর্ব্বাদটা ফিরিয়ে নিন, এখানে প্রাপ্তির আশা কম।"

সন্ন্যাসী একটু হাসিয়া বলিলেন, "আশীর্ব্বাদ ত বিক্রয় করিনি।"

উপেন্দ্র। বাবাজীর জ্যোতিষ টোতিষ জানা আছে নিশ্চয়।

সন্ন্যাসী। জ্যোতিষ ত সকলেই জানে। ছোট ছেলে সেও জানে চাঁদ উঠলে আলো হবে। তার চেয়ে যে বড়, সে জানে চাঁদ আজ ছটার সময় উঠ্‌বে। আরও যে বড়, সে জানে চাঁদ আজ থেকে অমুক অমুক সময়ে উঠ্‌বে, এবং অমুক অমুক সময় গঙ্গায় জোয়ার আসবে।

উপেন্দ্র। হুম্!—আপনি অবশ্য এদের চেয়ে বেশী জানেন: আচ্ছা বলুন দিকি আপনি আমাদের কাছ থেকে কিছু নমস্কারী পাবেন কি না।

সন্ন্যাসী। নমস্কারী পাব না। কিছু পাই ত ভিক্ষাস্বরূপ পাব।

আশ্চর্য্যের বিষয় উপেন্দ্রের কথা শুনিয়া কেহ হাসিয়া গড়াইয়া পড়িল না। বরং রামময় একটু বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে থামাইয়া দিলেন, বলিলেন, "মানুষের সঙ্গে অভদ্রতা কর কেন?"

সন্ন্যাসী বলিয়া উঠিলেন, "না, অভদ্রতা করেন নি ত। আমরা সন্ন্যাসী, সমাজের বাইরে। আমাদের কাছে ভদ্রতার কোন form নাই। আমাদের কাছে মনের ভাব প্রকাশ করাই ভদ্রতা।"

রাম। আপনার প্রতি ওঁর শ্রদ্ধাই যদি থাকে ত সেটা প্রকাশ ক'রে আপনাকে কষ্ট দেবার ওঁর কি অধিকার?

সন্ন্যাসী। না, সত্যই কষ্ট দেননি। পৃথিবীশুদ্ধ লোক আমাকে শ্রদ্ধা করবে,—এতবড় স্পর্দ্ধা আমার নেই।

রাম। আপনি কিছু মনে না করতে পারেন। কিন্তু আমাদের মধ্যে ভদ্রতার একটা আদব কায়দা আছে ত।

সন্ন্যাসী। দুজনের মধ্যের আদব কায়দা সেই দুজনে ঠিক করে। আপনার আদব কায়দা ত আমার জন্য নয়। আমার কাছে মনের ভাব ব্যক্ত করাই ভদ্রতা।—যাক্, আমি কিছু ভিক্ষার আশায় এসেছি।

উপেন্দ্র। সেটা আমাদের জানা ছিল, ঠাকুর।

সন্ন্যাসী। জানেন বৈ কি। আমরা সকলেই যে ভিখারী। এই পৃথিবী ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে আছে আকাশ থেকে দুই বিন্দু জল পাবে ব'লে, আর সমস্ত আকাশ খাঁ খাঁ করচে, পৃথিবী থেকে দুই বিন্দু জলের আশায়।—হঠাৎ রামের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "হাঁ, আপনারই এই বাড়ী?"

রাম। আজ্ঞে হাঁ।

সন্ন্যাসী। এর পাশে খানিকটা খালি জমি প'ড়ে আছে, তাও আপনার?

রাম! আজ্ঞে হাঁ।

সন্ন্যাসী। ঐ জমির এক কোণে একটী নিমগাছ আছে। সেই গাছের ছায়ার খানিকটা কিছুকালের জন্য উপভোগ করবার অধিকার চাই।

রাম। সে অধিকার ত সকলের আছে। এই জন্য আপনি কষ্ট ক'রে আমার কাছে এসেছেন?

সন্ন্যাসী। আপনার জিনিস।

রাম। গাছের ছায়া আবার আমার জিনিস!

সন্ন্যাসী। ছায়া আপনার নয়? সে গাছ আপনার? সে জমি আপনার? এ বাড়ী আপনার? এ দেহ আপনার? বলিতে বলিতে পাপিয়ার মত সন্ন্যাসীর স্বর ক্রমেই চড়িতে লাগিল!

রাম বাধা দিয়া বলিলেন, "দেহ আমার নয় ত কার আবার ?"

সন্ন্যাসী। আপনারই ত। এ দেহ আপনার। ও ছায়াও আপনার।—তা হলে পেতে পারি ?

রাম। নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সন্ন্যাসী রামময়ের দিকে দক্ষিণহস্ত পূর্ব্ববৎ প্রসারিত করিয়া বলিলেন, "তত্ত্বমসি।" তার পর ষ্টিমারের সার্চলাইটের মত দুই চক্ষু সকলের দিক হইতে ফিরাইয়া লইয়া বাহির হইয়া গেলেন।

রামময় বলিলেন, "বাস্তবিক ভারতবর্ষের এই সন্ন্যসী আমার প্রাণকে আকুল ক'রে তোলে। মনে হয়, had I not been Alexander—"

শ্যাম। কেন হয়েছে কি ? এত হাহাকার করবার কি আছে ?

রাম। না, এই যে একটা সংযমের সাধনা—

শ্যাম। আমরাই বা কি এমন অসংযমের সাধনা করচি ? কাপড়ের রঙের ওপর ত সংযম নির্ভর করচে না।

যোগেন্দ্র। ওঁর সঙ্গে তোমার তুলনা করচো ? একখানি গেরুয়া কাপড় প'রে এমনি ক'রে তুমি পথে ঘাটে বেড়াতে পার ?

শ্যাম। গেরুয়া প'রে পারি, সাদা কোট প'রে পারি, সিল্কের পাঞ্জাবী প'রেও পারি। তোমার সন্ন্যাসী কিন্তু সাদা কোট প'রে হয়ত বেরুতে পারবেন না। কাপড় চোপড়ে আমরাই বেশী ত্যাগী।

উপেন্দ্র। তা যা হোক্‌, বাড়ীর পাশে একটা সন্ন্যাসী বসালে ?

শ্যাম। ঐ শোন! উপেনের ভয় হচ্চে তোমার নাস্তিকতাটা এবার উড়ে যাবে।

উপেন্দ্র। ভয় হচ্চেই ত।

শ্যাম। ও যে ওড়বার সে উড়ুক। তাকে ধ'রে রেখে লাভ নেই।

উপেন্দ্র। রামকেই জিজ্ঞাসা কর না, ওঁর মনে কোন দুর্ব্বলতা এসেছে কি না ?

রাম। এই দেখ, উপেন, স্বর্গ থেকে নাস্তিকতার inspiration পেয়েছি ব'লে বিশ্বাস কর্‌বো, সেদিন তোমাকে না হয় apostle ক'রে পাঠাব, ধার্ম্মিকদের মাথা কাটবার জন্ম। আপাততঃ বেগ একটু সংবরণ ক'রে থাক।

৪

প্রায় বিশ বৎসর রামময় দেশে যান নাই। দেশের বাড়ীতে এক সময়ে খুব ঘটা করিয়া দুর্গোৎসব হইত। রামময়ের আমলেও মা দশভূজা কয়েকবার যাতায়াত করিয়াছিলেন,—প্রথমটা অভীষ্টফলদায়িনী রূপে, তারপর "শক্তি" "দেশমাতা" প্রভৃতি কয়েকটা theoryর দোহাই দিয়া, এবং শেষটা কেবল লোকরঞ্জনার্থ। আজ দশ বৎসর তাহাও ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাড়ীতে বাণলিঙ্গের বিগ্রহ ছিল। কুলপুরোহিত যাদবেশ্বর চক্রবর্ত্তীর উপর ইহার সেবার ভার দিয়া রামময় তাঁহাকে বাড়ীতে স্থান দিয়াছিলেন।

যাদবেশ্বর ব্রাহ্মণপণ্ডিত, অর্থাৎ, পণ্ডিত ন'ন! এ বিষয়ে তিনি "অর্দ্ধং ত্যজতি।" তাঁহার মাথার ভিতরে কিছু না থাক্, মাথার উপরে বেশ ফাঁস দেওয়া একটী শিখা ছিল। এই শিখার সাহায্যে প্রায় পঞ্চাশ ষাট ঘর যজমান তাঁর বাঁধা। পূজাদি তিনি খুব ভক্তি সহকারেই করিতেন। তবে যে ভাষায় করিতেন, শুনিয়াছি তাহার নাম দেবভাষা। দেবতারা হয়ত তাহার অর্থ বুঝিতেন, মানুষের বুঝিবার সাধ্য নাই। পাড়ার সকলেই তাঁহাকে ভক্তি করিত। ভক্তি

আকর্ষণ করিবার মত গোটাকতক গুণও তাঁহার ছিল, যথা—তিনি মন্ত্র পড়িতে পড়িতে কাহারও ঘটকালী করিতেন না, পূজা করিতে করিতে তিন বার উঠিয়া গিয়া তামাক খাইয়া আসিতেন না; এবং উপবাস করিবার সময় অনশনেই থাকিতেন। প্রতিমাসে অনেকগুলা উপবাস করিয়া তিনি কেবল পারত্রিক নহে, ঐহিক ফলও লাভ করিতেন। ইহার একটা কারণ, তাঁহার আমড়া গাছের মত ফলন্ত সংসারে পত্রপুষ্পের শোভাসম্পদ্ না থাকুক, অস্থিচর্ম্মসার ফল ফলিয়াছিল অনেকগুলি। এত ফল না ফলিলেই তিনি সুখী হইতেন। কিন্তু এ সব নাকি ভগবানের হাত।

যাদব চারিবার মাত্র দারপরিগ্রহ করেন। প্রথম স্ত্রী বন্ধ্যা বলিয়া বিতাড়িত, এবং দ্বিতীয়টী একটী কন্যা প্রসব করার পর সূতিকারোগে প্রাণত্যাগ করেন। যাদব দেখিলেন, তাঁহার বয়স হইয়া যাইতেছে, পিতৃঋণ বুঝি আর শোধ হয় না। তাই তাড়াতাড়ি দুইটী বিবাহ করিয়া ফেলিলেন, পর পর। আপাততঃ তাঁহার সংসারে এই দুই পক্ষ বিদ্যমান্। ইহারা আসিয়া তাঁহার পিতৃঋণ শোধ করিলেন,—চক্র-বৃদ্ধিহারে। আজ যদি হঠাৎ যাদবকে জিজ্ঞাসা করা যায় তাঁহার মোট পুত্রকন্যা কয়টী, তবে ভদ্রলোক হিসাব লইয়া যে বিপদে পড়েন, সে বিপদ কাহারও কাহারও ভাগ্যে বছরে একবার করিয়া ঘটিয়া থাকে, ইনকমট্যাক্সের ফরম পুরাইবার সময়। কিন্তু পুত্রকলত্র সম্বন্ধে দুর্ভাবনা এবং তাহাদের সংখ্যা এ দুয়ের মধ্যে inverse ratio থাকায় যাদব একপ্রকার সুখেই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছিলেন।

সহসা তাঁহার নিস্তরঙ্গ সংসার-সরোবরে কৌতুকপ্রিয় ভাগ্য-দেবতা একটী ঢিল ফেলিলেন। ঢিলটী আসিল একটী বিধবা যুবতীর আকার ধরিয়া। ইনি কে, কোথা হইতে, কি উদ্দেশ্যে আসিলেন, ইত্যাকার

প্রশ্ন যখন তাঁহার মনকে সকরুণ করিয়া তুলিয়াছে, তখন জানা গেল ইনি তাঁহারই দ্বিতীয় পক্ষের সন্তান, গৌরী। এক মুহূর্ত্তে যাদবের মন বিস্বাদ হইয়া গেল। পিছন হইতে পালকে-ভরা প্রকাণ্ড দেহ দেখিয়া ময়ূরের স্বজাতীয় বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, হঠাৎ দেখিলেন সেটা শকুনি! তাহার গলার কাছ হইতে অপ্রত্যাশিত এ কি কদর্য্য নগ্নতা।

গৌরী নয় বৎসর বয়সে শ্বশুর-ঘর করিতে গিয়াছিল, আর পিত্রালয়ে আইসে নাই। এতকাল পরে অকস্মাৎ আজ যে সে এমন করিয়া একাকী, একটা গরুর গাড়ী ভাড়া করিয়া আসিয়া উপস্থিত হইবে, কে ভাবিয়াছিল! যাদব ছা-পোষা লোক, দুইটী স্ত্রী ও ডজনখানেক পুত্রকন্যা লইয়া একরকম সংসার চালান। তার মধ্যে এ আপদকে লইয়া কি করিবেন? স্থূলকায় ব্যক্তি তার চারি মণ তের সের দেহ কোনরূপে বহিয়া বেড়ায়। তাই বলিয়া তাহার ঘাড়ে পাঁচ সেরি একটা কাঁঠাল চাপাইলে বেচারা পারিবে কেন?

গৌরী শৈশবে মাতৃহীন হইয়া দুই সৎমার কাছে মানুষ হয়, এবং আওতা-পাওয়া চারাগাছের মত কেবল লম্বার দিকে বাড়িতে থাকে। এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে লাগিল যে পিতৃদেব শঙ্কিত হইয়া নয় বৎসর পার না হইতেই তাহাকে পাত্রস্থ করেন। পাত্রটী বিষয়ী লোক। বাড়ীর পাশে খানিকটা জমিতে কয়েকটা কলাগাছ পুতিয়াছিলেন। ইহাতেই তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদন চলিত। ইনি জমিদারীতে ছোট হইলেও কৌলিন্য-মর্য্যাদায় খুব বড় ছিলেন, বয়সে আরও বড়। তিনি গৌরীকে বড় আদর করিতেন। এবং দুই বৎসর তাহাকে চ'খে চ'খে রাখিয়া সহসা যেদিন চক্ষু মুদ্রিত করিলেন, সেদিন কৌলীন্য-মর্য্যাদার সবটাই তাহাকে দিয়া গেলেন। বিষয় সম্বন্ধে কোন ব্যবস্থা

করিবার সময় পান নাই। কাজেই কলাবাগানের বাগানটা পাঁচজনে দখল করিয়া বসিল, গৌরীর ভাগ্যে রহিল বাকীটা।

গৌরীর উচিত ছিল স্বামীর মৃত্যুতে একেবারে মুষড়িয়া পড়া; একেবারে আদর্শ হিন্দু সতীর মত গালে হাত দিয়া বসিয়া পড়া, এবং জীবনের পঞ্চাশ বা ষাটটা বছর "হা নাথ!" "হা নাথ!" করিতে করিতে শরদিজ-ঘর্ম্মক্লিষ্ট কেতকী-গর্ভপত্রের মত শুখাইয়া যাওয়া। কিন্তু কৈ? শুখান দূরে থাক, বৈধব্যের অব্যবহিত পরেই তাহার সমস্ত দেহ একটা লাবণ্যের বন্যায় কূলে কূলে ভরিয়া উঠিল, ইহাতে ঘরে বাহিরে সকলেই ছি ছি করিতে লাগিল। সকলেই অনুমান করিল, এই লাবণ্যের উৎস কোন এক জোড়া পাত্‌লা কাল গোঁফের পশ্চাতে লুকাইয়া আছে। গৌরী নিজেও কুণ্ঠিত হইয়া উঠিল। কিন্তু লাঞ্ছিত কুলিরমণীর কণ্ঠলগ্ন শিশুর মত তাহার এই নবজাত লাবণ্য কাহারও তোয়াক্কা না রাখিয়া, নিশ্চিন্ত আনন্দে, কারণে অকারণে হাসিতে লাগিল।

এ হাসি ত থামাইতে হয়।—চেষ্টার ত্রুটি হইল না। রসদ কমান হইল, খাটুনির মাত্রা ও মেয়াদ বাড়ান হইল, কিন্তু উৎপীড়নের তাড়নে তাহার যৌবনশ্রী সংযত হইল না, বরং কশাহত বর্ম্মা টাট্টুর মত দুর্দ্দম-চাঞ্চল্যে মলিন জীর্ণ বেশবাসের আগড় ঠেলিয়া চ'খে মুখে ছুটিয়া বাহির হইল। সকলে ভাবিল, হায়! হায়! এই পাগলা ঘোড়ার হাতে পড়িয়া গৌরী না জানি আজ কোন খানাখন্দে পড়িয়া নাজেহাল হইবে।

মেয়ের কলঙ্ককাহিনী বহুপূর্ব্বেই পিত্রালয়ে আসিয়া পৌছিয়াছিল। পিতামাতা, তাহা সহ্য করিয়াছিলেন। আজ যে কলঙ্কিনী নিজে আসিয়া উপস্থিত হইল! ইহাকে সহ্য করা যায় কিরূপে? অথচ

হাতাহাতি গলাধাক্কা দিয়া বিদায় করাও যায় না। দুই চারি দিন অন্ততঃ রাখিতে হয়।

এই দুই চারি দিনই অসহ্য হইল। গৌরী যদি কোন কাজে হাত দিত, অমনি বড়গিন্নী আহার ত্যাগ করিতেন। বলিতেন, ইহার ছোঁয়া জল তিনি খাইবেন না। সে যদি কোন কাজে হাত না দিত, তবে ছোটগিন্নি অন্য দিনের চেয়ে দশগুণ বেশী কাজ করিয়া, অনাহারে ঘরে খিল দিতেন। বলিতেন, যাহারা বসিয়া খাইতে আসিয়াছে তাহারা আহার করুক, তাঁহার আহারের প্রয়োজন নাই, তিনি শুধু দাসীবৃত্তি করিয়াই কাটাইবেন। এইরূপে যাদবের হাঁড়ির চাল বাঁচিতে লাগিল বটে, কিন্তু কলহের চীৎকারে বাড়ীর চাল উড়িবার উপক্রম হইল। তিনি দেখিলেন কন্যাকে স্থানান্তরিত করা ছাড়া উপায় নাই। কিন্তু কোথায় করিবেন? স্থির করিলেন, রামময়কে ধরিয়া করিয়া তাঁহার বাড়ীতেই মেয়ের একটা আস্তানা করিয়া দিবেন।

রামময়ের প্রকাণ্ড পরিবার। ভাইপো, ভাগ্‌নে, শালা, নাতজামাই প্রভৃতি বাঁধা পোষ্য অনেকগুলি। ইহার উপর অতিথি অভ্যাগতেরও অভাব ছিল না। গ্রামের কাহাকেও কয়দিন কলিকাতায় থাকিয়া মোকদ্দমা চালাইতে হইবে, কেহ চাকুরীর চেষ্টা করিতেছে, কেহ চাকুরী পাইয়াছে, কিন্তু যথেষ্ট বেতন পায় নাই, কেহ পড়াশুনা করিয়া দেশের মুখ উজ্জ্বল করিবে,—সকলেই নিঃসঙ্কোচে তাঁহার বাড়ীতে আশ্রয় লইত। তাহারা কে, কোথা হইতে আসিয়াছে কেহ প্রশ্ন করিত না, কেহ বাধা দিত না। তাহারাও নিজেদের পরিচয় দেওয়া আবশ্যক মনে করিত না। আপন আপন পোঁটলা পুঁটলি ঘরের কোণে গুছাইয়া রাখিয়া, তাহারা চাকরকে দিয়া তেল আনাইয়া স্নান করিত, ডাকহাঁক করিয়া ঠাকুরকে দিয়া ভাত আনাইয়া আহার করিত, এবং

যে-সে, যাহার-তাহার বিছানায়, যাহার-তাহার লেপ টানিয়া গায়ে দিয়া, রাত কাটাইয়া দিত। ইহাদের পরস্পরের মধ্যে কোন যোগ ছিল না; এক জনের ব্যথায় আর এক জনের প্রাণ কাঁদিত না; ইহারা কেবল একত্র বাস করিত,—নবজাত কেন্নুইশাবকের মত অনেকগুলি একসঙ্গে তাল পাকাইয়া।

রামময়ের স্ত্রী জগত্তারিণী বহুদিন হইতে রোগে ভুগিতেছেন। অসুস্থ শরীরে তাঁহাকে অনেক দিক্ দেখিতে হইত, অথচ বিরাট পরিবারে তাঁহাকে দেখিবার কেহ ছিল না। গৌরী তাঁহার সেবা-শুশ্রূষা করিতে পারিবে জানিলে রামময় ইহাকে সাদরে গ্রহণ করিবেন। তিনি অনেকদিন হইতে এইরূপ একটী ব্রাহ্মণ-কন্যার সন্ধানও করিতেছিলেন। তা ছাড়া, লোকটা নাস্তিক।—চরিত্র-দোষ লইয়া তত মাথা ঘামাইবে না ইহাও যাদবের বিশ্বাস ছিল।

* * *

জগত্তারিণী আহ্নিক করিতেছিলেন। গৌরী অতি পরিচিতার মত আসিয়া তাঁহাকে গড় করিল। তিনি হুঁ হুঁ করিয়া ছুঁইতে নিষেধ করিলেন। তারপর আহ্নিক সারিয়া গৌরীর ঘরের কথা, শ্বশুর বাড়ীর কথা ইত্যাদি লইয়া আলাপ করিতে লাগিলেন।

এমন সময়ে নিশি আসিয়া ভাত চাহিল, এবং ঠাকুর ভাতের থালা ধরিয়া দিয়া গেল। নিশি মাটীতেই বসিতে যাইতেছে দেখিয়া গৌরী কথার মাঝখানে উঠিয়া গিয়া একখানা পিঁড়ি পাতিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল। পিঁড়ির গোছা দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড় করান আছে যাহার ইচ্ছা হয় টানিয়া লইয়া বসে। ছেলেদের আহারের সময় পিঁড়ি পাতিয়া দিবে এমন লোক এ-সংসারে বড় কেহ ছিল না।

তাই আজিকার এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা ধক্ করিয়া নিশির নজরে পড়িল, জগত্তারিণীর নজরও এড়াইল না। অতি তুচ্ছ ঘটনা। কিন্তু অতি ক্ষুদ্র ছর্‌রার মত তাহা মাতা-পুত্র দুই জনের মনের মধ্যে গিয়া বিঁধিয়া রহিল।

হাঁ, যাহা ভয় করিতেছেন, তাহাই। ঘৃতবহ্নি-ঘটিত ব্যাপারই বটে। জগত্তারিণীর মনেও এ ভয় হইয়াছিল। ভয় করিবার কারণও রহিয়াছে। নিশি আজিও বিবাহ করে নাই, এবং গৌরীর বয়স আঠার বৎসর। তবে একটা কথা,—গৌরীর দেহে স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য্য যথেষ্ট থাকিলেও, তাহার মুখের কাটছাঁটকে সুন্দর বলা যায় না। আরও একটা কথা, তাহার চামড়া ছিল কাল। এই খানেই জগত্তারিণীর প্রধান ভরসা। তিনি জানিতেন, মীনকেতুর ধারাল ধারাল শর কতবার চামড়ায় প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে, কতবার বড় বড় হৃদয় ভেদ করিয়া চামড়ায় আসিয়া আট্‌কাইয়াছে। চামড়া ত তুচ্ছ নয়! চামড়ারই ত ঢাল হয়।

৫

কতকগুলা ছড়ান লোহার গুঁড়া একটা চুম্বকের সান্নিধ্যে আসিয়া যেমন সুসম্বদ্ধ, সুবিন্যস্ত হয়, গৌরীর আবির্ভাবে রামময়ের সংসার সেইরূপ হইল। গড়গড়ার নল, গরদ কাপড়, মটর ডাল ও রেড়ির তেল, ঘর ও বারান্দা জুড়িয়া ছড়ান আছে, এমন দৃশ্য বিরল হইয়া উঠিল; আধ প্যাকেট ডাক্তারী তুলা, তিন পাটি মোজা, একটা নারিকেল তৈলের বাটি, দেড়খানা পঞ্জিকা ও একটুকরা মোমের বাতি,

এতকাল একটা ভাঙা wash hand basin-এর মধ্যে বিশ্রাম করিতেছিল, এখন তাহারা যথাস্থানে ফিরিয়া গেল ; ছেলেদের খাতা ও বই বালিস বিছানার তলায় আত্মগোপন না করিয়া র‍্যাকের উপর প্যারেড করিয়া দাড়াইল ; এবং ভিজা গামছা দেরাজ, আলমারীর উপর হইতে বিতাড়িত হইয়া আলনায় গিয়া ঝুলিতে লাগিল। সকলেই দেখিল মেয়েটী নানা কাজে চরকীর মত ঘুরিতেছে। কিন্তু চরকীর মত ঘুরিলেও নিন্দার কাণামাছি তাহাকে ছাড়িল না।

আম্রের মধ্যে মিষ্টরসের মত গৌরী গৃহস্থালীর শিরায় শিরায় আপনাকে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিল, সর্ব্বত্র মাধুর্য্য আনিল, শ্রী ফিরাইল। সকলে বলিল, সংসার অধঃপাতে যাইবে, ইহা তাহারই পূর্ব্বলক্ষণ। এ পরিবারে আত্মীয়াদের মধ্যে যাঁহারা শুইয়া বসিয়া ও মিশি দাঁতে দিয়া দিন কাটাইতেন, তাঁহারা বলিতেন গৌরীর খাটুনির মধ্যে একটা বাড়াবাড়ি আছে। এর অনেকটা লোক-দেখান। যাঁহারা পূজা-আর্চ্চা লইয়া থাকিতেন, তাহারা বলিতেন, খাটিলে কি হইবে, ইহার আচার-বিচার নাই। এদিকে রামের আশ্রিতদের মধ্যে যাঁহারা পুরুষ অতএব সমাজের দণ্ডমুণ্ডের কর্ত্তা, তাঁহারা বাহির মহল হইতে লোলুপ-কৌতূহলের দূরবীণ কষিয়া ইহার চাল-চলনে বড় বড় ছিদ্র দেখিতে পাইলেন।

নিশির প্রতি গৌরীর পক্ষপাত প্রথম হইতেই সকলের চ'খে পড়িল এবং অনেকের আলোচনার বিষয় হইল। ইহা লইয়া শ্লেষ পরিহাস কম হইত না। গৌরী কোন প্রতিবাদ করিত না, শুধু হাসিত। এই হাঁসের পালকের মত সাদা হাসির জোরে সে শ্লেষ-বিদ্রূপের ধারাপ্রপাত গায়ে মাখিত না।

পরিবেষণের সময় সে ভাল ভাল তরকারী নিশির পাতেই বেশী

করিয়া দিয়া থাকে এমন অপবাদও তাহাকে একদিন শুনিতে হইল। গৌরী প্রথমটা থতমত হইয়া গেল, তারপর হাসিয়া বলিল, "বেশ ত, তুমিও নাও না।" বলিয়া চারগুণ তরকারী অপবাদকারীর পাতে ঢালিয়া দিল। তারপর ঠাকুর যখন চীৎকার করিয়া উঠিল, "অমন ক'রে সব ফুরিয়ে দিলে আর কেউ খেতে পাবে না।" তখন লজ্জায় তাহার মুখ লাল হইয়া উঠিয়াছে এবং এ লজ্জা আর সকলের অগোচর থাকে নাই।

জগত্তারিণী চিন্তিত হইয়া উঠিলেন। নিশির জন্য ঠিক নয়। তবে বাড়ীর মধ্যে যে নির্লজ্জ ইঙ্গিত ও আলোচনা চলিতেছে তাহাকে বাড়িতে দেওয়া ত ঠিক নয়। তিনি গৌরীকে দুএকটা কড়া কথা বলিয়া সাবধান করিয়া দিবেন স্থির করিলেন। কিন্তু সময় পান কৈ! সকালে কিছু বলিবার আগেই গৌরী তাঁহাকে বসাইয়া চুল খুলিয়া তেল মাখাইয়া স্নানের ঘরে পাঠাইয়া দেয় এবং পূজার যোগাড় করিয়া রাখে। পূজা আহ্নিকের পর কিছু বলিবেন ইচ্ছা করেন, মেয়েটা খানিকটা গরম দুধ বা সরবৎ আনিয়া মুখ বন্ধ করিয়া দেয়; আহারাদির পর কিছু বলিবেন ঠিক করিলেন, কিন্তু গৌরী পাশে বসিয়া পাখা করিতে লাগিল। পাখার হাওয়ায় অনেকগুলা সঞ্চিত কটু কথা উড়িয়া গেল।

যাহা হউক, তিনি দমিলেন না। একদিন তিরস্কার করিলেন। তবে যাহা বলিলেন তাহাতে বিশেষ ফল না পাওয়াই সম্ভব। তিনি বলিলেন,—খুব কড়া করিয়াই বলিলেন, "তুমি দিনের বেলায় একটু শুতে পার না? সমস্ত দিন কি দস্যিবৃত্তি ক'রে বেড়াচ্ছ?"

গৌরী বলিল, "আমার ঘুম পায় না।"

"যাও উঠে যাও তুমি" বলিয়া জগত্তারিণী গৌরীর হাতের পাখা

কাড়িয়া লইলেন। গৌরী পাশেই বসিয়া রহিল, এবং কিছুক্ষণ পরে পাখা লইয়া হাসিতে হাসিতে বাতাস করিতে লাগিল। 'জগত্তারিণী রাগে চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পাশ ফিরিয়া শুইলেন। গৌরী তাঁহাকে আফিমের মত পাইয়া বসিয়াছিল। ইহার তিক্ততায় মুখ বিকৃত রাখিবেন কতক্ষণ ? ইহার প্রতি অনুরাগে যে তাঁহার মন আচ্ছন্ন।

৬

নিশি তাহার এক সহপাঠীর বাসায় পড়িতে যাইত, এবং প্রায়ই অনেক রাত্রি করিয়া বাড়ী ফিরিত। এরকম সময়ে তাহার টেবিলের নীচে ভাত চাপা দেওয়া থাকিত,—শুকনা ভাত, ও তাহাতে বাটী বাটী তরকারী গেঁথা। নিশি আসিয়া নিজের ঘরে আলো জ্বালিত এবং ভাত টানিয়া লইয়া আহার করিত। এ ব্যবস্থা গৌরীর ভাল লাগিল না। সে নিশির ভাত উনানে চড়াইয়া রাখিত। নিশি আসিলে তাহার খাবার সাজাইয়া দিয়া অন্তরালে বসিয়া থাকিত, এবং সে আহার করিয়া উঠিয়া গেলে, বাসন মাজিয়া, ঘর ধুইয়া নিজে শয়ন করিত। গৌরীর সহিত নিশির দেখা হইত না। সে একা বসিয়াই আহার করিত এবং এই সময়ে এই সুষুপ্ত পুরীর মধ্যে চিরজাগ্রতা কোন এক অদৃশ্য স্নেহশীলার সেবানিপুণ হস্তের স্পর্শানুভূতি তাহার চ'খের পাতা ভারি করিয়া আনিত।

গল্প জমিতেছে ? সেবানিপুণ বাহুলতা ভাতের থালাতেই নিঃশেষিত না হইয়া এক সময়ে নিশির গলা বাহিয়া উঠিবে সন্দেহ হয় ? আমাদের মনেও এইরূপ সন্দেহ হইতেছে। তবে শশীর কাছে এ সন্দেহ প্রকাশ

করিয়া কাজ নাই। করিলে সে কতকগুলা ঘটনা পর পর সাজাইয়া গজকাটি দিয়া মাপিয়া দেখাইবে যে, তাহার উপর গৌরীর পক্ষপাত নিশির অপেক্ষা কম নহে। এমন কি এ বাড়ীর আরও অনেকের উপর তার সমান মাত্রায় পক্ষপাত আছে।

একদিন শশী নিজের বিছানা করিয়া লইতেছিল। সেদিন তাহার শরীরটাও ভাল ছিল। যা' তা' করিয়া বিছানা পাতিয়া লইতেছিল। এমন সময়ে গৌরী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "সর, আমি বিছানা ক'রে দিই।" পরের সেবা লওয়া শশীর অভ্যাস নয়। সে কিছুতেই সরিতে চাহিল না। তখন গৌরী হাত ধরিয়া তাহাকে সরাইয়া দিয়া বিছানা করিয়া দিল। সেদিন হইতে সে বুঝিয়াছে, গৌরী দেবী। আসক্তি অনাসক্তির বশীভূত সাধারণ নারী কি এমনি করিয়া তাহার মত একজন যুবককে স্পর্শ করিতে পারিত?

গৌরীর দেবীত্ব বুঝাইবার জন্য শশী সর্ব্বদা প্রস্তুত। বুঝাইবার কয়েকটা ভাল উপায়ও তাহার জানা ছিল। সে বলিত, এ সব ব্যাপারে মুখের যুক্তি যাহার কানে প্রবেশ না করে, তাহাকে মুঠা মুঠা যুক্তি দিতে হয় নাক ও মুখের ভিতর দিয়া; এবং এক আউন্স যুক্তির স্থান করিতে নাক দিয়া চার আউন্স রক্ত বাহির করিতে হয়।

৭

নিশি মেডিকেল কলেজে পড়িত। কিন্তু সহপাঠিদের চেয়ে বেশী মিশিত সরোজের সহিত। সরোজ তাহার বাল্য সঙ্গী, দুইজনে একই স্কুল হইতে এণ্ট্রান্স পাশ করিয়া, একই কলেজে বি, এ, পর্য্যন্ত

পড়িয়াছে। সরোজের পিতামাতা নিশিকে সন্তানের মত দেখিতেন এবং সেও তাঁহাদের নিতান্ত আপনার জন বলিয়া জানিত, এবং কাকাবাবু ও খুড়িমা বলিয়া ডাকিত। নিজের সুখদুঃখের কথা, যাহা সে সরোজের কাছেও গোপন করিত, তাহা এই খুড়িমার কাছে প্রকাশ না করিয়া সে বাঁচিত না। এইরূপ নানাদিক হইতে বাঁধিয়া সরোজ তাহার বন্ধু। নতুবা, এক প্রচলিত হিন্দুয়ানীর প্রতি বিদ্বেষ ছাড়া আর কোথাও দুইজনের মিল ছিল না। সরোজ যেখানে মানিবার জন্য উন্মুখ, নিশি সেখানে উড়াইতে পারিলে কৃতার্থ হয়। সরোজের ভাল লাগিত sermon. Sermonএর নামে নিশি ক্ষেপিয়া যাইত। সরোজ ব্রাহ্মধর্ম্মে ভক্তিমান্, নিশি ধর্ম্মমাত্রকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে। নিশি অনেকদিন সরোজের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজে গিয়াছে, এবং ভক্তিরসাত্মক সঙ্গীত ও বক্তৃতা শুনিয়া অশ্রুমোচন করিয়াছে। নিশি কাছে থাকিলে সরোজ উপাসনায় যোগ দিতে পারিত না। বন্ধুর মুখে কখন কি ভাব ফুটিয়া উঠিতেছে, তন্ন তন্ন করিয়া ইহা লক্ষ্য করিতেই তাহার সময় কাটিত, এবং নিশির চ'খ দিয়া জল পড়িতেছে দেখিলে জয়গর্ব্বে তাহার বুক ভরিয়া উঠিত। সে অনেকবার নিশিকে বলিয়াছে, "ব্রাহ্মসমাজের ডাক তোমার কানে বাজ্‌ছে। আর আত্ম-প্রবঞ্চনা ক'রে লাভ কি নিশি? অনেকদূর ত এগিয়েছ। আর একটু এগিয়ে পড়।"

বন্ধুকে আর একটু অগ্রসর হইতে বলিত বটে, নিজে কিন্তু বেশীদূর অগ্রসর হইতে পারে নাই,—আজিও দীক্ষা লয় নাই। জীবনের এতবড় একটা পরিবর্ত্তন পিতামাতার অজ্ঞাতসারে হয় ইহা সে ইচ্ছা করিত না। এইখানেই বিলম্বের কারণ ছিল।

সরোজের পিতা ভূপতি সংসারের খুঁটিনাটিতে বড় থাকিতেন না।

তিনি লোকের সহিত কম মিশিতেন। ছেলের সহিত আরও কম মিশিতেন। ইহার কারণ, তিনি যে লোকে বিহার করিতেন সেখানে সরোজকে কল্পনাতেও সঙ্গে লইতে পারিতেন না।

ভূপতি রাগিবার বা গর্জ্জন করিবার লোক নহেন। কিন্তু তাঁহার অল্পকথা ও সহজ চাহনির মধ্যে তুহিনকণার গিরিবিদারণ শক্তি ছিল। সেই চাহনির সম্মুখে নিজের সঙ্কল্পের জয়ধ্বজা বহন করিয়া দাঁড়াইবার সাহস সরোজের ছিল না।

কেবল একজনের কাছে ভূপতি মন খুলিয়া কথা কহিতেন,—নিশি। নিশি মাঝে থাকিলে তাঁহাকে এত দুর্নিরীক্ষ্য বলিয়া মনে হইত না। তাই সরোজের ইচ্ছা ছিল পিতার নিকট দীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব উত্থাপন করিবার সময় সে নিশিকে সঙ্গে রাখিবে। নিশিকে এই অর্থে নিমন্ত্রণ করিয়াও রাখিয়াছিল। সে কিন্তু সময় মত আসিয়া পৌঁছিল না।

ভূপতি ইজিচেয়ারে বসিয়া বই পড়িতেছিলেন। সরোজ একখানি চেয়ার টানিয়া পার্শ্বে বসিয়াই বলিল, "বাবা, আপনার সঙ্গে একটু কথা কইতে চাই।"

ভূপতি মুখ না তুলিয়াই বলিলেন, "বল।"

সরোজ। দেখুন, আমি বড় হয়েছি।

ভূপতি। দেখ্‌তে হবে না। 'Tis no news to me.

সরোজ। আমার এখন নিজের পথ বেছে নেবার সময় এসেছে।

ভূপতি। Rather late! অনেকদিন আগেই পথ বাছা উচিত ছিল।

সরোজ। আমি দেখ্‌ছি, এতদিন যে পথে চল্‌ছিলুম তা ঠিক নয়। আমার গন্তব্য অন্য দিকে।

ভূপতি। ভাল কথা।

সরোজ। আমি ইচ্ছা কর্‌চি, ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ কর্‌বো।

এবার ভূপতি বই বন্ধ করিয়া সোজা হইয়া বসিলেন, বলিলেন, "ব্যাপারটা ভাল বুঝলুম না। ব্রাহ্মধর্ম্মে তোমার বিশ্বাস হয়েছে? তোমার মনে হয়েছে, ঈশ্বর এক, পঞ্চাশটা নয়, তাঁর হাত পা আছে, কিন্তু আকার নেই; থিয়েটার দেখ্‌তে নেই; এই রকম গোটাকত জিনিসে তোমার বিশ্বাস হয়েছে?"

সরোজ। হাঁ তাই। আপনি অশ্রদ্ধা ক'রে কথা কইচেন কেন?

ভূপতি। হু—ম্! ব্রাহ্মধর্ম্মে তোমার বিশ্বাস হয়েছে, এই কথাটা বিজ্ঞাপন দিয়ে লোককে জানাতে চাও?

সরোজ। জানাতে হবে বৈ কি।

ভূপতি। লোকের যা যা মত, তা ত পাশের লোক অমনিই জান্‌তে পারে। বিজ্ঞাপন দোবার ত কৈ দরকার হয় না।

সরোজ। একটা নতুন ধর্ম্মমত—

ভূপতি। I beg your pardon. এটা সাধারণ মত নয়, ধর্ম্মমত,—তাই একটু আড়ম্বর কর্‌তে হবে।

সরোজ। আড়ম্বর করা আমার উদ্দেশ্য নয়। নতুন ধর্ম্মমতে আমাকে দীক্ষা নিতে হবে।

ভূপতি। অর্থাৎ আজ তুমি যা বিশ্বাস কর্‌চো, আমরণ তাই বিশ্বাস কর্‌বে, এইরকম একটা লেখাপড়া ক'রে দিতে হবে।

সরোজ। লেখাপড়া নয়। আমার এই এই মত, একথা আমাকে বল্‌তে হবে।

ভূপতি। আর imply কর্‌তে হবে যে, সেই সেই মত চিরকাল অটুট রাখবে।—হাঁ, একটা কথা, তোমার যা যা মত ব'লে লিখে

দেবে সেগুলো নিজের মন থেকে বল্‌বে, না তাঁদের ছাপা form থেকে ?

সরোজ। তাঁদের কোন ছাপা form নেই।

ভূপতি। তুমি দেখ্‌লে তাঁদের মতামতের যে একটা অব্যক্ত list আছে তার সঙ্গে তোমার মতের সম্পূর্ণ মিল আছে।

সরোজ। হাঁ।

ভূপতি। Strange, isn't it ? তোমার ও-দলের খবর ঠিক জানি না। তবে ও-দলের বাইরে দুটীলোকের ঠিক একমত দেখিছি ব'লে মনে হয় না।

শ্লেষের কুশাঙ্কুরে পদে পদে ব্যাহত হইয়া সরোজ আর তর্ক চালাইতে চাহিল না। বলিল, "আমি এ নিয়ে আলোচনা কর্‌তে চাই না। আমি শুধু ইচ্ছা করি আমার দীক্ষা নোয়ায় আপনার আপত্তি না থাকে।"

ভূপতি। আপত্তি! দাঁড়াও! তোমার কাজে আপত্তি করবার আমার অধিকার নেই, কারণ তুমি বড় হয়েছ। তবে দুটো কথা জান্‌তে ইচ্ছা করে,—এ দীক্ষা নিলে কারুর মাথা ফাটাতে হবে না ত ?

সরোজ। একটা ধর্ম্ম সম্বন্ধে—

ভূপতি। মাথা ফাটান ধর্ম্মের অঙ্গ ব'লেই বল্‌ছি। আর,—মুখের ভাত ফেলে দিয়ে শুকিয়ে মর্‌তে হবে না ? অনেক ধর্ম্মে তাই কর্‌তে হয়।

সরোজ। না।

ভূপতি। তা হ'লে দীক্ষা নাও, by all means, and be damned,—and welcome.

এতক্ষণ পরে নিশি আসিয়া উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়াই

ভূপতি চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। বলিলেন, "নাঃ, তোমরা আর আমায় পড়্‌তে দিলে না।"

নিশি। কেন আপনি পড়ুন না।

ভূপতি। আর হয় না। সরোজ দীক্ষা নেবে বল্‌চে।

নিশি। তাতে কি ?

ভূপতি। তাতে কি! ওর মনে ধর্ম্মভাব এসেছে। একটা নতুন ধর্ম্ম প্রায় আসে একটা form নিয়ে। একটা তিলফুল নাসা বা ঐ রকম একটা কিছুর through দিয়ে। তাই আমি না গেলে তোমাদের আলোচনাটা জম্‌বে না।

তারপর বাহিরে যাইতে যাইতে বলিলেন, "I mean, ধর্ম্মালোচনা।"

ভূপতি চলিয়া যাইতেই সরোজ অভিযোগের স্বরে বলিল, "বাস্তবিক, বাবা ভয়ানক, এ—ম্‌,—blasphemous কথাবার্ত্তা ক'ন।"

যাহার কাছে অভিযোগ করা হইল, সে ব্যক্তিটী সুবিচারের কোন বন্দোবস্ত না করিয়া প্রশ্ন করিলেন, "খুড়িমা কোথায় ?"

৮

ভূপতির স্ত্রী প্রতিভা সুন্দরী, ধনীর কন্যা, এবং সেকালের ইস্কুলে পড়া মেয়ে। দেমাকে ইঁহার মাটীতে পা পড়িবে না, এমনি অনেকে অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু দেখা গেল যাহাকে তাঁহারা শূন্যগর্ভ, স্ফীত, গর্ব্বিত রবারের বেলুন মনে করিয়াছিলেন, আসলে তাহা তরমুজ। নিজের সরস সারবত্তার ভারে তাহা আপনি নত হইয়া মাটীতে লুটাইতেছে। তাহার মধ্যে দেমাকের Coal gasএর অবকাশও নাই, প্রভাবও নাই।

সরোজ তাঁহার একমাত্র সন্তান। ইঁহাকে গর্ভে ধারণ করিয়াও তিনি পরিপূর্ণরূপে লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া আক্ষেপ করিতেন। সে আজ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিতেছে। কাল হয়ত তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, এই চিন্তা তাঁহাকে আকুল করিয়াছিল।

নিশির সহিত তাঁহার পরিচয় সরোজের মধ্যস্থতায়। প্রথম যেদিন তরঙ্গোৎক্ষিপ্ত বীজের ন্যায় সে হৃদয়-উপকূলে আসিয়া পৌঁছে, সেদিনকার কথা তাঁহার বেশ মনে আছে। সে ত বেশীদিনের কথা নয়। এই অল্পদিনের মধ্যেই এই সরল, সপ্রতিভ যুবা শতবন্ধনে তাঁহাকে ঘেরিয়া ফেলিল। কিন্তু যে তরঙ্গ ইহাকে বহিয়া আনিল তাহাকে ধরিয়া রাখা গেল কৈ? সে যে ক্রমেই দূরে সরিয়া যাইতেছে।

আজ সরোজ পিতার সহিত একটা বোঝাপড়া করিতে গিয়াছে। কি ফল হইল জানিবার জন্য উৎকন্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। এমন সময় নিশি ঘরে ঢুকিয়াই বলিয়া উঠিল, "খুড়িমা, তোমার সরোজ এতদিনে ধর্ম্মের একটা নতুন আকার খুঁজে পেয়েছে।"

সরোজ পিছনেই ছিল। সে চটিয়া গেল। বলিল, "ফের সেই কথা!"

নিশি বলিল, "আচ্ছা আর ওকথা প্রকাশ কর্‌বো না!" তারপর অপ্রাসঙ্গিকভাবে প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা, খুড়িমা, তুমি বল, যদি বে' কর্‌তেই হয় ত কি রকম মেয়ে বে' করা উচিত?"

প্রতিভা। কেন, তুই বে কচ্চিস্ নাকি?

নিশি। না, আমি কর্‌তে যাব কেন? তবে সরোজ শীগগির কর্‌বে। ওকে একটা উপদেশ দাও পাত্রী বাছতে গেলে কোন্ গুণটার দিকে নজর রাখা উচিত। ভবিষ্যৎ গৃহলক্ষ্মীর পক্ষে কোন্ গুণটী বিশেষ দরকারী।

প্রতিভার মনে ভয় ছিল সরোজ অবিলম্বে একটী শিক্ষিতা ব্রাহ্ম-মহিলা বিবাহ করিয়া বিপন্ন হইবে। নিজে কিছু কিছু শিক্ষালাভ করিলেও, শিক্ষিত মেয়েদের বিরুদ্ধে কুসংস্কার তাঁহার মন হইতে একেবারে মুছিয়া যায় নাই। সেকালকার অনেক বড় বড় লোকদের মত তিনিও মাঝে মাঝে মনে করিতেন,

"স্ত্রীরা যদি জেনে ফেলে অকস্মাৎ
যে পৃথিবীটা জোরে
ভোঁ ভোঁ ক'রে ঘোরে,—

* * *

কিংবা যদি জানে তারা পাঁচ আর দুয়ে সাত,
তা হলে কি ভাব তারা রেঁধে দিবে ভাত ?"

তাই একেবারে উল্টা দিকে ঝুঁকিয়া বলিলেন, "আমার মনে হয়, খুব খাট্‌তে পারাই সকলের চেয়ে বড় গুণ।

নিশি একেবারে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। বলিল, "ঠিক বলেছ, খুড়িমা। আমারও ঐ মত।"

প্রতিভা। সে কি কথা রে ! তোর ত এ মত ছিল না।

নিশি। ছিল না। কিন্তু একবার ভেবে দেখ, এই যত সংসার নষ্ট হয়, তা অজ্ঞতার ফলে তত নয়, যত আলস্যের ফলে। 'ছেলেদের পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখ্‌তে হয়'—এ জ্ঞান থাক্‌লেই অলস মা তা কর্‌তে পারেন না। কিন্তু যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম কর্‌তে পারেন তিনি তাঁর ছেলেদের পরিষ্কার রাখ্‌বেন,—নিজে মূর্খ হ'লেও, পাঁচজনের কথা শুনে। •

প্রতিভা। পাঁচজনের কথা শুন্‌বে কেন ? তার হয়ত বিশ্বাস গা মোছালে ছেলেদের ঠাণ্ডা লাগ্‌বে।

নিশি। তা, বোঝালে বুঝবে না?

প্রতিভা। বোঝালে যে বোঝে, সে আর মূর্খ থাক্‌তে পারে কত দিন?

সরোজ হঠাৎ বলিয়া উঠিল, "নিশি, এবার আমার সন্দেহ কর্‌বার পালা।"

সরোজের কথায় নিশি কিছুক্ষণের জন্য চুপ করিয়া গেল। শেষে হাসিয়া বলিল, "বেশ ত, সন্দেহ কর না।"

প্রতিভা একবার সরোজ ও একবার নিশির দিকে চাহিলেন; বলিলেন, "না, নিশি, তোর কথা আমার ভাল লাগ্‌লো না। আমরা মেয়ে মানুষ যা' তা' বল্‌তে পারি। তা ব'লে তোরাও বল্‌বি? তুই সংসারের যে কাজের কথা বল্‌চিস একটা ছ'টাকা মাইনের কুলি দিয়ে সে কাজ করান যায়। বাসন মাজাবার জন্যেই কি লোকে বিয়ে করে?—তোদের মত শিক্ষিত হয়ে?"

নিশি কোন উত্তর দিল না। হয়ত সকল কথা সে ভাল করিয়া শুনে নাই।

প্রতিভা বলিলেন, "বাড়ীতে সত্যনারায়ণের সিন্নি আছে, খাবি?"

ইহাতে সরোজ ঘোরতর আপত্তি করিল। নিশি কিন্তু তাহার সহিত যোগ দিল না। সে বলিল, "আমার মত অত সহজে জাত যায় না, খুড়িমা। তুমি যা ইচ্ছে হয় দিতে পার। খেতে ভাল হ'লেই খাব। তবে বেশী দিও না, সরোজ কষ্ট পাবে।"

তারপর সরোজকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, "বাস্তবিক, সিন্নিটা বড় good conductor of পৌত্তলিকতা;—moisture বেশী কি না।"

নিশির এই ব্যবহারে সরোজ একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া গেল।

৯

খুড়িমার সহিত সেদিনকার কথাবার্ত্তা লইয়া নিশি অনেকবার মনে মনে আলোচনা করিয়াছে। ভাবিয়াছে, শিক্ষিত হইলেই কি পরমপুরুষার্থ লাভ হইল? কলেজে যে সব ছেলেদের সহিত সে পড়ে, তাহাদের ত শিক্ষিত বলিয়া নাম আছে। কিন্তু তাহাদের কয়জনকে সে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিতে পারে? কয়জনের সহিত একত্র বাস করা যায়? না, একথা সে কিছুতেই মানিবে না যে শিক্ষাই সকলের চেয়ে বড়। শিবাজি ত শিক্ষিত ছিলেন না বলিয়া প্রবাদ আছে। তা বলিয়া তিনি কি এখনকার বি, এ, এম, এ-দের চেয়ে ছোট? এই ধর, গৌরী। সে না হয় কপাল পুড়াইয়া আজ পরের বাড়ীতে দাসত্ব করিতেছে। কিন্তু তার স্বামী যদি আজ জীবিত থাকিতেন তাঁহার কি অসুখী হইবার কোন কারণ ঘটিত,—সে শিক্ষিত নয় বলিয়া?

কিন্তু সে যে শিক্ষিত নয়, একথা নিশি জানিল কিরূপে? ঠিক জানিত না। অনুমান করিয়াছিল। পল্লীগ্রামের মেয়ে, পল্লীগ্রামের বধূ—শিক্ষিত হইবার সুযোগ তাহার কোথায়?

নিশির অনুমান মিথ্যা প্রমাণিত হইতে বেশীদিন লাগিল না। একদিন নিশি শশীকে অনুরোধ করে উপর হইতে তাহার Medical Jurisprudence বইখানা আনিয়া দিতে। শশী বাহিরে যাইতেছিল, বলিল তাহার সময় হইবে না। ইত্যবসরে গৌরী ছুটিয়া গিয়া বই আনিয়া দিল। নিশি বই খুলিয়া দেখিল, Medical Jurisprudenceই বটে। অবাক হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কি ক'রে চিন্‌লে?"

গৌরী শুধু হাসিল, কোন উত্তর দিল না। নিশি কিন্তু ছাড়িতে চাহিল না। "বল কি ক'রে চিনলে? তুমি কি পড়তে জান?"

গৌরী খুব জোর করিয়া বলিল, "হঁা।"

নিশি। তবে পড় না কেন? আমার কাছে ত অনেক ভাল ভাল বই আছে।

গৌরী। বেশ ত, একটা মাষ্টার রেখে দিন।

নিশি বলিল, "আচ্ছা, তাই হবে।" ঠিক করিল নিজেই মাষ্টারী করিবে, অবসর মত তাহাকে কিছু কিছু পড়াইবে।

পাছে তাহার মনে কোন দুরভিসন্ধি আছে বলিয়া কেহ সন্দেহ করে, এই ভয়ে সে মা, পিসী, মাসী, ও অন্যান্য দু'একজন আত্মীয়াদের সহিত সভা করিয়া গৌরীকে পড়াইতে লাগিল। ইংরাজী পড়াইবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু সভায় ইংরাজী চলিবে না। মনের মত বাংলা বইও তখনকার দিনে বেশী ছিল না। নিশি অনন্যোপায় হইয়া মেঘনাদ-বধের সম্মুখ সমরে সকলকে আহ্বান করিল।

নিশির এত অবসর ছিল তাহা ইতিপূর্ব্বে সে বা আর কেহ জানিত না। তাহাকে যে এত পরিশ্রম করিতে হয় সে কথাও তাহার জানা ছিল না। আজকাল নিজের পরিশ্রমের কথা প্রায়ই মনে পড়িত এবং এইটুকু অবসরের জন্য প্রায়ই প্রাণ কাঁদিত।

প্রবীণারা শুইয়া, বসিয়া এবং গৌরী সেলাই, পাখা বা অন্য কোন কাজ লইয়া শুনিয়া যাইত, আর নিশি পড়িত। প্রথমটা শুনাইবার জন্য পড়িত, শেষে কাব্যের ছন্দে নিজেই মাতিয়া উঠিল। পড়িতে পড়িতে তাহার মুঠা ক্ষণে ক্ষণে শক্ত হইতে লাগিল এবং বার বার 'কর্ব্বূরকুলের গর্ব্ব' খর্ব্ব হইল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রোতার সংখ্যাও খর্ব্ব হইতে লাগিল। মেঘনাদবধ যেদিন নবম সর্গের শেষাশেষি আসিয়া পৌছিয়াছে, সে-দিন অবশিষ্ট রহিল শুধু একটী বক্তা ও একটী শ্রোতা এবং ইহারা সম্ভবতঃ তখন সপ্তম স্বর্গের মাঝখানে।

পুঁথি শেষ করিয়া নিশি প্রশ্ন করিল, "কেমন লাগ্‌লো ?"

গৌরী বলিল, "বেশ।"

নিশি বলিল, "শুধু বেশ বল্‌লে হবে না। কেন বেশ ? কোথায় কোথায় তোমার ভাল লেগেছে বল।"

গৌরী কথা কহে না। নিশি গৌরীর হাতে বই দিয়া বলিল, "কোথায় তোমার ভাল লেগেছে প'ড়ে শোনাও।" ইহাতেও কোন ফল হইল না। শেষে অনেক জেরার পরে জানা গেল, গৌরী বাংলা অক্ষরের প্রায় সব কয়টা এবং ইংরাজীর পাঁচ ছয়টা অক্ষর চিনিতে পারে। নিশি মনে মনে আহত হইয়া বলিল, "তবে সেদিন তুমি আমার বই চিন্‌লে কি ক'রে ?"

গৌরী। ও বই ত প্রায় আপনার দরকার হয়।

নিশি। তুমি মিথ্যে ক'রে বল্‌লে কেন লেখাপড়া জান ?

"বলুন ছিনালি কর্‌ছিলুম।" বলিয়া গৌরী বাহির হইয়া গেল।

নিশিকে যেন কে বেত মারিল। ছিনালি! ভদ্রমহিলার মুখে এই কথা! কথাটা কি, কোথা হইতে আসিল, কেমন করিয়া ভদ্রগৃহস্থ-ঘরে প্রবেশলাভ করিল, আমরা তাহার যে অর্থ করি তাহাই তাহার প্রকৃত অর্থ কি না, এ সব নিশির জানা ছিল না! জানিবার অবসরও লইল না। Biology-গজরাজ তাহার বিশাল জঠরনিঃসৃত পাচকরসে Philologyর কপিত্থকে অন্তঃসারশূন্য করিয়া ছাড়িয়া দিল।

নিশি ভাবিল একটা কথায় কি আসিয়া যায়? সভ্য সমাজে মিশিবার সুযোগ যাহার ঘটে নাই, তাহার মুখ দিয়া দু'একটা অসভ্য কথা ত বাহির হইবেই। ইহাতে তাহার দোষ কি? এই একটী কথার জন্য কি মানুষটীকে ছোট করিয়া দেখিতে হইবে!—আচ্ছা, গৌরীকে অনেকে অসুন্দর বলে কেন? তাহাকে পরমাসুন্দরী বলা

যায় না সত্য। কিন্তু হাসিতে যখন তাহার মুখ ভরিয়া যায় তখন তাহাকে বেশ সুন্দরই ত দেখায়। না, লোকে বড় বাড়াইয়া বলে,—মিথ্যা বলে। লোকের দোষ নাই। তাহারা ঠিকই বলিয়াছিল। পীচের রং সবুজই। তবে তাহার যে দিকটা সূর্য্যের দিকে ফিরিয়া থাকে, তাহা একটু রক্তাভ। পীচের বর্ণ সম্বন্ধে সূর্য্যদেবের রায় আপীলে না টিঁকিতে পারে।

১০

খুব বড় ঘর হইতে নিশির সম্বন্ধ আসিয়াছে। জগত্তারিণী নিজে পাত্রী দেখিয়াছেন। হাঁ, সুন্দরী বটে,—এ—ই চুল! এ—ই চোখ! ইত্যাদি। কন্যার পিতা মধুসূদন হালদার কোম্পানীর আফিসে বড় চাকুরী করিতেন। অনেকদিন চাকুরী করিবার ফলে অনেক টাকা এবং অনেক বড় বড় সাহেব ইঁহার মুঠার মধ্যে ছিল। জামাতাকে ইনি বিলাতে পাঠাইবেন, এবং ফিরিয়া আসিলে একটা বড় পদে বাহাল করিয়া দিবেন এরূপ আভাস দিয়াছেন। এই একটা জিনিয রামময়কেও লুব্ধ করিয়াছিল। তিনি জানিতেন, পাত্রী নিশির পছন্দ হইবে না, তাঁহারও পছন্দ নয়। নিশি শিক্ষিত, বয়স্থ কন্যা বিবাহ করিতে চায়। শিক্ষিত ও বয়স্থ কন্যা স্বঘরে সুলভ নাই, এবং জগত্তারিণীর পুত্রকে জোর করিয়া অঘরে বিবাহ দিবার ইচ্ছা ও অধিকার রামের নাই। তিনি জানিতেন নিশির ধনুর্ভঙ্গ পণ টিঁকিবে না। তাহাকে চ'খ কান বুজিয়া এই রকম একটী পাত্রীকেই গলাধঃকরণ করিতে হইবে। তাহাই যদি করিতে হয়, ত এ পাত্রী অনেক বিষয়ে বাঞ্ছনীয়। এটী সুস্বাদু না হইলেও সুপথ্য। মধুসূদনের ছেলেগুলি উচ্চশিক্ষিত।

এমন ঘরে মেয়ে নিতান্ত জংলা না হইতে পারে; তা ছাড়া, বালিকা-বধূকে ঘরে আনিয়াও ত শিক্ষা দেওয়া যাইতে পারে; এ যুক্তিগুলাও ক্রমে ক্রমে তাঁহার মনে উদয় হইয়াছিল। সকল দিক চিন্তা করিয়া তিনি এ বিবাহে সম্মতি দিলেন। সব প্রায় ঠিকঠাক হইয়া গেল। নিশিকে কিন্তু কিছুতেই বাগ মানান গেল না। জগত্তারিণী অনেক করিয়া বার বার ছেলেকে বুঝাইলেন, কবে মারা যাইবেন, বধূমুখ দর্শন করিয়া যাইতে পারিবেন না বলিয়া ভয় দেখাইলেন। কিন্তু কোন ফল হইল না। তখন তাঁহার সমস্ত আক্রোশ গিয়া পড়িল গৌরীর উপর। সেই যে নিশির মাথা বিগড়াইয়া দিতেছে এ বিষয়ে তাঁহার আর সন্দেহ রহিল না। নিশির সহিত তাহার ঘনিষ্ঠতা অশোভন রকমে বাড়িয়া চলিতেছে ইহা তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, গৌরীকে দু একবার সাবধান করিয়াও দিয়াছেন। তথাপি তাহার ব্যবহারে বিশেষ কোন পরিবর্ত্তন ঘটে নাই। মেয়েটি তাঁহার বুকে বসিয়া তাঁহারই দাড়ি উপড়াইবে! (পাঠকগণ যেন মনে না করেন যে জগত্তারিণীর দাড়ি ছিল। আমি একটা কথার কথা বলিলাম মাত্র।) একটা পাড়াগেঁয়ে ভূত তাঁহার নিশির মত ছেলেকে এমন করিয়া কাবু করিবে ইহা তাঁর গর্ব্বে আঘাত করিল। ইহার পর গৌরী হইল তাঁহার চক্ষুশূল। গৌরী না হইলে তাঁহার চলিত না, প্রতি পদক্ষেপে তাহাকে মনে পড়িত। ইহাতে তাঁহার ক্রোধ দশগুণ বাড়িয়া গেল। জগত্তারিণী ঠিক করিলেন ইহাকে আর ঘরে রাখা নয়। ইহাকে অবিলম্বে বাপের বাড়ী পাঠাইয়া দিতে হইবে। তিনি সাপ মারিবার জন্য নেউল পুষিলেন। সে দু'একটা সাপ মারিয়াছে সত্য, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে হাঁড়ির মাছ ও খোপের পায়রাও নিঃশেষ করিয়াছে। ইহা কতদিন সহ্য করা যায়?

১১

দুর্ভাগ্যের বিষয়, গৌরীর কোন ব্যবস্থা করিবার পূর্ব্বে জগত্তারিণী অকস্মাৎ অত্যন্ত রুগ্ন হইয়া পড়িলেন। তিনি বহুদিন হাঁপানি রোগে কষ্ট পাইতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে খুব বাড়াবাড়ি হইত। তবে দুই তিন দিনেই সুস্থ হইয়া উঠিতেন। এবারে কিন্তু সেরূপ কোন লক্ষণ দেখা গেল না। আট দশদিন ধরিয়া টান বাড়িয়াই চলিল।

গৌরী দিনরাত পাশে বসিয়া সেবা করিতে লাগিল। তিনি তাহার সেবা লইতেন, কিন্তু তাহার সহিত কথা কহিতেন না। রোগের বাড়াবাড়ির সময় ছেলেরা অনেক সময়ে কাছে আসিয়া বসিত, এবং এই সময়ে গৌরীর হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া তিনি বাঁচিতেন। গৌরীর দিক হইতে বা ছেলেদের দিক হইতে সেবার ত্রুটি হইল না। কিন্তু কেবল সেবায় ত রোগ সারে না। ঔষধের প্রয়োজন। আজকালকার মত তখন অলিতে গলিতে "হাঁপানির Injection চিকিৎসায় সিদ্ধহস্ত" ডাক্তারের ছড়াছড়ি না থাকিলেও, 'অব্যর্থ চিকিৎসা'-পারদর্শী লোকের অভাব ছিল না। শঙ্খচিলের পালক গরুর শিংএ বাঁধিয়া দেওয়া, পাঁটার খুরের ধূলা মাদুলিতে করিয়া নাকে ধারণ করা, প্রভৃতি অনেক ভাল ভাল ব্যবস্থা তাঁহারা দিয়া গেলেন।

এ ব্যবস্থায় চলিলে একটা কিছু হইত নিশ্চয়। কিন্তু সেরূপ চলা হয় নাই। তাহার পরিবর্ত্তে কতগুলা ডাক্তার ডাকা হইল। ইঁহারা সকালে বিকালে ঔষধ বদলাইতে লাগিলেন। ফলে রোগী আর শয্যাশায়ী রহিলেন না। বসিয়াই রাত কাটাইতে লাগিলেন।

একদিন জগত্তারিণী কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিলেন, "বাবা! এমন সংসারেও পড়েছিলুম! আমার বাড়ীর পাশে এক সাধু রয়েছেন।

তাঁর পায়ের ধূলো নিয়ে কত লোকের উৎকট উৎকট রোগ সেরে গেল। আমার কেই বা আছে ? কে-ই বা তাঁকে ডাকবে ?"

রামময় দেখিলেন, সাধুর প্রতি এই বিশ্বাসের জোরে রোগ সারিতেও পারে। তাই তিনি শশীকে বলিলেন, "যাও, একবার তাঁকে ডেকে নিয়ে এস।"

আশ্চর্য্যের বিষয়, রামের কথা শেষ হইতে না হইতেই সন্ন্যাসী ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিলেন, এবং কোনদিকে দৃক্‌পাত না করিয়া রোগীর শয্যায় গিয়া বসিলেন। জগত্তারিণী উঠিবার চেষ্টা করিতেই, তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া, তাঁহার মাথায় ও কপালে হাত বুলাইতে লাগিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, "কৈ তোমার ত কোন রোগ নেই। তুমি ত বেশ সুস্থ হয়েছ, তোমার ত আর কোন রোগ নেই।" বলিতে বলিতে জগত্তারিণী একটু একটু করিয়া বালিশে ঠেস্ দিলেন এবং ক্রমে চিৎ হইয়া শুইলেন। তাঁহার নিঃশ্বাসের বেগ মন্দীভূত হইয়া আসিল, এবং চ'খের পাতা ধীরে ধীরে মুদ্রিত হইয়া গেল।

শশী বিস্মিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "সত্যই ত সেরে গেল মনে হচ্চে।"

নিশি বলিল, "Hypnotism."

সন্ন্যাসী উঠিয়া দাঁড়াইলেন, এবং নিশির দিকে ফিরিয়া সহাস্যে স্বীকার করিলেন, "Hypnotismই। ওঁকে বুঝিয়ে দিলুম, এ ব্যাধি ত ওঁর নয়, এ দেহ ত ওঁর নয়,—'ন ত্বং নাহং নায়ং লোকঃ'। তারপর নিজের মনে গাহিতে গাহিতে বাহির হইয়া গেলেন। তাঁহার গানের একটী চরণ যূথভ্রষ্ট মৌমাছির ন্যায় ঘরের মধ্যে গুঞ্জন করিয়া ফিরিতে লাগিল, "তদপি কিমর্থং কুরুতে শোকঃ, তদপি কিমর্থং কুরুতে শোকঃ।"

Hypnotism বলিয়া ব্যাখ্যা করিলেও, আজিকার এই ঘটনা সকলকে অভিভূত করিয়াছিল। অনেকক্ষণ পরে রাম একটু প্রকৃতিস্থ হইয়া হাসিয়া বলিলেন, "উঃ! কি dramatic entrance! আর একটু দুর্ব্বলচিত্ত হলে এখুনি আস্তিক হয়ে যেতুম।"

শশী। হ্যাঁ, একেবারে আমাদের কথার সঙ্গে সঙ্গে এসে পড়েছেন।

নিশি। মা হয়ত আগে থাকৃতেই ডেকে পাঠিয়েছিলেন তাই।

জগত্তারিণী ঠিক নিদ্রিত ছিলেন না। তিনি বলিয়া উঠিলেন, "ডেকে পাঠিয়েছিলুমই ত। তোমরা যদি না ডাক ত আমাকে ডাকৃতে হবে না?"

শশী যেন হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। বলিল, "আঃ! একটা মস্ত বড় ফাঁড়া কেটে গেল!"

১২

শশী বলিয়াছিল, 'একটা ফাঁড়া কেটে গেল'। ফাঁড়া কি এত সহজে কাটে? একজন এঞ্জিনের তলায় পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল! আমরা বলিলাম, তাহার ফাঁড়া কাটিল। কিন্তু সংবাদ লইলে হয়ত জানিতে পারিব, এ লোকটী পূর্ব্বে ভয় ও বিরক্তির নাম জানিত না, আজ কিন্তু কথায় কথায় ইহার বুক ধড়ফড় করে, কথায় কথায় ইহাকে অসহিষ্ণু হইতে দেখা যায়। ইহার দেহ শতখণ্ড হয় নাই, কিন্তু ভিতরের মানুষটী উলট-পালট হইয়া গিয়াছে। ইহার ফাঁড়া কি কাটিয়াছে? যদি কাটিয়া থাকে ত রামময়ের কাটিয়াছে।

সন্ন্যাসীকে ডাকা হইয়াছিল বলিয়া আসিয়াছিলেন, hypnotic suggestion করিয়াছিলেন বলিয়া রোগ নিবৃত্ত হইয়াছে। সোজা

কথা। ইহার মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু নাই। তবু রামের মনে একটা 'কিন্তু' আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। সকল জিজ্ঞাসার শেষে তিনি materialismএর যে দাঁড়ি টানিয়াছিলেন, 'কিন্তু'র চাপে বাঁকিয়া তাহা একটী প্রকাণ্ড note of interrogationএ পরিণত হইয়াছে। তাঁহার মনে হইতেছে, 'ভুল করি নাই ত'? যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছি, বুঝিতেছি তাহার পশ্চাতে আরও কি কিছু সত্য আছে? ইচ্ছা বলিয়া একটা পদার্থকে সংক্রমিত করা যায় নাকি—একজন হইতে আর একজনে, এক লোক হইতে আর এক লোকে, এক কাল হইতে আর এক কালে, এবং দেশকালের অতীত কোন ইচ্ছাশক্তিস্বরূপ হইতে অনন্ত দেশকালে?

রামের মনের এই অবস্থায় একদিন যোগেন্দ্র আসিয়া বলিলেন, "চল, একবার সাধুদর্শন ক'রে আসি। শুন্‌তে পাই, তোমার এ সন্ন্যাসীটী যেমন জ্ঞানী তেমনি সাধক।"

রাম বলিলেন, "বেশ ত, তাতে আমার কি?"

যোগেন্দ্র। আহা ভয় পাচ্চ কেন? তিনি ত জোর ক'রে তোমাকে ধার্ম্মিক কর্‌বেন না।

যোগেন্দ্র বুঝিয়া সুঝিয়া রামের দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া গদা ছুঁড়িলেন, রামও হাড়গোড ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। পাছে সত্যভীরু বলিয়া পরিচিত হন এই ভয়ে যোগেন্দ্রের অনুগমন করিলেন।

সন্ন্যাসীর পদধূলি লইয়া যোগেন্দ্র বলিলেন, "বাবা, আপনার কাছে একজন নাস্তিক ধ'রে এনেছি।"

সন্ন্যাসী হাসিয়া বলিলেন, "নাস্তিক কেন বল্‌চেন? উনি কি সত্যই বুঝেচেন, কিছু নাস্তি? তা ত নয়। ওঁর মনে সংশয় হয়েছে কিছু অস্তি কি না।

রাম। হাঁ, আমি সংশয়ী।

সন্ন্যাসী মাথায় হাত ঠেকাইয়া রামকে নমস্কার করিলেন। এবং বলিলেন, "সংশয় যে বিধাতার প্রসাদ। যার মনের চকমকিতে সংশয়ের ঘা পড়েছে, তার মনে আলো জ্বল্‌লো ব'লে।"

রাম। হাঁ, নূতন আলো পাবার জন্য আমি সব সময়েই প্রস্তুত আছি—

সন্ন্যাসী। থাকৃতেই হবে। সংশয়ী যে। সংশয়ীর মন, এ যে চষা জমি,—বীজ গ্রহণের জন্য উন্মুখ। যার মনে সংশয় নেই, নিশ্চয় এসে গেছে, সে ত মৃত। তার মন পাথরের মত জমাট হয়ে গেছে। তাতে আর কিছু গজাবে না।

যোগেন্দ্র। তা আপনি দিন কিছু বীজ। চষা জমি প'ড়ে থাক্‌বে এই রকম?

সন্ন্যাসী। আমি দোবো? আমার কি আছে? চিরদরিদ্র! একেবারে রিক্তহস্তে এসেছি, একেবারে রিক্তহস্তে ফিরে যাবো।

যোগেন্দ্র। আপনি যদি দরিদ্র হন ত আমরা কোথায় যাব? ভাল বীজ পাব কোথায়?

সন্ন্যাসী। পাবেন কোথায়? বসুন্ধরা এত বীজ পেলে কোথা থেকে? তার রন্ধ্রে রন্ধ্রে বিবিধ তরু-গুল্মের বীজ বপন ক'রে গেছে কে,—যুগ যুগান্তর আগে?

যোগেন্দ্র। আপনি বল্‌চেন ভগবান্ দেবেন। সেই ভগবানেই যে ওঁর বিশ্বাস নেই।

সন্ন্যাসী। বিশ্বাসের কি প্রয়োজন? জলের মধ্যে মাছ আছে। সে দেখ্‌ছে উপরকার temperature কম্‌চে, আর সেই ঠাণ্ডা জল এসে তলায় জম্‌ছে। নীচেকার temperature উপরের চেয়ে কেবলই

কম হয়ে যাচ্চে। তার বিশ্বাস এই রকম ক'রে এক সময়ে সমস্ত জলটা জমে যাবে, নীচে থেকে স্বুরু ক'রে উপর পর্য্যন্ত। অনাদি কাল থেকে সে এই বিশ্বাস ক'রে মরবার জন্য প্রস্তুত হয়ে ব'সে আছে। আজও কিন্তু জল জম্‌লো না।

যোগেন্দ্র। কিন্তু আমি যে আন্‌লুম্‌ ওঁর মনে ভগবানের বিশ্বাস জন্মাবার জন্য।

সন্ন্যাসী। বিশ্বাস জন্মাবার ত কথা নয়। তিনি ত চান না আমরা তাঁকে বিশ্বাস করি। তা যদি চাইতেন তাহ'লে কি নিজেকে আমাদেব বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিষয় কর্‌তেন না? করেন নি কেন?

রাম। আপনি বল্‌চেন ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধীন্দ্রিয়ের বিষয় ন'ন, অতএব অবিশ্বাস্য। অথচ এমনই ভাবে কথা কইচেন, যেন তিনি আছেন।

সন্ন্যাসী। অন্ধ বল্‌চে, "আমি আলো দেখ্‌তে পাই না।"

রাম। অন্ধের কাছে আলো নেই। সে শুধু আলো শব্দটী মুখস্থ ক'রে রেখেছে।

সন্ন্যাসী। আমরাও মুখস্থ ক'রে রেখেছি যে ঈশ্বর ব'লে একজন আছেন, এবং তিনি আমাদের বুদ্ধীন্দ্রিয়ের অতীত।

রাম। মুখস্থ ক'রে রেখেছি ব'লেই যে তা সত্য হবে এমন কোন কথা নেই।

সন্ন্যা। সত্য ত নয়। আমি আছি বোদ্ধা, আর তিনি আছেন বোধ্য, এ দুটা সত্য হতে পারে না। হয় আমি আছি, নয় তিনি আছেন। হয় চক্ষু আছে, আলো নেই। নয় আলো আছে, চক্ষু নেই।

রাম। কিন্তু আমি আছি এটা আমার কাছে সত্য।

সন্ন্যা। আপনি আছেন। আপনি দ্রষ্টা ব'লে রূপ আছে, শ্রোতা

ব'লে শব্দ আছে। আপনার রূপরসাদি বোধশক্তি আছে ব'লে রূপরসাদি আছে, রূপরসাদিমৎ এই জগৎ-প্রপঞ্চ আছে।

রাম। আপনি বল্‌ছেন এ জগতের অস্তিত্ব আমার ওপর নির্ভর কর্‌বে। আমি কিন্তু এটা স্বীকার করি না।

সন্ন্যা। হ'তে পারে আমারই ভুল। আচ্ছা, আমার হাতে একটা পাতা আছে। এর রং কি? আপনি বলবেন, সবুজ। আর আমরা যাকে colour-blind বলি সে বল্‌বে, লাল। পাতার সত্যি রং কি?

রাম। আমি বলবো পাতা ব'লে একটা বস্তু আছে। তার থেকে আলো প্রতিফলিত হচ্চে। এবং সেই আলো নানা চোখে নানা রকম উপলব্ধি জাগাচ্চে।

সন্ন্যা। বেশ! এর আকার কি রকম? আপনি বলবেন, তীরের ফলার মত। আমি বল্‌বো, না। এই পাতার গায়ে অসংখ্য কাঁটা আছে। তাদের প্রত্যেকটা তিন ইঞ্চি ক'রে লম্বা। এই কাঁটাগুলো সূর্য্যরশ্মির সব কটা rays absorb ক'রে শুধু infra-red rays reflect কর্‌চে। তাই আমরা দেখিতে পাই না, photographic plateএও ধরা যায় না। কাঁটাগুলি ভীষণ বেগে নিয়ত স্পন্দিত হচ্চে এবং তার থেকে একটা প্রচণ্ড আওয়াজ বেরুচ্চে। কিন্তু স্পন্দনের rate 45000 এর ওপর ব'লে কিছু শুনতে পাচ্চি না। এবং তাদের character consistency and arrangements এ রকম যে আমাদের স্পর্শেন্দ্রিয়ে কোন সাড়া জাগায় না। মশা গায়ের ওপর বস্‌লে তার কটা পা কোথায় কি ভাবে আছে যেমন প্রায় টের পাই না, সেই রকম। এখন আমাদের বল্‌তে হবে, যে এই পাতার একটা আকার আছে, কিন্তু আকার কি রকম ঠিক জানি না, এ খানিকটা স্থান জুড়ে ব'সে আছে,

কিন্তু কতটা স্থান জুড়েছে ঠিক জানি না। বাস্তবিক পাতা সম্বন্ধে objectively আমার বিশেষ কিছু জানা নেই।

রাম। কিছু জানি। পাতা ব'লে একটা পদার্থ আছে জানি। সে আমাদের ইন্দ্রিয়দ্বার দিয়ে আমার উপলব্ধির বিষয় হচ্ছে জানি। তবে তার স্বরূপ সম্বন্ধে আমার ধারণা হয়ত কোন কোন অংশে ভ্রমাত্মক।

সন্না। এখন মনে করা যাক্ যে এই পাতার character and consistency উপরকার সেই কাল্পনিক কাঁটার মত। তা হলে পাতা আছে এ জ্ঞানও আপনার থাক্‌তো না। অর্থাৎ পাতার পাতাত্ব, পাতা সম্বন্ধে আপনার perceptionএর উপর নির্ভর কর্‌চে। এই একই পাতা আপনার কাছে এক রকম, আর এক জনের কাছে আর এক রকম।

রাম। তা ত নিশ্চয়।

সন্ন্যা। আমি সেই কথাই ত বল্‌তে চাই—আপনি আছেন এই টুকু শুধু আপনার জানা, বাকীটা আপনার কল্পনা। আপনি আছেন তাই জগৎ আছে। তাহাকে চতুষ্কোণ বলেন ত সে চতুষ্কোণ, গোলাকার বলেন ত গোলাকার। আপনি আছেন তাই জগদতীত এক ঈশ্বর থাকতে পারেন। তাঁর সগুণত্ব নির্গুণত্ব আপনার উপর নির্ভর কর্‌চে। এ সমস্তই আপনার সৃষ্টি। একমাত্র আপনিই আছেন; ত্বমসি তত্ত্বমসি, শ্বেতকেতো।

সন্ন্যাসীর এই কথাগুলি বেলাচলব্যতিকরাকুলিত সিন্ধুতরঙ্গের মত রামময়কে ত্রস্ত-বিপর্য্যস্ত করিয়া ফিরিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে একটু সুস্থ হইয়া রাম বলিলেন, "হাঁ, এ রমক ভাবা যেতে পারে যে, আমরা জগতের স্বপ্ন দেখছি।"

সন্ন্যা। স্বপ্নই দেখচেন—অতদ্দি তদ্ভাবঃ।

রাম। কিন্তু যা কখনও প্রত্যক্ষ করিনি তা ত স্বপ্নেও কল্পনা কর্‌তে পারি না।

সন্ন্যা। কে বল্‌লে? সহুরে গরু বাঘ দেখে ভয় পায়। অথচ সে পূর্ব্বে কখনও ব্যাঘ্রের হিংস্রত্ব প্রত্যক্ষ করে নি।

রাম। সে করে নি, তার পূর্ব্বপুরুষ কেউ ক'রেছিল। এবং তার দেহযন্ত্রে সেই পূর্ব্বপুরুষের যে অংশ আছে তাতে সেই ভয়ের ছাপ আছে।

সন্ন্যা। দেহযন্ত্র বললে আপনার বোঝাবার সুবিধে হয়?

রাম। হাঁ। আমি এটাকে যন্ত্র ব'লেই জানি।

সন্ন্যা। কিন্তু ভস্মীভূত দেহযন্ত্র মৃত্যুর পর এসে দেখা দেয় কি ক'রে? আপনি বলবেন মিথ্যা কথা। কারণ ওটা আপনার all matter theoryর সঙ্গে মেলে না। এইটা কি সংশয়ীর কথা হ'ল? এ যে মস্ত গোঁড়ার কথা। আপনি বলবেন, আত্মা বললে কিছু বুঝি না। Matterটাই বুঝি। Matter দিয়ে যা বোঝা যায় না, তা বুঝতে পারি না।

রাম। হাঁ তাই।

সন্ন্যাসী। কিন্তু matter কি আপনি বোঝেন? One volume of gas at—273°C has no volume, has no extension, is no matter. কিন্তু আর এক ডিগ্রী temperature বাড়ালেই সে matter হয়ে পড়্‌বে এটা আপনি বুঝেছেন? আপনাদের matter space occupy ক'রে ব'সে আছে। আর সেই matter ফুঁড়ে ফুঁড়ে, সেই space occupy ক'রে, আর একটা পদার্থ রয়েছে, Ether,—an immaterial matter এই immaterial matter বা hypothetical

substanceএর wave হচ্চে আলো। এটা কি আপনি Mind এর চেয়ে ভাল বোঝেন? আমার সামনে আপনি ব'সে আছেন,—mind না matter?

রাম। আমি বলবো, matter.

সন্ন্যাসী। কিন্তু এই অস্বচ্ছ matter আমার দৃষ্টিকে প্রতিহত করচে না ত। আমি যে আপনার দেহের ভিতর দিয়ে, আপনার পশ্চাতে একটী কৃষ্ণ সর্পকে সুস্পষ্ট দেখতে পাচ্চি।

রাম ও যোগেন্দ্র দুই জনে এক সঙ্গে পিছনের দিকে চাহিলেন, এবং এক সঙ্গে লাফাইয়া উঠিলেন। তাঁহাদের পশ্চাতে সত্যই একটা কৃষ্ণবর্ণ সর্প ছিল।

সন্ন্যাসী বলিলেন, 'ভয় করবেন না। আপনার দেহের মত এ সর্পও আপনার মায়া।'

বাস্তবিক, দেখিতে দেখিতে সর্পটী কোথায় পলাইয়া গেল কি মিলাইয়া গেল ভাল বোঝা গেল না। রামময় বলিলেন, "আমি কিছুই বুঝতে পাচ্চি না। আপনি এমন দৃষ্টিশক্তি কি ক'রে পেলেন?"

সন্ন্যাসী। দৃষ্টিশক্তি ত সকলেরই আছে। কেবল চোখ খুলে দেখার ওয়াস্তা।

যোগেন্দ্র। আমাদের চোখ কি খুলবে না কখনো?

সন্ন্যাসী। খুলবে। সদ্‌গুরুর সাক্ষাৎ পেলেই খুলবে। তিনিই খুলে দেবেন।—ঋষিরা সত্যি ছেলেখেলা ক'রে যাননি।

তখন যোগেন্দ্র সন্ন্যাসীর পা জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, "বাবা, আপনি আমাদের মুনি ঋষি। আপনি আমাদের উদ্ধার করুন,—আমরা মহাপাতকী।"

রামময়েরও ইচ্ছা হইয়াছিল, এমনি করিয়া সন্ন্যাসীর পায়ে

লুটাইতে। কিন্তু পারিলেন না, লজ্জা হইল। কেবল বলিলেন, আমাকেও পায়ের ধূলো দিন। আপনার কাছে আজ আমি বড় ঋণী। এত রত্ন আপনার আছে, অথচ কোন আড়ম্বর নেই। গায়ের ছাই ভস্মের মত তাকে বহন করচেন।

সন্ন্যাসী। ছাইভস্ম ব'লেই কোন দরদ নেই।

রাম। ছাইভস্ম!

সন্ন্যাসী। ছাইভস্মই। যা' দ্রষ্টব্য তাকে দেখতে পারায় গর্ব্বের কি আছে?

যোগেন্দ্র। বাবা, আমাকে পায়ে স্থান দিতে হবে। আমি অতি অধম,—

রাম। আমাকেও শিষ্যরূপে গ্রহণ করুন।

সন্ন্যাসী। শাসন করবার অধিকার ত আমার নেই।

রাম। অমন ক'রে পালালে চলবে না। আমি আপনাকে ছাড়বো না।

সন্ন্যাসী। জগদীশো বিজয়তে। কলাগাছের ভেলা ক'রে মানুষ যদি নদী পার হতে চায় হোক। ভেলার আপত্তি নেই।

তখন রাম ও যোগেন্দ্র দুইজনেই ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া বলিলেন, 'আশীর্ব্বাদ করুন'।

সন্ন্যাসী। শিবমস্তু।

রাম। আশীর্ব্বাদ করুন যেন সত্যকে সরলভাবে গ্রহণ করতে পারি।

সন্ন্যাসী। আশীর্ব্বাদ করি,—অশ্মাভব, পরশুর্ভব!

রাম। তাই বলুন যেন পাথরের মত দৃঢ় হতে পারি, যেন পরশুর মত বাধা ছেদন ক'রে বেরুতে পারি।

সন্ন্যাসী। অশ্মা ভব, পরশুর্ভব।

তারপর, দুইজনে যখন বিদায় লইয়া চলিয়া আসিতেছেন, তখন সন্ন্যাসী তাঁহাদের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন আপনার জলদমধুর কণ্ঠের উপদেশবাণী ঃ—

"ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং, কুশলান্ন প্রমদিতব্যং, সত্যান্ন প্রমদিতব্যং,"—

এই কথাগুলি, ঠিক এই সুরে ইহার পূর্ব্বে তিনি অনেকবার আবৃত্তি করিয়াছেন। আজ কিন্তু ইহাতে একটী নূতন অর্থ দেখিতে পাইলেন। সকাল বিকাল যে আগুন লইয়া খেলা করিয়াছেন আজ তাহারই একটা স্ফুলিঙ্গ আচম্বিতে তাঁহার অতীত জীবনের শুষ্ক চালায় গিয়া পড়িল। অমনি সবটা ধূধূ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল, এবং এক মুহূর্ত্তে সমস্ত ভস্মসাৎ, ধূলিসাৎ হইয়া গেল। তিনি মনে মনে বলিতে লাগিলেন, "কি মোহ! ত্যাগের সাধনা কল্লুম, ভোগের আশায়? পদব্রজে সমস্ত ভারতবর্ষ ঘুরে এলুম, বনে জঙ্গলে প'ড়ে রাত কাটালুম, শীতাতপ-সহিষ্ণু দেহ,—অনশন অর্দ্ধাশনে ভ্রূক্ষেপ করিনি। এ সব করেছি কি টাকার জন্য, আর মানের জন্য? কি অভিশাপ! কি অভিশাপ!—সত্যান্ন প্রমদিতব্যং। হায় হায়! আমাকে প্রমত্ত করিল কিসে?" তিনি আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, মাল্য, কবচ, গেরুয়া কম্বলের সমস্ত আভরণ ও আবরণ ছিঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ছড়াইয়া ফেলিয়া ধূমবিনির্ম্মুক্ত বহ্নিশিখার মত দাঁড়াইয়া উঠিলেন, এবং নবদীক্ষিত শিষ্যদিগের উদ্দেশ্যে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন, "মহাশয়, মহাশয়, শুনুন।" কোনও সাড়া না পাইয়া পথে ছুটিয়া বাহির হইলেন, এবং কিছুক্ষণ পরে॰রাম ও যোগেন্দ্রের সম্মুখীন হইয়া করযোড়ে বলিলেন, "আমাকে মাফ করবেন। আমি আপনাদের প্রবঞ্চনা করেছি।"

ইহাতে দুইজনের ভক্তি আরও বাড়িয়া গেল। তাঁহারা পায়ে

পড়িতে উদ্যত হইতেই সন্ন্যাসী বাধা দিয়া বলিলেন, "পায়ে পড়বেন না। আপনারা আমাকে চেনেননি। আমি সাধু নই, জুয়াচোর। ভোগের আশায় এই রকম ছলনা ক'রে বেড়াই।"

রাম বলিলেন, "প্রভু, আমাদের আর ছলনা করবেন না।"

রামের ব্যবহারে সন্ন্যাসী প্রায় ক্ষেপিয়া গেলেন। উদ্যত মুষ্টিতে তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া বলিলেন, "মূঢ়! ভেল্কি দেখে মুগ্ধ হয়ে পড়,—তুমি সংশয়ী?"

রাম। প্রভু, সংশয়ী ছিলুম। আজ আমার সংশয় কেটেছে।

সন্ন্যাসী দেখিলেন ভেড়ার মত ইহাদিগকে যতবার পিছনে ঠেলিয়া দেওয়া যাইবে ততবার ইহারা ঘাড়ের উপর আসিয়া লাফাইয়া পড়িবে। তখন অসহ্য ঘৃণায় শুধু একবার 'যাও' বলিয়া তাঁহাদের বিদায় দিয়া তিনি ফিরিয়া গেলেন।

একজন শিষ্য সন্ন্যাসীর অনুসরণ করিয়াছিলেন। ইনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "বাবা এমন ক'রে সব ফাঁস ক'রে দিলেন কেন?"

সন্ন্যাসী বলিলেন, "আর ফাঁস নয়, ভাই, আর ফাঁস নয়। আজ আমার বাঁধন কেটেছে। আজ আমার মুক্তি।"

তারপর?

ফেনিলোচ্ছল-তরঙ্গ-বিভীষণ বিশাল ব্রহ্মপুত্র আজ ভারতমহাসাগরে মিলাইয়া গেল। এখন হইতে আর তাহার 'তার পর' নাই।

১৩

সন্ন্যাসীর কৃপায় রোগমুক্ত হইয়া জগত্তারিণীর বিশ্বাস হইয়াছে যে সর্ব্বমঙ্গলা তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়াছেন। খুব সম্ভব আর তাঁহাকে

পরের সেবার প্রত্যাশী হইয়া থাকিতে হইবে না। কাজেই এখন নির্ভাবনায় গৌরীকে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে।

জগত্তারিণীকে অকৃতজ্ঞ বলিতে পারি না। গৌরীর স্মৃতি এখনও তাঁহার মনে মাধুর্য্যের সঞ্চার করিয়া থাকে। কিন্তু মিষ্ট বলিয়া sugar of leadকে, কে ঘরময় ছড়াইয়া রাখে? সে দূরে কোথাও থাকুক। ইনি না হয় মাসে মাসে তাহাকে কিছু অর্থ সাহায্য করিবেন। তাহাকে কাছে রাখিয়া সংসারটা ছারেখারে দিবেন কোন্ সাহসে? গৌরী সম্বন্ধে রামের এতটা দুর্ভাবনা ছিল না। তবু গৃহিণীর প্ররোচনায় দু একখানা চিঠি যাদবকে লিখিয়াছেন।

এদিকে গৌরীর অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠিল। তাহার প্রতি এ বাড়ীর অনেকেরই একটা হিংস্রভাব ছিল। কেবল জগত্তারিণীর আড়ালে আসিয়া সে আত্মরক্ষা করিত। সেই জগত্তারিণীও তাহার সহিত কথা বন্ধ করিয়াছেন। সে বেশ বুঝিল, এ বাড়ীতে তাহাকে আর কেহ চাহে না। অথচ ইহাদেরই করুণার ভিখারী হইয়া তাহাকে থাকিতে হইবে,—ইহাদেরই ঘাড়ে চাপিয়া। এই লজ্জায় সে মরিয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু এই লজ্জার প্রাণঘাতক সেঁকোবিষ সে শিশুকাল হইতে অনেক পরিপাক করিয়াছে।—ইহাতে আর সে মরিবে না।

শশী মাঝে মাঝে গৌরীর কথা ভাবিয়া অকারণে উতলা হইয়া উঠিত। তাহার মনে হইত, ইহার প্রাণের অন্তস্তলে কোথায় একটী অগ্নিকুণ্ড যেন অনির্ব্বাণ তেজে অহর্নিশি জ্বলিতেছে। কিন্তু যখনই সে কাছে আসিয়াছে গৌরীর হাসিমুখ দেখিয়া নিশ্চিন্তচিত্তে ফিরিয়া গিয়াছে। এই শুভ্রফেনহাস্যের নীচে কতটা মন্থন চলিতেছে, বেচারা তাহা বুঝিত না।

নিশি হাসি দেখিয়া অত সহজে ভুলিত না। সে গৌরীর দুঃখ ঠিক বুঝিয়াছিল। এবং সে নিজে যে এই দুঃখের মূল ইহাও সে জানিত। কিন্তু কি করিবে?—

কি করিবে? এমন প্রশ্নও তাঁহার মনে উদয় হইল, সে ত ইচ্ছা করিলেই ইহার দুঃখ দূর করিতে পারে। এতদিন করে নাই কেন? তাহার ধর্ম্ম নাই, পরকাল নাই। সে কোন্ স্বর্গের কোন্ অপ্সরার আশায় এই অভাগিনীকে নরকের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছে? কাপুরুষতার আত্মগ্লানি তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। সে প্রতিজ্ঞা করিল, গৌরীকে বিবাহ করিবে। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের চেষ্টায় ইতি-পূর্ব্বে কয়েকটী বিধবাবিবাহ হইয়া গিয়াছে। যাঁহারা এরূপ বিবাহ করিয়াছেন, নিশির মত কয়েকজনের কাছে তাঁহাদের সৎসাহসী বলিয়া খ্যাতি ছিল। নিশি আজ আপনাকে মনে মনে ইঁহাদের দলে প্রতিষ্ঠিত করিয়া গর্ব্ব অনুভব করিল।

নিশি জানিত মাতাকে কিছুতেই সম্মত করা যাইবে না। বিদ্যাসাগর মহাশয় অনেকগুলি শাস্ত্রীয় যুক্তি দিয়াছেন, বটে, কিন্তু বেদানার বীজের মত বাংলাদেশের মাটীতে সেগুলি নিষ্ফল হইয়াছে। মাতার অমতে, এবং সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত পৃথক হইয়া এ বিবাহ করিতে হইবে। তবে তাহার একটা সান্ত্বনা ছিল, পিতার স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ হইতে সে বঞ্চিত হইবে না। তাহার পিতার হৃদয় যে কত বড়, ও কত উদার, একদিনের আলাপ হইতে সে বুঝিয়াছে। সে একদিন কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "বাবা, মনে কর তোমার যদি মেয়ে থাক্‌তো, এবং অবিবাহিত অবস্থায় বা বিধবা অবস্থায় তার গর্ভে যদি সন্তান হত, তা হলে তোমার কেমন লাগ্‌তো?"

রামময় বলিয়াছিল, "ভাল লাগতো না।"

নিশি ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল, "তা হলে কি কর্‌তে ?"

ইহার উত্তরে রামময় বলেন, "কি করতুম ? শশী যদি আজ ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে প'ড়ে পা ভাঙে ত কি করি ? পা ভাঙলে আমার ভাল লাগে না কিন্তু কর্‌বো কি ? আমি জানি ছেলেদের মনে ঘুড়ি ওড়াবার সখ থাকে, অনেকে ঘুড়ি ওড়ায়, দু' একজন প'ড়েও যায়, এবং এদের মধ্যে কারুর কারুর পা ভাঙে।"

যিনি পতিতাকে এমন সহজভাবে গ্রহণ করিতে পারেন, বিধবা-বিবাহের বিরুদ্ধে প্রধান যে আপত্তি তাহা তাঁহার দিক হইতে আসিতে পারে না। আর অন্য সব আপত্তি নিশি অনায়াসেই খণ্ডন করিতে পারিবে, তাহার বিশ্বাস।

এইখানে সে একটু হিসাবে ভুল করিয়াছিল। রামময় ইতিমধ্যে ধর্ম্মের আস্বাদ পাইয়াছেন। এটাকে সে জমা-ওয়াশীলের কোন ঘরেই ফেলে নাই। কিন্তু ধর্ম্ম ত এত উপেক্ষার বস্তু নয়। "আমি যাহা বুঝি না তাহাই সত্য।" ইহাই হইতেছে ধর্ম্মের মূল কথা। "আমার বুদ্ধিতে গলদ থাকিতে পারে। অতএব নিজের বুদ্ধিতে না চলিয়া হরি-নরির বুদ্ধি লইয়া চলিব" একথা যে না বলিতে পারে তাহার মনে ধর্ম্ম প্রবেশ করিতে পারে না। এ কথা যে বলিতে পারে সে যে কি না বলিতে পারে তাহার কোন স্থিরতা নাই। সাধারণ লোকে যুক্তি হইতে মীমাংসায় উপনীত হয়, আর ধার্ম্মিকেরা মীমাংসা হইতে যুক্তিতে অবতরণ করেন। ধর্ম্মের সঙ্গে সঙ্গে রামময়ের মনে বিধবা-বিবাহের অনৌচিত্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তা আসিয়া গিয়াছে। অনৌচিত্যের পক্ষের যুক্তিগুলা এখনও আসিয়া পৌছায় নাই। তিনি তর্কাতর্কির দিকে না গিয়া বলিলেন, "আমার ভয় হয়, গৌরী এ বিবাহে সম্মত হবে না। হিঁদুর ঘরের মেয়ে ত।"

এটা রামের ভয় নয়। এইখানেই তাঁহার একমাত্র ভরসা। তিনি জানিতেন নিশির এখনকার মনোবেগ গৌরীর অশিক্ষা, অসভ্যতা প্রভৃতি সকল বাধাকেই অতিক্রম করিয়া চলিবে। গৌরীর নিজের অসম্মতি ছাড়া আর কেহ ইহাকে বাধা দিতে পারিবে না।

১৪

বিকাল বেলায় গৌরী ছাদ হইতে শুকান কাপড় গুছাইয়া তুলিতেছিল।

নিশি ডাকিল, "গৌরী!"

গৌরী একখানা কাপড় কুঁচাইতে কুঁচাইতে কাছে আসিল।

নিশি বলিল, "গৌরী, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করবো?— তোমার এ জীবন কি তোমার ভাল লাগে?"

গৌরী সবিস্ময়ে নিশির মুখের দিকে চাহিল।

নিশি বলিল, "এঁ—আমি বল্‌চি,—এই মনে কর, যদি এমন হয় যে তোমার সংসার আছে, স্বামী আছে,—"

গৌরী খুব হাসিল। বলিল, "ও, তাহলে মানুষটিকে দিয়ে একবার মাথার জট ছাড়িয়ে নিই।"

নিশি। আমি ঠাট্টা কর্‌চি না, গৌরী। সত্যই মনে কর—

গৌরী। কেন পাত্র দেখেচেন নাকি? দেখবেন তার মাথায় টাক থাকে না যেন।

নিশি খপ্ করিয়া গৌরীর হাত ধরিয়া টানিয়া আনিল। বলিল, "আচ্ছা, আমি যদি তোমার স্বামী হতুম"—

এবার গৌরী হাসিতে ভুলিয়া গেল। নিশি আরও কত কি বলিতে যাইতেছিল। কিন্তু গৌরী হাত ছাড়াইয়া নীচে চলিয়া গেল, এবং কিছুক্ষণ পরে একটী রেকাবীতে কয়েকখানা পাঁপর ভাজা লইয়া হাজির হইল। বলিল 'খান।'

নিশি মন্ত্রমুগ্ধের মত রেকাবী লইয়া বলিল, "কিন্তু তুমি আমার কথার উত্তর দাওনি।"

গৌরী একখানার পর একখানা কাপড় কোঁচাইয়া ফিরিতে লাগিল; এবং নিশির দিকে না চহিয়াই বলিল, "ঠাণ্ডা হ'য়ে যাবে, খেয়ে নিন।" নিশি কর্ত্তব্য বোধে এক টুক্রা মুখে দিল। কিন্তু আহারে তাহার রুচি ছিল না। সে কথাটা শেষ করিয়া লইতে চায়। বলিল, "আজকাল ত অনেক বিধবা মেয়ে বিয়ে কর্‌চে।"

"মরণ আর কি?" বলিয়া গৌরী কোঁচান কাপড়গুলা কাঁধে ফেলিয়া হন্ হন্ করিয়া চলিয়া গেল।

নিশি বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার হাতের পাঁপর কখন ঝরিয়া পড়িল, খেয়াল ছিল না। তাহার কানে কেবল একটী শব্দ বাজিতে লাগিল, 'মরণ আর কি?' একটী কথার ঝাঁকানিতে জগতের Kaleidoscope pattern বদলাইয়া গেল। হায়, হায়! নিশি কাহাকে উদ্ধার করিতে আসিয়াছিল। এ যে উদ্ধারকে অভিশাপ মনে করে। সে অকারণে কত বড় স্বার্থত্যাগটাই করিতে যাইতেছিল। একটা কাল, কুৎসিৎ, অশিক্ষিত, অসভ্য নারীকে জীবনের চিরসঙ্গিনী করিতে যাইতেছিল। আজ ঐ একটী কথায় তাহার মোহ কাটিয়া গেল। সে বড় জোর গলায় হাঁফ ছাড়িয়া বলিল, "আঃ বাঁচলুম!" কিন্তু কৈ? পরিতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস যখন ফোঁপলের মত বাহিরে আসিয়া ফণা তুলিল, তাহার বহু পূর্ব্বেই অন্তরের সমস্ত রস যে শুখাইয়া

কাঠ হইয়া গিছে। সে মস্ত বড় একটা দায়িত্বের বোঝা এড়াইল, সত্য। কিন্তু সমুদ্রগর্ভ হইতে ত্বরিতোত্থিত ডুবুরির ন্যায় এই আকস্মিক ভার লাঘবে তাহার চ'খ ফাটিয়া রক্ত ঝরিবার মত অবস্থা হইল।

নিশি আর দাঁড়াইল না। কোন কথা চিন্তা করিল না। তড়্ তড়্ করিয়া নীচে নামিয়া গিয়া মাতাকে বলিল, সে মধুস্থদন বাবুর কন্যাকে বিবাহ করিতে রাজী আছে। রেলের তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রী, ভদ্রলোক, চারিদিকে সংস্পর্শ এড়াইয়া দ্বারের কাছে দাঁড়াইয়া থাকিতে থাকিতে হঠাৎ হাত চিমটাইয়া গেলে, যেমন আশপাশের নোংরা লোক ও লগেজের মধ্যে ধপ্ করিয়া বসিয়া পড়ে, আজিকার মর্ম্মপীড়ায় নিশি তেমনি থপ করিয়া তাহার চিরবিদ্বিষ্ট দাম্পত্য জীবনে প্রতিষ্ঠিত হইল। আর গৌরী? তাহার হৃদয়ের কথা কেমন করিয়া জানিব? তবে তাহার বাহিরের খবর বলিতে পারি। তাহার প্রতি নিশির মনোভাব প্রকাশ হইবার পর আর একদিনও তাহাকে এ বাড়ীতে রাখা উচিত নয়,—একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিলেন। রামময় লোক পাঠাইয়া যাদবকে ধরিয়া আনাইলেন; এবং গৌরীকে তাহার হস্তে গচ্ছিত করিয়া নিশ্চিন্ত হইলেন।

গৌরী যখন গাড়ীতে উঠিয়াছে, তখন শশী আসিয়া তাহাকে নমস্কার করিল, আর বলিল, "চলে যাচ্চ কেন, গৌরী দি?"

গৌরী হাসিয়া বলিল, "আমি বাড়ী যাচ্ছি ভাই। অনেক দিন যে যাইনি।—মাকে বোলো তাঁর চ্যবনপ্রাশ টিনের বাক্সে আছে। চাবি তাঁর রিং-এ রেখে এসেছি।—আর দেরাজের ভেতর তোমার পশমী কোটটা আছে, কাচ্তে দিও।—আর—"—

শশী "আচ্ছা, আচ্ছা", করিয়া কোন রকমে শেষ করিয়া চলিয়া আসিল। সে বড় হইয়াছে। দাড়িতে ইতিমধ্যে দু'চারবার ক্ষুর

দেওয়াও হইয়াছে। আজ গলার ভিতর হইতে কি একটা ঠেলিয়া উঠিয়া, তাহার কামান বিজ্ঞ মুখকে পাছে সর্ব্বসমক্ষে বিকৃত করিয়া দেয়, এই ভয়ে সে পলাইয়া আসিয়াছে।

প্রায় দুই বৎসর পরে গৌরী দ্বিতীয়বার তাহার শ্বশুরালয়ে প্রবেশ করিল। উৎখাত দাঁত তাহার পুরাণ socketএ ফিরিয়া গেল! শান্তিঃ! শান্তিঃ! শান্তিঃ!

দ্বিতীয় ভাগ

১

কোথা হইতে এক সন্ন্যাসী উড়িয়া আসিলেন। শুধু ক্ষণিকের জন্য তিনি রামময়ের জীবনকে একবার স্পর্শ করিয়া আবার কোথায় উড়িয়া গিয়াছেন। ফলে কিন্তু রামময়ের মাথায় একটী শিখা গজাইল। এক বছরের চারা,—এখনো খুব ছোট। অভ্রভেদী সৌধশিখরে একটী ছোট্ট অশ্বত্থচারার মত শিখাটীকে খুব ছোট করিয়া দেখিবেন না। অনুসন্ধান করিলে জানিতে পারিবেন, ইহার শিকড় শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া মূলভিত্তি পর্য্যন্ত আসিয়া পৌছিয়াছে, এবং সমস্ত গাঁথুনি শিথিল করিয়াছে। এমন আশঙ্কা করা যাইতে পারে যে এক সময়ে ঐ শিখার অন্তরালে মানুষটা লোপ পাইবে।

রামময় এতদিন ছিলেন জিজ্ঞাসু, আজ হইয়াছেন জ্ঞাতা। এতদিন তাঁহার বিশ্বাসের চালায় বড় বড় সন্দেহের ফোকর দিয়া যেখানে বাহিরের আলো প্রবেশ করিত, আজ সেখানে তুলোট পাতার ছাউনি পড়িয়াছে। ভাঙা ঘরে লোককে আহ্বান করিতে এতদিন তাঁহার সঙ্কোচ ছিল; আজ নিশ্ছিদ্র ছাউনির নীচে সকল পথহারাকেই তিনি আমন্ত্রণ করিতেছেন। এতদিন তিনি মনে করিতেন বুদ্ধির সাহায্যে সত্যকে সংগ্রহ করিতে হয়। তাই নিজের বুদ্ধি খাটাইতে শিখাইয়া, তিনি ছেলেদের সব বই পড়িতে দিয়াছেন, সকল সমাজের সকল লোকের সহিত মিশিতে দিয়াছেন। আজ কিন্তু তাহাদের ফিরাইয়া আনিতে চান। শাস্ত্রের placenta হইতে যাহাকে সত্য সংগ্রহ

করিতে হয়—অনায়াসে, নিজের ক্ষুদ্র দলের গর্ভান্ধকারে সে লোক বেশ পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে। তাহার পক্ষে ফাঁকা হাওয়া একেবারে অনাবশ্যক।

ছেলেদের ফিরাইয়া আনিতে চান। কিন্তু কাজটা সহজ নয়। তিনি এতদিন তাহাদের সহিত যে-ভাবে কথা কহিয়া আসিয়াছেন আজ ঠিক তাহার উল্টাটা একেবারে করিতে পারেন না। যুক্তির সুরটাও বজায় রাখিতে হয়। ময়দার সঙ্গে soapstone-এর গুঁড়া মিশাইতে চান। বেমালুম ভাবে মিশাইতে গেলে লাভ থাকে না। এবং বেশী মিশাইলে ভেজাল ধরা পড়িবে।—বিশেষতঃ নিশির কাছে। কারণ সে বড় হইয়াছে। নিশিকে তিনি একপ্রকার ছাড়িয়াই দিলেন। কেবল তাহার গলায় পৈতা নাই বলিয়া দু একবার আপত্তি করিয়াছিলেন। আর্য্যভট্ট যখন মাধ্যাকর্ষণ আবিষ্কার করিয়াছেন, তখন পৈতা না-রাখা যে অতি গর্হিত কার্য্য, এরকম একটা যুক্তিও দিয়াছিলেন। নিশি কিন্তু কথাটা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। রামও দেখিলেন, যে-নাস্তিকতা জামার নীচে চাপা থাকিবে তাহার জন্য বেশী তাগিদ করাও ভাল নয়। রামের সমস্ত চেষ্টা পড়িল শশীর উপর।

২

শশী আজকাল অনেক সময় ভূপতির বাড়ীতে কাটাইত এবং নৈবেদ্যের শশাটা কলাটার জন্য হাত পাতিয়া খুড়িমাকে বিব্রত করিত। খুড়িমা যদি বলিতেন, "আজ কিছু নেই নেই, তুই যা," শশী বলিত, 'আচ্ছা, তবে বস্‌লুম।' এ নাছোড়বান্দাকে প্রতিভা কিছুতেই পারিয়া

উঠিতেন না। নানা রকমের ঘুষ দিয়া তাহার মন জোগাইবার চেষ্টা করিতেন। মাঘের শীতের মত শশীর কাজে আপনাকে রিক্ত করিয়াই তাঁহার পুলক জাগিত।

ভূপতির সহিত রামের পরিচয় ছিল না। তিনি লোক মুখে যাহা শুনিয়াছেন তাহাতে ইঁহাকে ভণ্ড বলিয়াই জানিতেন। প্রতিভা লেখাপড়া জানেন, গান-বাজনা করেন, অথচ গৃহকর্ম্মে অপটু ন'ন; পূজা করেন, অথচ ক্রশ্চানের সহিত এক বিছানায় বসিতে দ্বিধা করেন না; এই সব শুনিয়া তিনি এক সময়ে তাঁহাকে শ্রদ্ধা করিতেন, এবং ঐ একই কারণে এখন তাঁহাকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখেন। সাদা চ'খে যে লেখা সুন্দর ও সুস্পষ্ট মনে হইয়াছিল, ধর্ম্মের দর্পণে সেই লেখাই একেবারে উল্টা ও অস্পষ্ট দেখাইল।

ভূপতির বাড়ীতে যাতাযাত করিতে করিতে শশীর আর একটা উপসর্গ জুটিল। নীলিমানাম্নী যে ক্রশ্চান মহিলাব কাছে প্রতিভা লেশবোনা শিখিতেন, শশী প্রথম সাক্ষাতেই তাঁহাকে নগেন্দ্রেব কন্যা বলিয়া চিনিতে পারিল এবং নিজে অগ্রসর হইয়া আলাপ করিল। শশী বলিল, "আমাকে চিন্‌তে পেরেছেন, আশা কবি।"

নীলিমা। চিন্‌তে পেরেছি। তখন আপনার নেড়া মাথা ছিল।

শশী বড় আঘাত পাইল। কেন, নেড়া মাথাই কি তাহার একমাত্র বিশেষত্ব। যাহা হউক, একথা চাপা দিয়া বলিল, "সেদিনকার কথা মনে হ'লে আজও আমার কষ্ট হয়। সেদিন আপনার বাবার সঙ্গে বড় অভদ্র ব্যবহার করেছিলুম।"

নীলিমা। ক্রশ্চান পাদ্রীকে অপমান সহ্য কর্‌তেই হয়। এক সময় তাদের যে জ্যান্ত পুড়িয়ে ফেলা হত। Cross বহন করা ত আরামের কাজ নয়।

শশী সেদিনকার অপরাধের জন্য আমাকে ক্ষমা করুন

নীলিমা। আপনি অনুতপ্ত হলে ঈশ্বর আপনাকে ক্ষমা কর্‌বেন।

শশী। আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না। ঈশ্বর আমাকে ক্ষমা না কর্‌লেও চল্‌বে।

শশী ভাবিয়াছিল, তাহার এই কথায় নীলিমা হাসিবেন। কিন্তু তিনি হাসিলেন না, অতিরিক্তি গম্ভীর হইয়া গেলেন। ইহাতে শশীর অপরাধ বাড়িয়া গেল। আবার নূতন করিয়া ক্ষমা চাওয়ার পালা পড়িল। এমনি করিয়া ধাপে ধাপে শশী একদিন নগেন্দ্রের অন্দরমহলে আসিয়া উপস্থিত হউল। শশীর বর্ত্তমান বিনয়নম্র ব্যবহারে নগেন্দ্রও পুরাণ কথা ভুলিয়া তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। অনেক জাল ছিঁড়িয়া, ছিপ ভাঙিয়া যে মাছটা ধরা দিল, তাহার প্রতি ধীবরের যেমন গর্ব্বমিশ্রিত মমত্ব থাকে, শশীর প্রতি নগেন্দ্রের সেইরূপ একটা মনোভাব ছিল। তিনি বাইবেলের ভাষায় তরজমা করিয়া মনে মনে ঠিক কবিয়াছিলেন, শশী এবার নিশ্চয়ই তাঁহাদের ভেড়ার পালে ভিড়িতে আসিয়াছে।

৩

যাঁহারা বলেন, নিজের দল ভারি করাই নগেন্দ্রের জীবনের একমাত্র সাধনা তাঁহারা ভ্রান্ত। নগ্রেন্দ্র Native Christianদল পুষ্ট করিতে চাহিতেছেন। নিজে কিন্তু সে দলে থাকিতে চাহিতেন না। তাঁহার লক্ষ্য ছিল• আরও একটা উচ্চতর ও মহত্তর দলে নিজেদের বিলীন করা। এই উদ্দেশ্যের বশবর্ত্তী হইয়া তিনি নিজের পরিবারকে কাঁটা ও চামচের সাহায্যে মাটি হইতে টেবিলে তুলিয়াছেন, এবং মেয়েদের

জুতার তলায় আড়াই ইঞ্চি করিয়া heel যোগ করিয়াছেন। এই heel-এর উপর চড়িয়া তাঁহাদের খুব বড় দেখাইত। তাঁহার পুত্র Viceman-এর কাজে মাসে পঁচিশ ত্রিশ টাকা উপার্জ্জন করিত। পুত্রের Mechanical Engineering হইতে নগেন্দ্র এই শিক্ষালাভ করিলেন যে একটা সোজা পেরেককে যেখানে চালান যায় না, একটা Screw অতি সহজেই সেখানে প্রবেশ করিতে পারে। তাই তিনি ছেলের নামটাকে Corkscrewর মত এমন পাকাইয়া বাঁকাইয়া ফেলিলেন, যে সে অনায়াসে ইউরোপীয় সমাজে প্রবেশ লাভ করিয়া দেড়শত টাকার বেতন দাবী করিয়া বসিল।

নগেন্দ্রের জ্যেষ্ঠা কন্যা একজন ফিরিঙ্গী firemanকে বিবাহ করে। কনিষ্ঠা নীলিমার রূপ ছিল। ইনি চেষ্টা করিয়া একজন খাঁটি ইংরাজকে পতিরূপে লাভ করেন, নগেন্দ্রের মনে মনে এই আকাঙ্ক্ষা ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখের আকাঙ্ক্ষা ছিল তাঁহার সন্তানগুলিকে যীশুর সেবায় নিয়োজিত করা। নীলিমা তাঁহার মুখের কথাটাই শুনিলেন—প্রচার-ব্রত গ্রহণ করিলেন। নগেন্দ্র ভাবিলেন, কতকগুলা লেখাপড়া শিখাইয়া তিনি মেয়েটীকে নষ্ট করিলেন। হিন্দু জেনানায় যীশুর বার্ত্তা বহন করিবার ফলে ইনি স্বর্গে খুব সুখ, সুবিধা ভোগ করিবেন এ বিষয়ে নগেন্দ্রের সন্দেহ ছিল না। তিনি স্বর্গকে খুব ভাল বলিয়াই জানিতেন। মর্ত্ত্যকে হয়ত আরও ভাল মনে করিতেন।

কৌচ, কেদারা, পরদা, পাপোষখচিত নগেন্দ্রের সংসার, তাঁহার পুত্রের "পা ফাঁক করে Cigarটী" খাওয়া, তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যার বনেট, বডিশ, স্কার্ট, এবং কনিষ্ঠার প্রচারকের শেমিজ শাড়ী, সমস্তই শশীর হৃদয় হরণ করিয়াছে—এ সংবাদও ক্রমে ক্রমে রামের কানে পৌঁছিল। এই ভয়াবহ আবেষ্টনের বিষক্রিয়া হইতে পুত্রকে রক্ষা করিবার তিনি

এক অদ্ভুত উপায় উদ্ভাবন করিলেন। ভাবিলেন, কিছুদিন ইহাকে হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে মগ্ন রাখিবেন। নিজে পড়াইবেন না, তাহাতে শাস্ত্রের মর্য্যাদা ঠিক রক্ষা না হইতে পারে। ইহাকে পিতৃবন্ধু শিবধন তর্কালঙ্কারের টোলে ভর্ত্তি করিলেন, স্থির করিলেন। শশীর জ্ঞানস্পৃহা প্রবল, সে নিজের চেষ্টায় ফ্রেঞ্চ ও জার্ম্মান কিছু কিছু শিখিয়াছে। সংস্কৃত শিখিবার লোভে সে কলেজের অবকাশে টোলে পড়িতে সম্মত হইতেও পারে।

৪

শিবধন তর্কালঙ্কারের জীবনে একটা কাজ ছিল, জ্ঞানার্জন। শয়ন ভোজনাদিকে তিনি জীবনব্যাপারে বিঘ্ন মনে করিতেন, ও যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারিয়া লইতেন। তিনি হিন্দুশাস্ত্রকেই একমাত্র জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া জানিতেন, এবং এ ভাণ্ডারের একটা কণাও অনাস্বাদিত রাখিবেন না স্থির করিয়াছেন। কাব্য, ব্যাকরণ, স্মৃতি, পুরাণ, দর্শন, উপনিষদ,—সর্ব্বত্র তাঁহার সমান অধিকার ছিল। যে কোন সময়ে, যে-কোন শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্বের মীমাংসা তিনি মুখে মুখে করিয়া দিতে পারিতেন। এ মীমাংসায় কিন্তু লৌকিক উপকার কিছু হইত কি না জানা নাই। শিবধনের পাণ্ডিত্য ছিল পিরামিডের মত বিরাট, বিচিত্র, ও অনাড়ম্বর। বিস্ময়বিস্ফারিত নেত্রে ইহার দিকে তাকাইয়া থাকিতে থাকিতে বলিতে ইচ্ছা করে, 'বাবা! কি প্রকাণ্ড পণ্ডশ্রম!'

তাঁহার পকেট ছিল না, Note book-ও ছিল না। তিনি নস্য-দানীকে হাতের মুঠায় ও বাণীকে জিহ্বাগ্রে বহন করিতেন। বাণী জিহ্বাগ্রেই রহিয়া গেলেন বলিয়া বেদান্ত ও মনু-পরাশর, কর্ম্মবাদ ও

পাখির মতন পাশাপাশি বাঁচিয়া রহিল ;—মনোবিন্দুর অল্প পরিসরের মধ্যে আসিয়া পরস্পরে কাটাকাটি করিয়া মরিল না।

শিবধন অনেকগুলি ছাত্রকে সন্তানের মত পালন করিয়া বিদ্যাদান করিতেন। ইহাদের মধ্যে কেহ একটু বুদ্ধির পরিচয় দিলে আনন্দে আত্মহারা হইতেন। তেমনি একেবারে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িতেন যদি কেহ ব্যাকরণ ভুল করিত।

শিবধনের এইরূপ একটা চরম দুঃখের দিনে রামময় শশীকে লইয়া টোলে উপস্থিত হইলেন। রামকে দেখিয়াই শিবধন একটী ছাত্রকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, "শুনেছ? এই হতভাগা বলে কিনা অধর্ম্ম শব্দের উত্তর ষ্ণিক প্রত্যয় ক'রে অধার্ম্মিক শব্দ হইয়াছে। তুমি ত একটু আধটু সংস্কৃত পড়েছ। আচ্ছা, ষ্ণিক প্রত্যয় করে কি ক'রে অধার্ম্মিক হয় আমাকে বুঝিয়ে দাও।"

রামময় ইহার উত্তর না দিয়া শশীকে বলিলেন, "তুমি বল্‌তে পার ষ্ণিক প্রত্যয় ক'রে কি হয়?"

শশী বলিল, "আধর্ম্মিক হয়।"

শিবধন। বা, বা, বাঃ! বাবাজী দীর্ঘজীবী হও।—ছেলেটী তোমার সংস্কৃত জানে দেখ্‌চি।

রাম। আমি কিছু কিছু শিখিয়েছি।

শিব। বড় আনন্দ দিলে, বাবা। আজ আমি ভারি খুসী হয়েছি। ভারি খুসী হয়েছি।

রাম। তবে ওটীকে গ্রহণ করুন।

শিব। পড়বে?

রাম। হাঁ, সংস্কৃত পড়াব। বড় ছেলেকে নাস্তিক করেছি। এটীকে আর এক রকমে মানুষ কর্‌তে চাই।

শশী। সংস্কৃত প'ড়ে বুঝি আর কেউ নাস্তিক হয় না ?

শিব। এইবারে! কি উত্তর দেবে দাও! চার্ব্বাকের নাস্তিক্য-দর্শন ত সংস্কৃতেই লেখা।

রাম। তা হোক্। কিন্তু আমার ছেলেকে নাস্তিক করবেন না যেন।

শিব। নাস্তিক করবো কি বল ? কল্লেই হল ? টীকেটী পর্য্যন্ত আপনি ধরে না, একজনকে ধরিয়ে দিতে হয়। আর এই আকাশ জুড়ে এতগুলো সূর্য্যচন্দ্রগ্রহনক্ষত্র এতদিন ধ'রে জ্বল্‌চে, এ কি আপনি জ্বল্‌চে ? জগৎ এতবড একটা কার্য্য, এর কোনো কারণ নেই ? তুমি বল্লেই মেনে নেবো ?

শশী। আপনি ধ'রে নিচ্চেন জগৎ কার্য্য কি না তা কৃত হয়েছে। এবং এর থেকে অনুমান কচ্চেন যে তা কৃত হয়েছে,—তার একটা কর্ত্তা আছে।

শিব। বাঃ! ছোক্‌রা কথা কইতে জানে! তা যাই বল, নাস্তিককে তর্কে হটাবার জো নেই।

রাম। আপনি অনুগ্রহ ক'রে ও কথাগুলো আর বল্‌বেন না। আমি ওর মনে যথেষ্ট নাস্তিকত্ব ঢুকিয়েছি। এখন সে সব মুছে ফেলতে চাই।

শিব। কিন্তু নাস্তিকদের সঙ্গে তর্ক ক'রে সুখ আছে। দুজন পালোয়ান কুস্তি ক'রে যেমন সুখ পায়।

রাম। আপনি শক্ত সমর্থ মানুষ,—কুস্তি ক'রে সুখ পেতে পারেন। আপনার হার্‌লেও ক্ষতি নেই, জিতলেও ক্ষতি নেই। ও ছেলেমানুষ বড পালোয়ানের হাতে পড়লে মারা যাবে।

শিবধন হাহাঃ করিয়া কিছুক্ষণ হাসিয়া বলিলেন, "তা ও পথ দিয়ে আর যাব না ?"

রাম। না। আপনি ওকে স্মৃতি পুরাণ এই সব পড়ান।

শিব। আচ্ছা তাই হবে।

রাম। হাঁ, তাই করবেন দয়া ক'রে। আমি ওর ইংরাজী পড়া বন্ধ ক'রে দিতে চেয়েছিলুম, পাছে ঋষিবাক্যে শ্রদ্ধা হারায় ব'লে। কিন্তু ও তাতে রাজী হল না।

শিব। তোমার ঐ ইংরাজী পণ্ডিতেরা মাঝে মাঝে বেশ কথা বলেন!

রাম। কথা মন্দ বলেন না। ঐতেই ত আমাদেব মাথা খাচ্চে।

শশীকে টোলে ভর্ত্তি কবিতে রামময়কে কিছুমাত্র বেগ পাইতে হয় নাই। সে সহজেই রাজী হইয়াছে। সে ত বাজী হইল। কিন্তু রামময় কি কাজটী ভাল করিলেন? তিনি বুদ্ধিমান লোক, তাঁহাব বোঝা উচিত ছিল যে গঙ্গাজল দিয়া arrowrootকে গুলিয়া কাদা করা যায়, কিন্তু Paris plasterকে যায় না। কিন্তু বুঝিবে কে? রামের বুদ্ধির টিক্‌টিকিটা যতদিন জীবন্ত ছিল, ততদিন সে পথবিপথে ঘুরিয়াছে। ধর্ম্মেব তাড়নায় রামময় সর্ব্বাগ্রে আঘাত করিলেন এই বিপথগামী টিক্‌টিকির উপর। টিক্‌টিকি পলাইয়াছে। এখন বামের মাথার মধ্যে যেটী নড়িতেছে, সেটী সেই পলাতক টিক্‌টিকির খসা লেজ। লেজের চাঞ্চল্য আছে, গতি নাই। অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা করা তাহার কর্ম্ম নয়।

৫

নগেন্দ্র দেখিলেন শশী হাতছাড়া হইয়া যায়। ইহাকে উদ্ধার করিবার জন্য তিনি চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। এবং কয়েকদিন ইতস্ততঃ

করিয়া টোলের মধ্যেই গিয়া উপস্থিত হইলেন। শিবধন তখন অধ্যাপনায় ব্যাপৃত। এবং তাঁহার চারিপাশে অনেকগুলি ছাত্র। নগেন্দ্র শাখাপ্রশাখা ভাঙিবার চেষ্টা না করিয়া একেবারে গোড়া ঘেঁষিয়া কোপ মারিলেন। শিবধনকে বলিলেন, "পণ্ডিত মশায়, খালি ব'সে ব'সে ব্যাকরণের খচাখচি করচেন। ছেলেদের ধর্ম্মের দিকটা একবার দেখচেন না।"

শিব। ধর্ম্মকে আমি দেখবো কি? ধর্ম্মই আমাদের দেখবেন।

নগেন্দ্র। অত সহজ নয়, পণ্ডিতমশায়। তা যদি হত ত ঈশ্বর তাঁর নিজের ছেলেকে পাঠাতেন না পৃথিবীতে।

শিব। আমরা সকলেই ত ঈশ্বরের ছেলে।

নগেন্দ্র। কিন্তু যীশু তাঁর ঔরসপুত্র।

শিব। কি ক'রে জানলেন যে যীশু তাঁর ঔরসপুত্র?

নগেন্দ্র। কি ক'রে জানলুম? এই বইখানি প'ড়ে দেখুন।

নগেন্দ্রের হাতে সর্ব্বদাই দুএকখানা বই থাকিত।

শিব। ও বইএর কথা যদি বিশ্বাস না করি?

নগেন্দ্র। বিশ্বাস করবেন না? যীশুর নিজের মুখের কথা এতে রয়েছে, জানেন?

শিব। তাঁর কথাই বা বিশ্বাস করবো কেন?

নগেন্দ্র। ঈশ্বরের নিজের পুত্র যীশু, তাঁর কথা বিশ্বাস করবেন না?

শিব। কে বল্লে তিনি ঈশ্বরের পুত্র?

নগেন্দ্র। লেখা রয়েছে যে, মশায়। আপনি বাইবেল পড়েননি তাই এরকম বলচেন। একবার পড়ুন।

শিব। না মহাশয়, আমার ও বইএ দরকার নেই। আপনি নিয়ে যান।

নগেন্দ্র। না আপনাকে পড়তেই হবে। আপনি যে না প'ড়ে কথা কইবেন, তা হবে না। আপনাকে পডতেই হবে।

তিনি শিবধনের হাতে বই গুঁজিয়া দিবার চেষ্টা করিলেন। ইহাতে শিবধন অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "আঃ! কি করেন মশায়? আমি চাই না পড়তে, তবু আমাকে পড়তে হবে! নিয়ে যান আপনার বই।"

নগেন্দ্র নিরুপায় হইয়া ফিরিয়া গেলেন। তবে যাইবার পূর্ব্বে ছাত্রদের হাতে অনেকগুলি বই দিয়া গেলেন। তাঁহার আশা ছিল এ বইগুলি চারের মত কাজ করিবে। ইহার পরে তিনি একদিন সুবিধামত আসিয়া তাঁহার বক্তৃতার ছিপ ফেলিবেন আর গণ্ডা গণ্ডা ছাত্রকে কৃশ্চিয়ানির ডাঙায় টানিয়া তুলিবেন।

ছাত্রদের হাতে কৃশ্চানী বই দেখিয়া শিবধন জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা ও বই নিয়ে কি করবে?"

একজন ছাত্র বলিল, "এগুলোকে টুকরো টুকরো ক'রে পথে ছড়িয়ে দেবো।"

শিব। এ কি কথা? একজনের ধর্ম্মপুস্তক তুমি টুকরো টুকরো করবে?—যাও তার বই ফিরিয়ে দিয়ে এসো।

সেদিন আর অধ্যাপনা করা হইল না। নগেন্দ্রের স্থূলহস্তাবলেপে শিবধনের মনের যন্ত্র বিকল হইয়া গেল। তিনি কাতরোক্তি করিলেন, "কি আপদ! সকাল বেলা এক বেটা চামার এসে, তার বাইবেল মাইবেল দিয়ে ছুঁয়ে মুয়ে লণ্ডভণ্ড ক'রে গেল! এক্ষুণি আমাকে স্নান ক'রে তবে ঘরে ঢুকতে হবে। আ—হা!"

৬

মধুসূদন হালদারের কন্যা শ্রীমতী চারুশীলা পিতামাতার আদরের সন্তান ছিল। শ্বশুর বাড়ীতে তাহাকে হয়ত কষ্ট পাইতে হইবে এই চিন্তায় তাঁহারা সারা হইতেন। তাই বিবাহের পূর্ব্বের কয়েকটা বৎসর এ যাহাতে পরমসুখে থাকিতে পারে সে বিষয়ে দুই জনেরই দৃষ্টি ছিল। বাস্তবিক, চারুশীলার মত সুখ খুব কম কুমারীর ভাগ্যে ঘটিয়াছে।

এইবার পাঠক পাঠিকাদের সম্মুখে একটী ধাঁধা উপস্থিত হইল। চারুশীলার এত সুখী হইবার কারণ কি? সে কি গাছে উঠিয়া, ঘোড়ায় চড়িয়া, সাঁতার কাটিয়া, এবং যাদুঘর ঘুরিয়া দিন কাটাইত? না। সে কি লোকলস্কর সঙ্গে লইয়া 'হিল্লী, দিল্লী, কলম্বো ও বোম্বে' ঘুরিয়া আসিয়াছিল? সে কি গান গাহিত, কবিতা লিখিত, এবং নিজের হাতের oil painting Exhibitionএ পাঠাইত? না। তবে তাহার এত সুখ কিসে?

মধুসূদন ও তাঁহার স্ত্রী একযোগে উত্তর করিবেন, "তাহাকে কখনও কুটিটী পর্য্যন্ত নাড়িতে দেওয়া হয় নাই।" নিষ্ক্রিয়তার স্বর্গলোকে সে জীবনের তেরটা বৎসর কাটাইয়াছে।

তারপর নিশির ঘরে আসিয়া দেখিল, এখানেও সকলে তাহাকে সুখী করিতে চান। কাজেই সে নিঃসঙ্কোচে নিজের সুখের পথ বাছিয়া লইল,—শুইয়া রহিল। শুইয়া থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। আহারাদিতে ঘণ্টাখানেক, এবং সাজসজ্জায় ঘণ্টা দুই, ইহা ছাড়া বাকী সময়টাকে লইয়া করিবে কি? সে দাসী নয় যে গৃহকর্ম্ম করিবে, মেমসাহেব নয় যে লেশ বুনিবে।

মধুসূদন নিজে উচ্চশিক্ষিত। তাঁহার ছেলেরাও উচ্চশিক্ষিত। কিন্তু মধুসূদনের মত সেকালের উচ্চশিক্ষিত লোকদের লক্ষ্য ছিল নারীর দেবীত্বের প্রতি। মাথার উপরে ছাতা, ও ভিতরে ক খ— এ দুটাকেই তাঁহারা দেবীত্বের অন্তরায় মনে করিতেন। এ দেবীত্ব অর্জ্জনের একমাত্র উপায় ছিল জন্মগ্রহণ। কাষ্ঠফলকে নিজের নাম লিখিয়া তৎপূর্ব্বে 'কবিরাজ' শব্দ যোগ করিলে যেমন নাড়ীজ্ঞান টন্‌টনে হইয়া উঠে, তেমনি হিন্দুর ঘরে জন্মগ্রহণ করিলেই নারীগণ দেবী হইয়া যাইতেন। তারপর সৎশিক্ষা ও সৎসঙ্গের প্রয়োজন হইত না। তাঁহারা শুইয়া, বসিয়া, তাস খেলিয়া ও চুলের উপর আলবার্ট তুলিযা নিজেদের দেবীত্ব অক্ষুন্ন রাখিতেন, এবং মৈত্রেয়ী গার্গী ও খনাব দলে মিশিয়া যাইতেন। খনার মত পুঁথি হইয়া যাইতেন এমন কথা বলিতেছি না, তাঁহার মত সতীসাধ্বী হইতেন, ইহাই আমাব বক্তব্য।

৭

নিশি ডাক্তাবী পাশ করিয়া মেডিকেল কলেজে চাকুরী পাইয়াছে। সে সকাল সাতটায় বাহির হইত এবং বেলা দুই তিনটার সময় বাড়ী ফিরিত। তারপর ক্লান্ত শরীরে 'জল কোথায়, গামছা কোথায়' খুঁজিতে খুঁজিতে দু মহল বাড়ী চষিয়া ফেলিত। একদিন নিশির মনে হইল তাহার মত হতভাগ্য আর কেহ নাই। তাহার সবই আছে, অথচ কিছু নাই। তাহার এই সামান্য কাজটাও তাহার স্ত্রী করিতে পারে না? অমনি মনে হইল, এত শিক্ষা পাইয়াও তাহার মনের বর্ব্বরতা ঘুচে নাই। সে পুরুষ বলিয়া স্ত্রীর নিকট হইতে

সেবার দাবী করিতেছে। কিন্তু সেও ত সেবা করিতেছে, রোগ শোক অগ্রাহ্য করিয়া ইহাদেরই জন্য ত প্রাণপাত করিতেছে। ছি ছি! সে কি কিছু প্রাপ্তির আশায় ইহাদের সেবা করিতেছে?

এ কু-চিন্তাকে সে আর বাড়িতে দিল না। আগুনটাকে তাড়াতাড়ি নিবাইয়া দিল বটে কিন্তু আধপোড়া বেগুনের মত তাহার মনে দড়কোচা পড়িয়া গেল। একদিন আহারাদির পর সে যখন একখানা বই লইয়া নিজের ঘরে গিয়া বসিল, দেখিল চারু ঘুমাইতেছে,—

শিথিল কবরী দেহবল্লরী, ব্যায়ত বদনচন্দ্র,
গগনে গগনে উঠিছে সঘনে নাসার মধুর মন্দ্র।

নিশির অসহ্য হইল। সে অনেক ডাকাডাকি করিয়া তাহার ঘুম ভাঙ্গাইয়া বলিল, "ওঠ, ওঠ, সমস্ত দিন ঘুমোও কি ক'রে?"

চারু উঠিল; এবং তাহার এখনকার রূপ দেখিয়া নিশি যখন মুগ্ধ হইবে হইবে করিতেছে এমন সময়ে ছোট মুখে একটা বড় হাই তুলিল। নিশি তাড়াতাড়ি সে দিক হইতে চক্ষু ফিরাইয়া লইয়া, পুঁথির মধ্যে আপনাকে মগ্ন করিয়া দিল।

নিশি যখন পাঠে তন্ময় হইয়াছে তখন চারু আসিয়া হঠাৎ তাহার বই বন্ধ করিয়া দিল। সে ভাবিয়াছিল তাহার এই রসিকতায় নিশি প্রীত হইবে। নিশি কিন্তু মনে মনে বিরক্ত হইল। তবে মুখে কিছু প্রকাশ করিল না। হাত বাড়াইয়া চারুকে নিবৃত্ত হইতে ইঙ্গিত করিয়া পড়িতে লাগিল। চারু আবার বই বন্ধ করিয়া দিল। এবার নিশি বই রাখিয়া দিল। এবং হাত ধরিয়া তাহাকে পাশে বসাইয়া বলিল, "তুমি পড়্‌তে দিলে না। কিন্তু ভারি অদ্ভুত বই ওখানা। ওতে কি লেখা আছে জান?"

চারু। কি?

নিশি। ওতে দেখিয়েছে যে একরকমের গাছ বা জন্তু থেকে মানুষ আর এক রকমের গাছ বা জন্তু তৈরী করতে পারে। চেষ্টা করলে কালো কাকের বংশ থেকে হয় ত দুদিন বাদে সাদা বাচ্ছা বার করতে পারে। মানুষের চেষ্টায় যেমন পরিবর্ত্তন হয়, সংসারে আপনাআপনিই সে-রকম পরিবর্ত্তন অনেক হয়েছে,—বানরের মত জন্তু থেকে মানুষ হয়েছে! এই দেখ—

চারু। সাহেবের লেখা ত?

নিশি। হাঁ। কেন?

চারু। তা ওরা ত বানর থেকেই হয়েছে।

নিশি। কি ক'রে জানলে?

চারু। ঐ যে ডালে ব'সে খাওয়া অভ্যাস। টেবিল চেয়ার না হলে খেতে পারে না।

নিশি। তা হলে তোমরা শোব থেকে হয়েছ, কেন না মাটী থেকে খাও।

চারু। তুমি আমার বাপমাকে গাল দিলে?

নিশি। গাল দিই নি। তুমি যেমন বলেছ, আমিও তেমনি বলেছি। ওর কোন মানে নেই।

চারু। আমি কি তোমার বাপমাকে কিছু বলিছি?

নিশি। না, না, আমার অন্যায় হয়েছে।—আচ্ছা বোস, একটা গল্প বলি।

নিশি তাড়াতাড়ি একখানা বইএর পাতা উল্টাইয়া লইল। তার পর বলিল, "গল্পটা আমার খুব ভাল লেগেছে। একটী মেয়ে ছিল, জানলে? তার মনটা বড় ভাল, কিন্তু চেহারাটা বড্ড খারাপ।

বুঝেছ ? চেহারা খারাপ ব'লে কেউ তাকে বে করতে চাইলে না। চল্লিশ বৎসর বয়স হয়ে গেল, বে' হল না।—

চারু। ওমা ! চল্লিশ বছরের আইবুড়ো ?

নিশি। এ ত আর এ-দেশের মেয়ে নয়, সাহেবদের মেয়ে।

চারু। ও তাই বল ! ওদের কি আর জাত ধর্ম্ম আছে ?

নিশি। তা বটে। তার পর, এই স্ত্রীলোকটী এক বন্ধুর বাড়ীতে কিছু দিন থাকেন। বন্ধুর একটী ছেলে ছিল। তার বয়স ছ বচ্ছর। ছেলেটীকে ইনি খুব যত্ন করতেন। একদিন তার অসুখ করেছে। ইনি পাশে ব'সে সেবা করচেন। এমন সময়ে ছেলেটী জিজ্ঞাসা কল্লে, "আপনার বে' হয় নি ?" স্ত্রীলোকটী বল্লেন, "আমি বড় কুৎসিৎ ব'লে কেউ বে' করতে চায় না।" তখন ছেলেটী বল্লে, "আপনি ভাববেন না। আমি আপনাকে বে' করবো।"—

চারু। ঐ দেখ, বন্ধুর বাড়ীতে গিয়ে কেমন পাত্র জুটিয়ে নিয়েছে !

নিশি। সে কি গো ? পাত্রের বয়স যে ছ বছর সেটা বুঝি ভুলে গেলে ?

চারু। ওমা, কোজ্জাবো ? ঐ বুড়ি একটী ছ বছরের ছেলেকে বে' করবে !

নিশি দেখিল গল্প জমিবে না। নিজের ভাল লাগার দিক দিয়া চারুকে স্পর্শ করা যাইবে না। চারুর যাহা ভাল লাগে তাহা লইয়া আলাপের চেষ্টা করিল। কিন্তু চারুর যাহা ভাল লাগে সে সম্বন্ধে তাহার জ্ঞান বড় অল্প। সে প্রথমেই পদার্পণ করিল চোরাবালিতে ! বলিল, "তোমার কাণের সে ঝুম্‌কো গেল কোথায় ?"

চারু। আমার কাণে ত ফুল ছিল।

নিশি। হাঁ, হাঁ, ফুল। তা খুল্‌লে কেন? কান থেকে ঝুলতো, বেশ দেখ্‌তে হত।

চারু। ফুল বুঝি ঝোলে? তুমি কার কানে ঝুম্‌কো দেখে এসেছ, তাই বল!

নিশি। আবার কার কান দেখতে যাব?—বাস্তবিক সিঁদূর পর্‌লে তোমাকে ভারী স্বন্দর দেখায়।—আচ্ছা, আশ্চয্যি নয়? একজন লম্বা চওড়া সাহেব,—বড় চোখ, বড় নাক,—সে গিয়ে এক কাফ্রির দেশে হাজির হল। সেখানে একটা কাল, বেঁটে, খাঁদা নাক, কাফ্রি মেয়ে দেখে তার মনে হল 'এ আমার আপনার লোক,—এর সঙ্গে মেশা যেতে পারে।' কেউ কারুব ভাষা বোঝে না। তাতে কি? তাদের মধ্যে যে আদিম বর্ব্বর মানুষ ছিল, তাব ভাষাতে তারা বেশ আলাপ জমিয়ে তোলে—

চারু। সে তোমরা পুরুষেবা ঐ বকম কব।

নিশি। হাঁ, হাঁ, তাই, তাই। ঐ পুরুষেরাই।

ইতি প্রেমালাপ সমাপ্ত। এমনি প্রায়ই হইয়া থাকে। জলৌকাব মত নিশির উদ্যত প্রেম চারুশীলাব হৃদয়ে কোথাও একটা আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে যখন অতিদীর্ঘ হইয়া উঠে, ঠিক সেই সময়ে চারুশীলা দু একটা বাক্যেব নুন ছিটাইয়া তাহাকে নিরস্ত, সঙ্কুচিত করিয়া দেয়। নিশি দেখিল এমনি করিয়াই তাহাদের জীবন কাটিবে। দুইটী গোলার মত তাহারা পাশাপাশি থাকিবে, অথচ, শত চেষ্টাতেও একাধিক বিন্দুতে পরস্পরের মিলন হইবে না। সে এমন কুকর্ম্ম কেন করিল? সখ করিয়া এমন বেফিট্ চশমা কেন পরিল? আজ সমস্ত সংসাব যে তাহার চ'খে বন্ধুর দেখাইতেছে, এবং তাহার কপালের রেখা ক্রমেই গভীরতর হইয়া উঠিতেছে।

চারুশীলা নিখুঁত সুন্দরী। এত কাছাকাছি না থাকিলে নিশিও ইহার রূপে মুগ্ধ হইত। কিন্তু বহুরূপী যখন গা বাহিয়া উঠিতে থাকে, তখন তাহার রূপ দেখিতে পারে কয়জন ?

আজ অনেক দিন পরে গৌরীর কথা মনে পড়িল। কেন সে এমন করিয়া তাহার হৃদয়-উপত্যকায় আসিয়া পৌছিল,—একটী লীলাচঞ্চল কৃষ্ণ ছাগশিশুর মত ? তাহাকে লুব্ধ করিল, তাহাকে পাছু পাছু ছুটাইয়া হয়রাণ করিল ; এবং স্পর্শমাত্র করিবার পূর্ব্বে লঘু-ললিতলম্ফে কোন্ অনধিগম্য অনির্দ্দেশ্যতার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গেল ! সেই ত তাহাকে এমন করিয়া ডুবাইল।—কিন্তু তাহাকে পাইয়াই কি নিশি সুখী হইত ? সেও ত মূর্খ।—

এইখানে শশী আসিয়া একখানি চিঠি দিল—আঁকা বাঁকা লাইন, মাত্রাহীন অক্ষর,—দেখিলেই মনে হয় স্ত্রীজাতির লেখা। কারণ বক্তব্যের মধ্যে মাত্রা রক্ষা করিয়া না চলা তাঁহাদেরই বিশেষত্ব। চিঠি লিখিয়াছে গৌরী। শশীকে লিখিয়াছে। অনেক বাজে কথা ও অনেক পুনরাবৃত্তির শেষে একটী ছোট প্রার্থনা ছিল,—অনেকখানি ভুষিচাপা বরফের টুকরার মত,—ছাঁক্ করিয়া হাতে লাগে। গৌরী বড় কষ্টে আছে, কিছু অর্থ সাহায্য পাইলে সে উপকৃত হয়, একথাটা সে হাসির সুরে লিখিবার চেষ্টা করিয়াছে ! নিশির সমস্ত প্রাণ উচ্ছ্বসিত হইয়া কাঁদিয়া উঠিল। যাহাকে সে সর্ব্বস্ব দিতে চাহিয়াছিল, সে আজ এক মুষ্টি অন্নের কাঙাল হইয়া তাহার দ্বারে আসিয়াছে !

শশী জিজ্ঞাসা করিল, "কি করবে ?"

নিশি। আমি ?—এ—আমি আজই টাকা পাঠাচ্চি।

শশী। আচ্ছা, তাই পাঠিও। আমি কিন্তু চললুম।

নিশি কোথায় ?

শশী। আমি গিয়ে তাঁকে নিয়ে আস্‌বো।

নিশি নিজেকে বড় অপরাধী মনে করিল। এমন কথা ত তাহার মনে আসে নাই। সে শুধু টাকা পাঠাইয়াই নিশ্চিন্ত হইতে চাহিয়াছিল। টাকা পাঠাইলেই কি কর্ত্তব্য শেষ হয়! শশীর চেয়ে তাহার হৃদয় এত ছোট! কিন্তু সে করিবে কি? তাহার হাসপাতাল আছে—

নিশি একটা অবান্তর প্রশ্ন করিল, "আচ্ছা এ চিঠি কার লেখা রে?"

শশী। কেন গৌরীদির লেখা। আমি ও লেখা চিনি।

নিশি। সে কি তোকে চিঠি লেখে না কি?

শশী। দু একখানা লিখেছেন।

নিশি। তা তুই কাউকে বলিস নি ত। কিন্তু গৌবী ত লিখ্‌তে জান্‌তো না।

শশী। বাঃ আমি শিখিয়েছি যে।

নিশির মাথা হইতে মস্ত একটা বোঝা নামিয়া গেল। গৌরী মিথ্যা ছলনা করিয়া তাহাকে খাটাইয়াছে, অথচ লেখাপড়া শিখিয়াছে শশীব নিকট। সে শশীকে মাঝে মাঝে পত্র লেখে, তাহাকে একখানাও লিখে নাই। তাহাব কাছে অর্থসাহায্য চাহিয়াছে, অথচ পত্র লিখিয়াছে শশীকে। তবে শশীই যাক্। তাহাকে হয ত সে চাহে না। ইহা ভাবিয়া সে তৃপ্তিলাভ করিবাব চেষ্টা কবিল। জিজ্ঞাসা করিল, "কবে যাবি?"

শশী। আজই।

নিশি। আচ্ছা আমি তোব হাতে টাকা দিয়ে দিচ্চি।

৮

শশী যখন গৌরীর শ্বশুরবাড়ী আসিয়া পৌঁছিল, তখন বেলা প্রায় তুইটা হইবে। চণ্ডীমণ্ডপে একজন স্ফীতোদর পুরুষ দেয়ালে ঠেস দিয়া, এবং পায়ের উপর পা তুলিয়া, তুড়ি সহযোগে ঘন ঘন হাই তুলিতেছিলেন; আর একজন একাগ্রমনে কলিকার উপর পরিপাটীরূপে জ্বলন্ত কয়লা সাজাইতেছিলেন। পৈতার সাহায্যে তুজনকেই গৌরীর অভিভাবক মনে করিয়া শশী নিজের পরিচয় দিল, এবং বলিল সে গৌরীর সহিত দেখা করিতে আসিয়াছে। অভিভাবক তুইটী তখন পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করিতে লাগিলেন। শশীর বুকের ভিতর ছাঁৎ করিয়া উঠিল। তবে কি গৌরী নাই? না। গৌরী মরে নাই। তবে মরিলে ভাল করিত। কলঙ্কিনী গৃহত্যাগ করিয়াছে।

চার পাঁচ দিন পাড়ার বারোয়ারী-তলায় যাত্রা বসিয়াছে। গত পরশ্ব রাত্রে গৌরী যাত্রা শুনিতে যায়। তাহার দ্বাদশবর্ষীয় সপত্নীপুত্র কৈলাস সঙ্গে ছিল। সে যখন ফিরিতেছিল তখন রাত্রি প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে। পথে আসিতে আসিতে কোথা হইতে পাঁচ ছয় জন লোক আসিয়া গৌরীকে আক্রমণ করে। কৈলাস ভয়ে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু পাড়ার লোক জমা হইবার পূর্ব্বেই তাহারা গৌরীকে লইয়া পলায়ন করে। ইহাদের সহিত পূর্ব্ব হইতেই হয়ত গৌরীর সড় ছিল। কারণ সে এ অবস্থাতেও চেঁচামেচি করে নাই। পাড়ার লোক জড় না হইলে এ লজ্জাকর ঘটনা চাপাই থাকিত। কিন্তু ক্রুত. লোক জানাজানির পর আর চুপ করিয়া থাকা যায় না। পুলিশে খবর দিতে হইল। পুলিশ অনুসন্ধান করিয়া আজ সকালে জমীর নামক এক মুসলমানের বাড়ীতে গৌরীর সন্ধান

পাইয়াছে। গৌরী বলিয়াছে, সে জমীরকে বিবাহ করিবার জন্য স্বেচ্ছায় গৃহত্যাগ করিয়া আসিয়াছে, এবং কিছুতেই ফিরিয়া আসিতে চাহে না।

শশী আর দাঁড়াইল না। যে-পথে আসিয়াছিল সেই পথে ফিবিয়া গেল। সে কোথাও ছুটিতে পারিলে বাঁচে। তাহার উন্মুখ আশার মুখে এই অগ্নি-সংযোগের পর সে হাউয়ের মত ছুটিতে না পারিলে, পট্‌কার মত ফাটিয়া যাইত।

গৌরীর সহিত দেখা না করিয়া সে ফিরিবে না, প্রতিজ্ঞা করিল। কিন্তু দেখা করার পথে যে অনেক বিঘ্ন থাকিতে পায়ে, একথা সে ভাবিয়া দেখে নাই। সে কলিকাতার ছেলে। পল্লী-গ্রামের লোকদেব কৃপার চক্ষে দেখিত। তাহাদের নিকট হইতে ধমক দিয়া কাজ আদায় করা যায়, ইহাই তাহার বিশ্বাস। জমীব হয়ত গুণ্ডা। কিন্তু ইহাতে সে দমিল না। খুঁজিয়া খুঁজিয়া তাহার বাড়ী বাহির করিল; এবং নির্ভয় নিঃসঙ্কোচে তাহার সহিত দেখা করিয়া বলিল, বামুন পাড়াব যে মেয়েটী তাহার বাড়ীতে আছে সে তাহাব সহিত দুএকটা কথা কহিতে চায়। এই যুবকের সাহস দেখিয়া জমীব স্তম্ভিত হইল। গৌরীর আত্মীয়দের মধ্যে কেহ একাকী, এমন অবস্থায় তাহাব সহিত দেখা করিতে আসিবে, ইহা সে কল্পনাও করিতে পারে নাই। সে মনে করিল, এ লোকটী পুলিশের সংক্রান্ত কেহ হইবে। কিন্তু পুলিশের সহিত তাহার বোঝাপড়া হইয়া গিয়াছে। সে দিক হইতে তাহার ভয় ছিল না। গৌরী নিজেই তাহাকে বাঁচাইবে। তাই একটু দোনামোনা করিয়া সে শশীকে ভিতরে লইয়া গেল।

গৌরীকে আজ বড় দুর্ব্বল বলিয়া মনে হইল। চলিবার সময় যেন তাহার পা টলিতেছিল। আর, সে দাঁড়াইয়া রহিল না ত। ধপ্ করিয়া দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িল। তাহার মুখে একটা লাল

তম্‌তমে ভাব দেখিয়া মনে হইল, হয়ত তাহার জর হইয়াছে। শশী অনেকক্ষণ তাহার দিকে চাহিয়া চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "এখানেই থাক্‌বে না কি?" গৌরী হাসিয়া জবাব দিল, "মুসলমানীর আর কোন্‌ চুলোয় জায়গা আছে বল?" আজিকার এ হাসি শশীর ভাল লাগিল না। এই লঘুচিত্ততায় সে চটিয়া গেল। গৌরী যে দুর্ব্বল, এবং সম্ভবতঃ রুগ্ন একথা তাহার মনে রহিল না, ক্ষিপ্রগতিতে গৌরীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলিল, "বাড়ী গিয়ে মুসলমান হোয়ো।"

জমীর দাঁড়াইয়া ছিল। সে আর সহ্য করিতে পারিল না; ছুটিয়া আসিয়া ঠাস্‌ করিয়া শশীর গালে এক চড় বসাইল।

এমন প্রচণ্ড আঘাত শশী জীবনে কমই পাইয়াছে। সে চ'খে অন্ধকার দেখিল, এবং একটা খুঁটি ধরিয়া নিজেকে সংবরণ করিল। এক চড়ে তাহার মাথার মধ্যে সমস্ত উলট পালট হইয়া গেল। গৌরীর কথা, তাহার ভবিষ্যতের কথা, আত্মরক্ষার কথা, সমস্ত ভুলিয়া তাহার মন উদগ্র হইয়া উঠিল একটা হিংস্র প্রতিশোধ কামনায়। কিন্তু ঘুসি পাকাইয়া জমীরের দিকে অগ্রসর হইতেই গৌরী ছুটিয়া আসিয়া দুই হাতে তাহাকে ঠেলিয়া দিল। বলিল, "এখানে গুণ্ডামি করতে এসেছ নাকি তুমি?—যাও।"

গৌরীর ব্যবহার তাড়িতপ্রবাহের মত শশীব মনের চুম্বকশলাকাকে মুহূর্ত্তে দিগ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল। জমীরের সহিত তাহার আর কোন শত্রুতা রহিল না। সে অসম্ভব শান্ত ছেলেটীর মত নিঃশব্দে ফিরিয়া গেল।

শশীর বহুযত্নের আঁকা ছবি ইঁদুরে কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়াছে। গৌরীকে সে দেবী বলিয়া জানিত। সেই দেবী আজ পথের ধূলায় গড়াগড়ি দিতেছে! এ দৃশ্য দেখিবার পর সে মনে শান্তি আনিবে

কিরূপে ? তাহার ঠোঁট ফাটিয়া রক্ত বাহির হইয়াছিল। এখনও তাহা শুখায় নাই। হায় ! গৌরী এত নিষ্ঠুর কেমন করিয়া হইল ? সে তাহাকে মার খাইতে দেখিল, অথচ দয়া হইল না। তাহার সঙ্গে চলিয়া আসা দূরে থাক, তাহাকেই ধাক্কা দিয়া বিদায় করিয়া দিল।

পথের ধারে একটী বড় পুষ্করণীর জলে মুখ হাত ধুইয়া শশী চাতালের উপর বসিল। এই আগন্তুকের জন্য পল্লীসুন্দরী আজ বাসর জাগাইয়া বসিয়াছিলেন। "তালের বনে করতালি" তাহাকে মাতাইতে চাহিল, বাঁশের কুঞ্জ হাতছানি দিয়া ডাকিল, মৃদুসমীরণের সহিত কলকথায় কাণাকাণি করিতে করিতে দীঘির জল পায়ের কাছে লুটাপুটি করিল, এবং দু'একটা বড় বড় মাছ সরসীর চটুল কটাক্ষের মত মাঝে মাঝে ভাসিয়া উঠিতে লাগিল।

এসব দেখিবার বা শুনিবার শক্তি শশীর ছিল না। তাহার সমস্ত প্রাণে তখন গা-বমি-বমি করিতেছিল।

৬

শশী যখন ফিরিয়া আসিল, তখন সে বিছুটীর মত কাঁটায় ভরা,—কোন দিক দিয়া তাহাকে স্পর্শ করিবার উপায় নাই। কেহ কোন প্রশ্ন করিতে গেলে সে খুবকতকগুলা কড়া-কথা শুনাইয়া তাহাকে নিরস্ত করিয়া দেয়। তথাপি নিশি ছাড়িল না। অনেক সাধ্যসাধনায় সে এটুকু আদায় করিল যে গৌরী ঘর ছাড়িয়া এক মুসলমানের বাড়ীতে গিয়া উঠিয়াছে। নিশি হঠাৎ বলিয়া ফেলিল, "ছি ছি ছি !" শশী গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "ছি ছি বলতে লজ্জা করে না ? খেতে দেবে না,

পরতে দেবে না, অথচ সে বাড়ী কামড়ে প'ড়ে থাকবে এই তোমরা চাও ?"

নিশি দেখিল সত্যই ত। অসহ দুঃখের মধ্যে না পড়িলে গৌরী কি তাহার কাছে ভিক্ষা চাহিতে আসিত ? কিন্তু,—কিন্তু কি ? সে যাহাদের কাছে গিয়া পড়িল তাহারা কেমন লোক কিছুই জানা নাই। সে এতদিন এমনই বা কোন্ সুসংসর্গে বাস করিতেছিল ? তাহার দেবর, ভাশুর—তাহার পরমারাধ্য পিতৃদেব,—ইহারা এমনই কি দেবচরিত্র ? মুসলমান ! নিশির কাছে সকল ধর্ম্মই ত সমান। গৌরী কাল হিন্দু ছিল, আজ না হয় মুসলমান হইয়াছে, তাহাতে তাহার কি ? বিধবা ?—সে নিজেই ত বিধবাকে বিবাহ করিতে চাহিয়াছিল, আর এক জন না হয় করিয়াছে। তবু,—তবু, কেন জানি না, নিশির মনে শান্তি নাই।

সে কি বলিতে চায় গৌরীর উচিত ছিল বিবাহিত নিশির স্মৃতি বহন করিয়া চিতায় উঠা ? অথচ এই গৌরীকে সে একদিন বলিয়াছিল মৃত পতির স্মৃতি মুছিয়া ফেলিতে। গৌরী নারী বলিয়া সেও কি সাধারণের মত তাহাকে property মনে করে ? পশ্চিমের বাগান-বাড়ীর মত ফেলিয়া রাখিবে, নিজে দেখিবে না, অপর কাহাকেও দেখিতে দিবে না, সময়ে অসময়ে নিজে গিয়া সেখানে মাতলামী করিবে, অথচ অন্য কেহ বাস করিতে আসিলেই জিজ্ঞাসা করিবে সে তামাক খায় কি না ?

১০

দুঃখের সময় নিশির একমাত্র আশ্রয়স্থল ছিলেন খুড়িমা। আজ তাই সে খুড়িমার কাছে ছুটিয়া গেল। প্রতিভাসুন্দরী কিন্তু নিশিকে

কথা কহিবার অবসর দিলেন না। তাহার সহিত দেখা হইতেই বলিয়া উঠিলেন, "দেখ্ নিশি, আমার ইচ্ছে করে, খুব কতকগুলো বই নিয়ে পরীক্ষার পড়া তৈরী করি। পড়াবি আমাকে ?"

নিশি। এই বয়সে পরীক্ষা দেবার সখ হল ?

প্রতিভা। হাঁ। একেবারে নিঃশ্বাস ফেলবার সময় থাকবে না, এমনি ক'রে একটা কাজের মধ্যে ডুবে যেতে চাই।

নিশি। কেন, সংসারে কি তোমার কাজ কম ?

প্রতিভা। কোথায় কাজ ? অফুরন্ত সময়,—কি ক'রে যে কাটে তা জানি না।—তোর মা ভাল আছেন ?

নিশি। হাঁ, ভালই আছেন ?

প্রতিভা। সরোজ আর বাড়ী আসে না, শুনেছিস্ ?

নিশি। হাঁ, শুনেছি তার বৌকে নিয়ে আলাদা বাসা করেছে। তা ব্রাহ্ম বে করেছে, তোমাদের সঙ্গে তার বৌএর বন্‌বে কেন ?

প্রতিভা। তা ত বটে। সেই কথাই বল্লে। বল্লে, আমার স্ত্রী মাছ ছোঁয় না। এখানে থাক্‌লে হয় ত তাকে মাছ খেতে বলবে, না হয় কুটুতে বলবে। মিছামিছি একটা মনোমালিন্য হবে। কাজ কি ?

নিশি। দেখ দিকি, কত ভেবে চিন্তে কাজ করেছে।

প্রতিভা। এক সঙ্গে থেকে মন কষাকষি হওয়ার চেয়ে আগে থেকে আলাদা হওয়া ভাল।

নিশি। সত্যই ত।

প্রতিভা। সত্যই ত। পাকা ফল আপনি খ'সে প'ড়ে যাবে। আমি আঁকড়ে ধ'রে রাখার চেষ্টা করলেই বা থাক্‌বে কেন ?—হাঁরে, এই কি তোদের ধর্ম্ম ? আমরা কি বিধবা নিয়ে ঘর করি না ? যে আস্‌বে তাকেই মাছ খাইয়ে দেবো ?

নিশি। তা আমাকে বলছ কেন, খুড়িমা। তোমার ছেলের তবু একটা ধর্ম্ম আছে। আমার কিছু নেই।

প্রতিভা। তা ত জানি। পৈতেটা পর্য্যন্ত ফেলে দিয়েছিস্।

নিশি। ফেলে দিইনি। প'ড়ে গেছে। যাই হোক, তুমিই সরোজকে তাড়িয়েছ।

প্রতিভা। আমি তাড়িয়েছি!

নিশি। নিশ্চয়! তুমি যে পুতুল পূজো কর। ব্রাহ্মেরা পুতুল সহ্য কর্‌তে পারেন না। রাস্তা দিয়ে প্রতিমা গেলে তাঁরা ঘরে দোর বন্ধ ক'রে ব'সে থাকেন, পাছে দেখ্‌তে হয় ব'লে।

প্রতিভা। তাও ত রোজ পুতুল পূজো কর্‌চি না। সরস্বতী পূজা করি, সে বছরে একবার।

নিশি। রোজ কর্‌চো না? বাড়ীতে শালগ্রাম পুষে রেখেছ যে।

প্রতিভা। তা সত্যি কথা বলবো? মনের কথা ভগবান্ টের পাচ্চেন, মুখে বলতে দোষ নেই। সরোজের জন্য আমি শালগ্রামকেও ছাড়্‌তে পারি বোধ হয়।

এমন সময়ে ভূপতি আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়াই নিশি বলিল, "কাকাবাবু, খুড়িমা বলচেন উনি সরোজের মন রাখবার জন্য শালগ্রামটী ফেলে দিতে পারেন।"

ভূপতি সহজভাবে বলিলেন, "ফেলে দিতে হবে কেন? Paper-weight কল্লেই হয়।"

প্রতিভা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। বারবার মনে মনে ঠাকুরের কাছে নতশিরে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, "ছি, ছি, এমন কথা আমি বলিনি। তাঁর সেবার ভার আর কারুর হাতে দিতে পারি বলতে চেয়েছিলুম।"

ভূপতি। হ্যাঁ, যেটা বলতে চেয়েছিলে সেটা পরিষ্কাব ক'রে ব'লে দাও। নহিলে অন্তর্য্যামী ভুল বুঝতে পারেন।

প্রতিভা। হাঁ, আজ আবার পুরুত ঠাকুর আস্‌বেন না। তোমাকেই শেতল দিতে হবে।

ভূপতি। বটে? এখুনি?

প্রতিভা। হ্যাঁ, তুমি কাপড় ছাড়।

ভূপতি চলিয়া যাইতে, প্রতিভা বলিলেন, "আমার দেবতা, ওঁর Paperweight. উনি যাচ্ছেন Paperweight-এর পূজা করতে। কৈ আমাদের ত আলাদা হবার দরকার হয় নি।

নিশি। ওঁর ধর্ম্মজ্ঞান মোটে নেই ব'লে।

প্রতিভা। আমি ত তা ব'লে তোদের মত নাস্তিক নই।

নিশি। কমও যাও না বড়। দরকার হ'লে শালগ্রামটা ফেলে দিতে পার।

প্রতিভা জিভ কাটিয়া বলিলেন, "না, না, পারি না। আমার শ্বশুর মশাই নিজে পূজো করতেন। আমি প্রথম যখন এ বাড়ীতে এলুম তখন সকলের ভয় হয়েছিল, 'ইস্কুলে পড়া মেয়ে, এ কি আর ঠাকুবের সেবা করবে?' শ্বশুর মশায় এক কথায় তার মীমাংসা করলেন। প্রথম দিন থেকেই আমাকে ঠাকুরঘরের ভার দিলেন, তখন থেকে এই ত্রিশ বচ্ছর তাঁদের ঠাকুরের সেবা ক'রে আস্‌চি। আজ সব ছেড়ে দিতে পারি?—তা যা, দাঁড়িযে রৈলি কেন? আমি যাই ঠাকুবেব জোগাড ক'রে দিইগে।"

নিশি। ঐ যে শেতল না কি হচ্ছে। ঠাকুর কি একাই খাবেন?

প্রতিভা একটু হাসিলেন।

নিশি যাহা বলিতে আসিয়াছিল বলা হইল না। কোন আলোচনাই

হইল না তবু সে তৃপ্তি পাইল। তাহার মনে হইল মানুষগুলা কুম্ভকারের দোকানে হাঁড়ির মত পাশাপাশি বাস করিতেছে। কেহ কাহারও রিক্ততা দূর করিতে পারে না। কিন্তু বুকের শূন্যতায় সকলেই একসূত্রে বাঁধা।

১১

অনেকে জানিতে চান গৌরীর গৃহত্যাগ ব্যাপারে তাহার নিজের ইচ্ছা বা লোভ কতটা ছিল। এ জিজ্ঞাসার অর্থ বুঝিতে পারি না। আমরা যে-সমাজে বাস করি সে ত এমন প্রশ্ন করে না। সেকালে ত করিতই না। এ কালেও করে না। গৌরী পরস্পৃষ্ট হইয়াছে কিনা, ইহাই সে জানিতে চায়। কেন হইল, স্বেচ্ছায় বা ছলে বলে পরাভূত হইয়া, এরূপ হওয়া ছাড়া তাহার অন্য উপায় ছিল কিনা, এ সব কথা লইয়া সে সময় নষ্ট করে না। অপর দিকে, মুসলমান সমাজ জানিতে চাহিবে গৌরী ইস্‌লাম ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছে কিনা। কেন করিল, স্বেচ্ছায় বা ছলে বলে পরাভূত হইয়া, এরূপ করা ছাড়া তাহার অন্য উপায় ছিল কিনা, ইহা লইয়া সেও মাথা ঘামাইবে না। দেবতার মত আমাদের সমাজের দণ্ডপুরস্কার অব্যর্থ, অপক্ষপাতী, অসঙ্গত ও অমানুষিক। এই দণ্ড পুরস্কারে আমরা সমাজের সহায়তাই করিয়া থাকি। অথচ গৌরীর উদ্দেশ্য কি ছিল জানিবার জন্য ব্যগ্রতা মন হইতে তাড়াইতে পারি না। আশ্চর্য্য !

সে দিন রাত্রে দুর্বৃত্তগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া গৌরী আর্ত্তনাদ করে নাই, সত্য। করিবার সময় পায় নাই। সে প্রথমেই প্রাণপণবলে ইহাদের একজনের হাতে কামড়াইয়া ধরিয়াছিল। হাত ছাড়াইতে

লোকটাকে এত বল প্রয়োগ করিতে হয় যে গৌরীব মুখেব দু এক জায়গা ছড়িয়া কাটিযা যায়। তার পর, মুখে কাপড় গুঁজিয়া ইহাকে নিরস্ত্র কবা হইল বটে, কিন্তু ইহাকে বহিয়া লইয়া যাইতে কয়জনকে গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইয়াছিল। কারণ, গৌরী তাহার দেহের সমস্ত ব্যর্থ শক্তি ব্যয় করিয়া অনেকক্ষণ মুক্তির জন্য যুঝিয়াছিল। আমাদের দেশের অধিকাংশ বিধবার মত গৌবীর পিত্রালয়ে স্থান ছিল না, শ্বশুরালয়েও স্থান ছিল না, পিতৃশ্বশুরকুলের বাহিরে, কোথাও স্থান ছিল না। সে যেখানেই থাকিবে, একটা অনর্থক, অনভীপ্সিত উপসর্গের মত থাকিবে,—সেবা করিবে, সেবা পাইবে না, আহার জোগাইবে, আহার পাইবে না, বুক দিয়া বাঁচাইয়া, বুক পাতিয়া লাথি খাইবে। এই ত জীবন! ইহাতে সুখ আছে, না শান্তি আছে, না আশা আছে, না গৌরব আছে? অথচ এই জীবনে ফিরিবার জন্য অন্য শত শত বিধবার মত সেও প্রাণপণে যুঝিয়াছিল, কেন যুঝিয়াছিল বলিতে পারেন? ধর্ম্মলোপ ভয়ে? আমার সন্দেহ আছে। অন্য সকলের কথা বলিতে পারি না। তবে গৌরীর কথা জানি। সে যে ফিরিতে চাহিয়াছিল সেটা কেবল সংস্কারেব বশে, কেবল সে নিজে পঙ্গু বলিয়া, কেবল নূতন একটা কিছু ধরিবার সাহস তাহার ছিল না বলিয়া। তট-ভূমি হইতে স্খলিত তৃণখণ্ড জলে পড়িয়াই তীর ছাড়িতে পারে না। তীরের সহিত তাহার কোথাও কোন যোগ নাই। তবু সে বার বার তীরের মাটী আঁকড়াইয়া ধরিতে থাকে,—তরঙ্গ-তাড়িত হইয়া বারবার তীরের দিকে ফিরিয়া আসিতে চায়। কিন্তু একবার যখন সে মাঝ দরিয়ায় গিয়া পড়ে, তখন আর কূলের কথা ভাবিবার সময় থাকে না। তখন অকূলের দিকে একটানা ভাসিয়া যাওয়াই তাহার জীবনের একমাত্র পরিণতি। গৌরীর অবস্থা ঠিক তাহাই হইল।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যখন সে দেখিল, তাহার জাত গিয়াছে, ধর্ম্ম গিয়াছে, অতীতের সহিত সম্বন্ধ চিরদিনের মত ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তখন আর সে বাধা দিল না। নিজেই জমীরকে বলিল, সে আর পলাইবার চেষ্টা করিবে না, কাহারও কাছে কোন অভিযোগ করিবে না,—জমীর ইচ্ছা করিলে যে কোন সময়ে তাহাকে মুসলমান মতে বিবাহ করিতে পারে। এত সহজে বশ মানায় একটু সুবিধা হইল। রসারসির বাঁধন অনেকটা ঢিলা হইয়া আসিল, এবং অনেকগুলা কলুষপরুষ হস্তের প্রেমালিঙ্গন হইতে সে রক্ষা পাইল। একটু অসুবিধাও হইল। জমীরের অনেকগুলি বন্ধু লুটের সমান ভাগ না পাইয়া চটিয়া গেল।

শশী যেদিন জমীরের বাড়ী হইতে ব্যর্থমনোরথ হইয়া ফিরিয়া আসে, সেই রাত্রে গৌরী দ্বিতীয়বার লুট হয়। এবার লুটের সর্দ্দার কেরামত আলি, এ লোকটী জমীরের প্রতিবেশী। কাজেই দেশ ত্যাগ করা ছাড়া ইহার উপায় ছিল না। গৌরী তখন জ্বরে আচ্ছন্ন-প্রায়। বাধা দিবার শক্তি ও সাহস তাহার ছিল না। ইহাতে কেরামতের ভারী সুবিধা হইল। সে ইহাকে কম্বলমুড়ি দিয়া, ট্রেণে তুলিয়া কলিকাতায় রওনা হইল।

পল্লীগ্রামের লোক,—জ্বরকে ভয় করে না। সে জানিত আজিকার এক শ' পাঁচ ডিগ্রী কাল ঘাম দিয়া ছাড়িয়া যাইবে। কিন্তু গৌরীর জ্বরটা কেমন ভাল বলিয়া মনে হইল না। সে যেন ভুল বকিতেছে। তখন কম্বল সরাইয়া দেখে, তাহার সমস্ত মুখ ফুলিয়া বীভৎস, বিকটাকার হইয়া গিয়াছে! এই মুখের জন্য সে এত কাণ্ড করিল! কেরামতের মনে অনুতাপের সঞ্চার হইল। সে তৎক্ষণাৎ তাহার দুষ্ট সংকল্প পরিত্যাগ করিল, এবং দমদমায় গাড়ী থামিতেই প্ল্যাটফরমের

একপাশে গৌরীকে শোয়াইয়া দিল। তার পর overbridge পার হইয়া অন্য platformএ গিয়া অপেক্ষা করিতে লাগিল। ঠিক এই সময়ে কলিকাতা হইতে একখানা ট্রেণ আসিল। কেরামত গার্ডকে বলিয়া সেই গাড়ীতে উঠিয়া বসিল।

দৈব-দুর্ব্বিপাকে গৌরীর মনে ইস্‌লাম ধর্ম্ম প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তাহার মুখে কয়েকজন ইস্‌লাম-ধর্ম্মীর যে নখক্ষত ছিল তাহাতে অনেকগুলা streptococci প্রবেশ করিয়াছে। ....

জমীর ও কেরামত একটু অসময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। আরও কিছুকাল পরে জন্মিলে তাহারা অমর হইতে পারিত। তাহারা কাফেরের রক্তপাত করিয়া স্বর্গে, এবং কাফের কন্যার গর্ভে সন্তান উৎপাদন করিয়া মর্ত্ত্যে, বিশ্বাসীর সংখ্যা বাড়াইবার চেষ্টা করিয়াছিল। ইহা যে কত গর্ব্বের বিষয় তখনকার দিনে ভাল জানা ছিল না। সংখ্যা যে একটা সাধনার বস্তু, সমাজের লোকদের শিক্ষা ও স্বাধীনতা বাড়াইবার চেষ্টা না করিয়া, কেবল তাহাদেব সংখ্যা বাড়াইলেই যে চরিতার্থতা লাভ হইবে, তাহারা দারিদ্র্য ও অজ্ঞতার মধ্যে ডুবিয়া থাকিলে উদ্বিগ্ন হইবার কারণ নাই, কিন্তু তাহাদের percentage কমিলে একেবারে পাগল হইয়া যাইতে হইবে; এ কথা বুঝিবার ও বুঝাইবার লোক তখন বেশী ছিলেন না। নিজের দলেব সমস্ত নীচতা, ক্ষুদ্রতা ও বর্ব্বরতার ধূলিরাশিকে নামান্তরে স্থায়ী করিবার মত অল্প-বিদ্যার ইল্‌শে গুঁড়ি তখনকার দিনে এমন করিয়া বর্ষিত হয় নাই।

১২

দুই দিন বিকারে সংজ্ঞাহীন থাকিয়া গৌরী প্রথমে যে দিন জাগিয়া উঠিল, দেখিল সে একটী প্রকাণ্ড ঘরে, একখানি ধবলকোমল শয্যায় শুইয়া আছে। তাহার আশে পাশে আরও কয়েকজন তাহারই মত শয্যাগত। অনুসন্ধানে জানিল, এটী হাসপাতাল। এখানে সে কিরূপে আসিল, কে আনিল, কোথা হইতে আনিল, কিছুই তাহার মনে নাই। হাসপাতালকে সে চিরকাল ভয়ের চক্ষে দেখিতে শিখিয়াছে। যাহার কেহ নাই তাহাকেই হাসপাতালে ফেলিয়া আসা হয়, এইরূপ তাহার ধারণা। সে বেশ বুঝিতে পারিল, এতদিন যাহাদের পাযেব তলায় সে পাঁউরুটীব ঠাঁসা ময়দার মত ধর্ষিত হইতেছিল, তাহারাই তাহাকে রুগ্ন দেখিয়া হাসপাতালে ছাডিয়া পলাইয়াছে। এই চিন্তায় সে একটু আরাম পাইল। সঙ্গে সঙ্গে ভয় পাইল ততোধিক। ইহারা ছাড়িয়া গেলে সে গিয়া দাঁড়াইবে কোথায়? সে শুনিয়াছিল নিশি হাসপাতালে কাজ করে। এই কি সেই হাসপাতাল? এখানে কি সে নিশিকে দেখিতে পাইবে? নিশি কি তাহার সহিত কথা কহিবে? পিশাচের স্পর্শ বর্ষাকালের গেঁড়ির মত তাহার সর্ব্বাঙ্গে যে একটা লালাক্লিন্ন রেখা টানিয়া দিয়াছে। ইহাকে সে মুছিবে কি দিয়া? আজই যদি— —দূরে ঐ লোকটী কে? ঐ যে, একজন রোগীর সহিত কথা কহিতেছেন? নিশি না? হাঁ, নিশিই ত। গৌরীর আজ এ কি হইল? বৎসরান্তের ধ্বংসভ্রংশোন্মুখ কদলীকাণ্ড হইতে আরক্ত মোচার ন্যায়, তাহার হৃৎপিণ্ড একটী প্রাণজোড়া বাসনার বৃন্তে বাহির হইয়া আসিতে চাহিল।

নিশি কাছে আসিল। তাহার দিকে একবার তাকাইল, তাহার

মাথার কাছে ঝুলান টিকিটের দিকে একবার চাহিল, তার পর নিজের কাজে চলিয়া গেল। গৌরীর মনে হইল সে কি এতই পতিতা? তাহার সহিত একবার কথা কহিলে কি নিশির জাত যাইত? হায়! সে আজ নিজেকে লুকাইবে কোথায়? ফাটিবার-মত-হইল-অথচ-ফাটিল-না-এমন ফোড়ার মত তাহার সমস্ত হৃদয় টন্‌টন্‌ করিতে লাগিল। ইহাকে লইয়া সে কি করিবে? কোথায় গিয়া জুড়াইবে?

ইহার কিছুদিন পরে নিশি প্রথম গৌরীকে দেখিল। নিজেব বুকপকেটের ঘড়িকে হঠাৎ যাদুকরের বাটীর ভিতর হইতে বাহির হইতে দেখিলে লোকে যেমন হতভম্ব হইয়া যায় নিশি সেইরূপ হইল। সে ধীরে ধীরে গৌরীর কাছে গিয়া বলিল, "তুমি এখানে!"

গৌরী একথার উত্তর দিতে পারিল না। কেবল একবার 'নিশি দা!' বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। নিশির তখন যে অবস্থা হইল তাহা নার্স বা রোগীদের কাছে প্রকাশ করিবার মত নয়। সে একটা কাজের ছুতা করিয়া চলিয়া গেল।

গৌরী নিশির ওয়ার্ডের রোগী নয়, তাই ইচ্ছামত তাহাব কাছে আসিতে পারিত না। তবে দুই বেলা তাহার কাছে বসিয়া কিছুক্ষণ গল্প করিত, ফলমূল আনিয়া খাওয়াইত, অল্পক্ষণের জন্য একটু আধটু সেবাও করিত। ইহাতে প্রথম প্রথম তাহার খুব লজ্জা করিত। শেষটা অভ্যাস হইয়া গেল। গৌরীকে সে নিজের সম্পর্কিত ভগিনী বলিয়া পরিচয় দিল।

সে বারবার গৌরীর কাছে কৈফিয়ৎ দিয়াছে যে তাহার মুখ এত ফুলিয়াছিল যে সে প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। কথাটা গৌরী মানিয়া লইল কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করিল না। নিজের মুখ এত ফুলিয়াছিল যে চেনা যায় না, এ কথা সে নিজে কেমন করিয়া বুঝিবে?

সে মনে করিল নিশি তাহাকে এড়াইতেই চাহিয়াছিল। কিন্তু তাহার অবস্থা দেখিয়া এখন হয়ত তাহার দয়ার সঞ্চার হইয়াছে। তাই আর সে দূরে থাকিতে পারিতেছে না।

হাসপাতাল হইতে যেদিন তাহার ছুটী হইল, সেদিন নিশি তাহার জন্য কাপড় কিনিয়া আনিল, এবং তাহার হাত ধরিয়া বাহিরে লইয়া গিয়া একখানা গাড়ি করিয়া দিল। গৌরীর যৌনজীবন সম্বন্ধে নিশি কোন প্রশ্ন করে নাই। সে ধরিয়া লইয়াছিল ইহার দেহের মালিক একজন কেহ কোথায় আছেন। এবং সে তাহার কাছেই ফিরিয়া যাইবে। মালিকটী যে এতদিন কোন সংবাদ লন নাই, এবং আজ তাহাকে লইতে আসিলেন না, এ সব প্রতিকূল যুক্তি, অপ্রিয় বলিয়াই নিশির চ'খে পড়ে নাই। গৌরীর মনের স্রোত ঠিক উল্টা দিকে বহিতেছিল। নিশি যখন তাহাকে হাত ধরিয়া বাহিরে আনিয়া গাড়ী করিল, তখন আর তাহার সন্দেহ রহিল না যে, সেই তাহাকে সঙ্গে করিয়া কোথাও লইয়া যাইবে। বাস্তবিক, তাহার এই নিরাশ্রয় অবস্থায় নিশি ছাড়া আর কে দেখিবে? কিন্তু সে যে নিরাশ্রয় এ কথা নিশি জানিবে কি করিয়া; এমন প্রশ্ন তাহার মনে উদয়ই হয় নাই।

সে সহজ ভাবে গাড়িতে উঠিয়া কোণ ঘেঁসিয়া বসিল এবং নিশির জন্য জায়গা ছাড়িয়া দিল। ইহাতে নিশি একেবারে বেয়াকুব বনিয়া গেল। তাহার অবস্থা দেখিয়া গৌরীও লজ্জিত হইয়া পড়িল, এবং seatএর মাঝামাঝি সরিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাব, নিশি দা?"

নিশি পরিষ্কার করিয়া কিছু বলিতে পারিল না।

"কেন তোমার—এঁ—আ—"

গৌরী বলিল, "না। আমার কোথাও যাবার জায়গা নেই।"

নিশি বিপদে পড়িল। এ ক্ষেত্রে তাহার কি করা উচিত? একবার যন্ত্রচালিতের ন্যায় পকেট হইতে মনিব্যাগ বাহির করিল, এবং তাহার ভিতর হইতে ছয়টা টাকা বাহির করিয়া গৌরীকে দিল, একটা কি বলিবার চেষ্টা করিল,—তারপর কি ভাবিয়া হঠাৎ দরজা খুলিয়া গাড়িতে চড়িয়া বসিল।

একজনকে ডুবিতে দেখিলে আর একজন জলে ঝাঁপাইয়া পড়ে তাহাকে উদ্ধার করিবার জন্য। যে সাঁতার জানে না, সেও ঝাঁপাইয়া পড়ে, এমন ঘটনা প্রায় শোনা যায়। ধর্ম্ম-প্রচারকেরা বলেন, মানুষের মনে এই প্রবৃত্তি দিয়াছে ধর্ম্ম। হইতে পারে, বিশ্বচরাচরে এমন মহাপুরুষ কেহ আছেন যিনি ধর্ম্মপ্রণোদিত হইয়া আর্ত্তত্রাণ করেন,—স্বর্গের আশায়, ভাল অপ্সরার পাশে বসিবার লোভে, বা পরমেশ্বরের সাক্ষাৎকার কামনায় পরের দুঃখ দূর করিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাধারণ লোকে যে অনেক সময়ে নিজেদের বিপন্ন করিয়া পরকে বাঁচাইতে যায়, সে শুধু পরের দুঃখে তাহাদের প্রাণ কাঁদে বলিয়া, তাহারা নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতে পারে না বলিয়া। স্বার্থপরতার ন্যায় পরার্থপরতাও মানুষের স্বভাব। অণুপরমাণুর মধ্যে আকর্ষণ-বিকর্ষণের ন্যায় এই দুইটী প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে কাজ করিতেছে। স্বার্থে নিতান্ত আঘাত না পড়িলে, এমন কি অনেক সময়ে স্বার্থকে ব্যাহত করিয়া, সে আর্ত্তত্রাণ করিতে ছুটিবেই। সাধারণ লোকের এই প্রবৃত্তিকে একমাত্র ধর্ম্ম ছাড়া আর কিছুতেই নষ্ট করিতে পারে না। পাড়ায় আগুন লাগিয়াছে, এমন সময় যদি দেখি একজন ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন, বাছিয়া বাছিয়া শুধু হিন্দু বা মুসলমানের ঘর বাঁচাইবার জন্য,—তবে বুঝিতে পারি ইনি সহজ লোক নন্! ইনি ধার্ম্মিক।

নিশির ত ধর্ম্ম নাই। তাহাকে ঠেকাইবে কে? সে যেমনই

দেখিল গৌরী নিরলম্ব, পতনোন্মুখ, অমনি ছুটিয়া গিয়া ঘাড় পাতিয়া তাহাকে গ্রহণ করিল। ইহাতে তাহার নিজের ঘাড় ভাঙ্গিবে, কি হাড় ভাঙ্গিবে, ভাবিবার সময় পাইল না। পতিতাকে কাঁধে লইবার পর তাহার চিন্তা হইল, ইহাকে লইয়া এখন সে কি করিবে? কোথায় যাইবে? দেখিল, কোথাও যাওয়া যায় না। পতিতা বলিয়া যাহাকে নিজের বাড়ীতে লইয়া যাইতে সাহস করিতেছে না, তাহাকে পরের ঘাড়ে চাপাইবে কি বলিয়া? না,—অস্পৃশ্যকে যদি স্থান দিতে হয়, নিজের ঘরেই দিতে হইবে।

গৌরীকে সঙ্গে করিয়া নিশি নিজের বাড়ীতে আসিয়া পৌছিল, Tartaric acid solutionএ Soda Bicarbonateএর মত। অমনি সংসার ফোঁস্ করিয়া উঠিল, এবং তার আগাগোড়া তোলপাড় হইতে লাগিল। জগত্তারিণী দূর দূর করিয়া গৌরীকে বিদায় করিলেন। তাহাকে অন্দর মহলে ঢুকিতেই দিলেন না। গৌরীর আগমনে জগত্তারিণী প্রীত হইবেন না, নিশি জানিত। কিন্তু তিনি যে এতটা হিংস্র হইবেন তাহা সে কল্পনা করিতে পারে নাই। হাজার হউক, গৌরীর কাছে তিনি যে পাইয়াছেন অনেক। গৌরীও নিজকে অস্পৃশ্য বলিয়া প্রচার করিত বটে। কিন্তু এই অস্পৃশ্যতার প্রকৃত অর্থ যে কি তাহা এতদিন বুঝে নাই, আজ বুঝিল।

নিশি ভাবিতে লাগিল, নারীর প্রতি নারী এত নির্দ্দয় কেন? পতিতাকে পুরুষ ক্ষমা করে, নারী করে না কেন? তাঁহাদের আদর্শ মহান্ বলিয়া? মিথ্যা কথা। তাঁহাদের কোন আদর্শ নাই বলিয়া। সমুদ্রকে লক্ষ্য করিয়া যে ছুটিয়াছে সে নদী নিজের পাবকতার বলে অতি মলিন জলধারাকেও প্রত্যাখ্যান করে না। আপনার ক্ষুদ্রতায় পরিসমাপ্ত কূপকেই চারিদিকের অপবিত্রতা বাঁচাইয়া চলিতে হয়।

নিশি ফিরিয়া যাইবে মনে করিতেছে, এমন সময়ে রামময় তাহাকে ডাকাইয়া পাঠাইয়া বলিলেন, "এ একটা কি কাণ্ড ক'রে বসেছ ?"

নিশি। গৌরীর কথা বল্‌চো ?

রাম। হাঁ। কাজটা কি ভাল হয়েছে ? একটা বারবনিতা—

নিশি। বারবনিতা কাকে বল্‌চো ? যে বারজনের মুঠো থেকে পালিয়ে এসে ভদ্রলোকের বাড়ীতে আশ্রয় নিতে চায় ?

রাম। আজ না হয় তাঁর শ্মশান-বৈরাগ্য হয়েছে—

নিশি। আমি তাই বল্‌চি, আজ ইনি বারবনিতা নন।

রাম। অমন ঘণ্টায় ঘণ্টায় মানুষ বদলায় না।

নিশি। বদ্‌লায় ত দেখি। আজ দালাল, কাল মাতাল, পরশু বৈরাগী।

রাম। যাক্, এ নিয়ে কথা কাটাকাটি করতে চাই না। আমি বল্‌চি তুমি এ স্ত্রীলোকটাকে বাড়ী ঢুক্‌তে দিও না।

নিশি। এ হুকুম সম্পূর্ণ পালন করবো। কেন না তোমার বাড়ী।

রাম। আমার বাড়ী ব'লে ? একটা দেখতে হয়. ত। এ স্ত্রীলোকটা পতিত,—সমাজ তাকে ত্যাগ করেছে !

নিশি। সমাজ যাকে ত্যাগ করেছে সে কত বড় নিরাশ্রয় একবার বুঝে দেখ।

রাম। কিন্তু এত নিরাশ্রয় হয়েছেন কেন ? ইনি কতগুলি ঘর ভেঙেছেন, কতগুলি লোকের বুকে রাবণের চিতা জালিয়েছেন, জান ?

নিশি। ঠিক জানি না। মনে করা যাক পঞ্চাশটা ঘর ভেঙেচেন ! সেই জন্য এমন ব্যবস্থা করতে হবে যাতে ইনি আরও পাঁচ শ' ঘর ভাঙতে পারেন ?

রাম। ওগো, অমন কথা আমরাও ঢের বলেছি।

নিশি। তাই আমরা আর বলবো না এমন ত হ'তে পারে না।

রাম। আমরা এতদিন ভুল ক'রে ঠকেছি।

নিশি। আমাকেও না হয় দু'দিন ঠক্‌তে দাও। যার কোথাও স্থান নেই, আমি ভুল ক'রেই না হয় তাকে স্থান দিলুম।

রাম। তুমি শুধু রাস্তার লোকের উপরই কর্ত্তব্য করতে যাচ্ছ। বাড়ীতে তোমার কর্ত্তব্য নেই? তোমার স্ত্রীর কথা কি ভেবেছ? তোমার মার প্রতি কি কর্ত্তব্য কর্‌চো?

নিশি। বাপের কথাটাও বাদ দিও না।

রাম। আমার নিজের মনে কি কষ্ট হচ্চে না? কিন্তু—

"তোমার মনেও তা হলে কষ্ট হয়? আশ্চর্য্য!" বলিয়া নিশি চলিয়া যাইতেছিল। রাম তাহাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি করবে ঠিক কর্‌লে?"

নিশি। যাই করি, তোমার বাড়িতে ওঁকে রাখবো না।

রাম। দেখ, বাড়াবাড়ি ক'রো না।

নিশি। না, বাড়াবাড়ি কর্‌বো না। যে টুকু না কল্লে নয়, সে টুকুই কর্‌বো!

নিশি আর দাঁড়াইল না।

নিজের বাড়ী ছাড়া আর একটী জায়গায় নিশির অবারিত দ্বার ছিল,—খুড়িমার বাড়ী। নিশি ভাবিল, তাহার পিতামাতা যেমন করিয়া গৌরীকে তাড়াইলেন, তাহার খুড়িমা কি তেমন করিয়া তাড়াইতে পারিবেন? খুব সম্ভব পারিবেন না। তবু গৌরীকে ভিতরে লইয়া যাইতে সাহস করিল না। তাহাকে গাড়ীতে বসাইয়া রাখিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার অনুতাপ হইতে লাগিল, সে ইতিপূর্ব্বে কেন খুড়িমার কাছে গৌরীর পরিচয় দেয় নাই।

নিশিকে দেখিয়া খুড়িমা প্রায় ছুটিয়া আসিয়া বলিলেন, "ওরে, শুনেছিস্? সরোজ ফিরে এসেছে।"

নিশি নিজের কথা পাড়িতে পারিল না। সে প্রতিভার স্বরে স্বর মিলাইয়া বলিল, "কি রকম?"

প্রতিভা। সে যে এখন এই বাড়ীতেই থাকে।

নিশি। তাই নাকি? তার বৌ মাছ খেতে আরম্ভ ক'রেছে?

প্রতি। মাছ খাবে কেন? যা খেতো তাই খায়।

নিশি। আলু আর পেঁয়াজ?

প্রতি। কেন আর কিছু খেতে নেই?

নিশি। শুধু আলু খেলে লোকে বলবে হিঁদু হ'য়ে গেছে। তাই পেঁয়াজ দিয়ে কোন রকমে জাত বাঁচাতে হয়।—যাক্ তোমবা মাছ খাওয়া ছেড়েছ না কি? তা হলে ব'লে দাও এ বাড়ীতে আসা বন্ধ করি।

প্রতি। আমাদের মাছ ছাড়তে হয় নি। তাদের রাঁধা খাওয়া আলাদা।

নিশি। তা বেশ হয়েছে। কল্‌কেতায় আলাদা বাসা ক'রে আলু-পেঁয়াজ খেতেই জিভ বেরিয়ে পড়ে। এক সঙ্গে থাকাই ভাল।

প্রতি। তুই বড় নিন্দুক হ'য়েছিস। কেন তার টাকার কিছু অভাব ছিল?

নিশি। টাকার অভাব নেই। তবে রাত্রিবেলা খেতে ব'সে দেখা গেল আলুভাতে নুন নেই। তখন চট্ ক'রে দোকানে যাওয়ার চেয়ে, মার কাছ থেকে চেয়ে আনা সুবিধের না?

প্রতি। হাঁ, সেও তোর নামে ভয়ানক অপবাদ দিচ্ছিল। বলছিল, তুই নাকি হাসপাতালের কোন একটা মেয়ের সঙ্গে—

নিশি। তা মিথ্যা কথা বলেনি। হাসপাতালের একটা মেয়ে রুগী আমাকে পেয়ে বসলো।

প্রতি। কি বলছিস তুই ?

নিশি। হাঁ খুড়িমা, সত্যি কথা। গাড়ীতে উঠে আমাকে ডেকে নিলে।

প্রতি। ভারি আবদার দেখি ! গালে ঠাস ক'রে দুটো চড় মার্‌তে পার্‌লি নি ?

নিশি। মারতে গিছলুম। দেখলুম দু' চোখ দিয়ে জল পড়চে চড়ের হাত পিছলে গেল।

প্রতি। ভারি বদ মেয়ে ওরা। ঐ রকম ক'রে লোকের মন ভেজায়।

নিশি। আমারও ত মন ভিজিয়ে ফেল্লে।

প্রতি। তারপর কি হল ?

নিশি। সঙ্গে ক'রে বাড়ীতে নিয়ে এলুম।

প্রতি। বাড়ীতে নিয়ে এলি ? বলিস কি রে ?

নিশি। কি করবো ? সরোজের মত ত আমার হাতে টাকা নেই যে একটা বাসা ভাড়া কর্‌বো ?

প্রতি। বাসা ভাড়া করবি কি বল্ ? তোদের আজকাল হচ্চে কি সব ?

নিশি। তা হলে কি করবো বল্ ?

প্রতি। তাড়িয়ে দিবি। আবার কি করবি ?

নিশি। তাড়িয়ে দিতে গেছলুম। সে বল্লে তার যাবার কোন জায়গা নেই।

প্রতি। জায়গা নেই ! নেকী ! একেবারে মাটী ফুঁড়ে বেরিয়েছেন!

নিশি। বল্লে : বাড়ী থেকে পালিয়ে এসেছিল। তারপর যার সঙ্গে এসেছিল সে বোধহয় পালিয়েছে। এখন সে একেবারে একা। আজ সমস্ত পৃথিবীতে কোথাও তার মাথা রাখবার স্থান নেই, আর এই লক্ষ কোটী লোকের মধ্যে একজনকেও সে আপনার বলতে পারে না।

প্রতি। উঃ, তুই এমনি ক'রে বলিস্! তুই বড্ড বাড়িয়ে বলিস্।

নিশি। আমি সত্য কথাই বলিছি।

প্রতি। তোর বাপ মা আপত্তি করেন নি ?

নিশি। করেছেন বৈকি! তাড়িয়ে দিয়েছেন।

প্রতি। তা হলে এখন সে আছে কোথায় ?

নিশি। রাস্তায়।

প্রতি। রাস্তায় কি বল্‌?

নিশি। হাঁ রাস্তায়। তোমারই দোরগোড়ায়।

প্রতি। তা বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছিস কেন? তুইও ত কম নিষ্ঠুর নয় দেখি!

আনন্দস্রোতে নিশির বুক ভরিয়া গেল। সে হাসিল। কে জানে কোন্ কৃপণ বিশ্বকর্ম্মার সৃষ্টি মানুষের এই দেহযন্ত্র! নিশির বুকজোড়া হাসি আজ যন্ত্রের দোষে একেবারে বুকফাটা কান্নার মত দেখাইল।

১৪

গৌরী আশ্রয় পাইল। গৌরব পাইল না। ইহাকে গৌরব দিতে পারে এত গৌরব খুব কম সমাজেরই আছে। ভূপতি বা

প্রতিভার স্নেহে কোন কার্পণ্য ছিল না। বরং প্রতিভার দিক হইতে আদর যত্নের অতিবৃষ্টিই ছিল। কিন্তু দাসদাসীদের কাণাকাণি বন্ধ করিবে কে? অগৌরব সহ্য করা গৌরীর অভ্যাস আছে। কিন্তু ঘরের মধ্যে যে অশান্তি হইতে লাগিল, তাহাকে লইয়া সরোজ ও তাহার স্ত্রী যে মনোমালিন্যের সৃষ্টি করিল, ইহা মরুভূমির তপ্ত বালুর মত তাহাকে দগ্ধ করিতে লাগিল। অথচ দিগ্‌দিগন্তে কোথাও পলাইবার পথ নাই।

একদিন সরোজের স্ত্রী তাহার সমক্ষেই তাহার সম্বন্ধে আলোচনা আরম্ভ করিলেন। ভূপতিকে বলিলেন, "বাবা, আপনাকে একটা কথা বলতে এসেছিলুম।"

ভূপতি। বল।

সরোজের স্ত্রী গৌরীকে নির্দ্দেশ করিয়া বলিলেন, "এঁর সম্বন্ধেই। আপনি কি এঁকে বাড়ীতে রাখাই ঠিক করলেন?"

গৌরীকে বাহিরে যাইতে ইঙ্গিত করিয়া ভূপতি বলিলেন, "হাঁ, আপাততঃ। যতদিন না আর কোথাও ঠিক হচ্চে।"

সরোজ স্ত্রী। একটা দুশ্চরিত্রা স্ত্রীলোককে—

ভূপতি। আমি দুশ্চরিত্র লোক ভালবাসি। নিজে দুশ্চরিত্র কিনা।

সরোজ স্ত্রী। নিজে আপনি কি, তা আমি জানি না। তবে আমাদের দিকটা ত একটু দেখতে হয়।

ভূপতি। কৈ, তোমাদের সঙ্গে ত ওর কোন সম্পর্ক নেই।

সরোজ-স্ত্রী। বাড়ীর মধ্যে একটা কুদৃষ্টান্ত ত।

ভূপতি। কুদৃষ্টান্ত? ওকে দেখে তোমার ঐ রকম হতে ইচ্ছে হচ্চে?

সরোজ স্ত্রী। ধিক্, আর কি! ও রকম হওয়ার চেয়ে মৃত্যু ভাল।

ভূপতি। তা হলে দৃষ্টান্তটা সু বলতে হবে। ও তোমার মনের সৎপ্রবৃত্তি বেশী ক'রে জাগিয়ে দিচ্চে।

সরোজ স্ত্রী। আপনি যা ইচ্ছে হয় ব্যাখ্যা কর্‌তে পারেন। আমি শুধু বলতে এলুম আমি এ কুসংসর্গে থাক্‌বো না।

ভূপতি। ওর সঙ্গে বেশী মেশামেশি কর্‌চো না কি? নাই বা কল্লে।

সরোজ স্ত্রী। মেশামেশি নয়। যে বাড়ীতে উনি থাক্‌বেন, সেখানে আমরা থাক্‌বো না এই মাত্র।

ভূপতি। কি করি বল। আমি যা তাই যদি থাকি ত তোমরা ঘরে টিঁক্‌তে পারবে না, অথচ ফরমাস মত নিজেকে বদলাই কি ক'রে বল?

সরোজ স্ত্রী। আচ্ছা, তবে আপনি যা ভাল বোঝেন করুন; আমরা যা ভাল বুঝবো, কর্‌বো।

ভূপতি। এর চেয়ে ভাল কথা আর কিছু হতে পারে না।

সরোজ ইতিমধ্যে আসিয়া পৌছিয়াছিল। সে বলিল, "শেষকালে কিন্তু আমাদের দোষ দেবেন না।"

ভূপতি একবার তাহার দিকে চাহিলেন। নূতন fossil-এর দিকে zoologist যেমন করিয়া চাহিয়া থাকে, তেমনি করিয়া কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিলেন Fossil-টীর মনে হইল সে মাটীর নীচে থাকিলেই ভাল করিত

১৫

নিশি দেখিল, সে গৌরীকে বাঁচাইতে গিয়া ভূপতিকে ডুবাইতে বসিয়াছে। তাঁহাকে সংসারের নানা গোলযোগের আবর্ত্তে টানিয়া আনিতেছে। আশ্চর্য্য! গৌরী কি কোথাও খাপ খাইবে না? এত বড় দেশের মধ্যে এই ছোট মানুষটীর দাঁড়াইবার স্থান কি কোথাও নাই? নিশি হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, সকল সমাজের লোকের সহিত গৌরী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এটুকু বুঝিয়াছে যে, সে যদি আজ মুখে বলে,—বিশ্বাস করিতে হইবে না,—কেবল যদি মুখে বলে যে, খ্রীষ্ট বা মহম্মদ তাহাকে উদ্ধার করিতে পারেন, আর কেহ পারেন না, তবে হাজার হাজার লোক পাওয়া যাইবে যাহারা ছুটিয়া আসিয়া ইহাকে কোলে তুলিয়া লইবে। কিন্তু সে মানুষ, বিপদে পড়িয়াছে,—কেবলমাত্র এই কারণে কেহ তাহাকে আশ্রয় দিবে না। সে যদি আজ দেহ বিক্রয় করিতে প্রস্তুত হয়, ত ক্রয় করিবার লোকের অভাব হইবে না। সমাজের শিরোমণিরাও তখন দলে দলে আসিবেন, টং করিয়া টাকা ফেলিবেন আর ইহার গা ঘেঁসিয়া বসিয়া যাইবেন; ইহাকে মাথায় করিয়া লইয়া গিয়া শ্রাদ্ধসভার বুকের উপর নাচাইবেন; ইহার রাধা ভাত ও সাজা পান সমান নিরুদ্বেগে উদরসাৎ করিবেন। কিন্তু এ যে দেহটাকে অস্পৃষ্ট রাখিতে চাহিতেছে! ভোগ্য বস্তুর এ স্পর্দ্ধা সমাজ সহ্য করিবে কেন? Bird of Paradise নীড় ছাড়িয়া একবার যখন আকাশে উড়িয়াছে, তখন সে উড়িতেই থাকুক। বিশ্বজনের লোলুপ-লোচনের সমক্ষে আপনার দেহটাকে দিবানিশি উন্মুক্ত করিয়াই রাখুক। তাহার পা দুটা কাটিয়া দাও! আর যেন না নিজের পায়ে দাঁড়াইতে

পারে, আর যেন না লতাপাতার ছায়ার কোলে ডানা গুটাইয়া ফিরিতে পারে।—চমৎকার ব্যবস্থা।

নিশি তাহার সমস্যা লইয়া শ্যামবাবুর কাছে উপস্থিত হইল। শ্যামবাবু সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, "তুমি সমাজের মাথাদের কাছে মিছামিছি ঘুরে বেড়িয়েছ। আমার কাছে একবার আসনি ত।"

নিশি। আপনি কোন সমাজের মাথা নন ব'লেই আসিনি। আপনি যে সকল সমাজের বাইরে।

শ্যাম। আমরা যে সমাজের পা। দেহের ভেতর ঢুকে থাকি না ব'লেই একটু নড়্‌তে চড়্‌তে পারি। আমরা এগিয়ে যাই। সমাজ নানা আপত্তি কর্‌তে কর্‌তে আমাদের পাছু পাছু চলতে থাকে। পাঁচ জায়গায় না ঘুরে তুমি আমার বাড়ীতেই এঁকে রাখ্‌তে পার।

নিশি। আপনার বাড়ীতে কোন স্ত্রীলোক নেই—

শ্যাম। সেই জন্য পরস্ত্রীকে রাখা যাবে না। নিজের স্ত্রীকে রাখা যাবে।

নিশি স্তম্ভিত হইল। বলিল, "আপনি কি এঁকে বিবাহ করবেন?"

শ্যাম। করতে দোষ কি?

নিশি। আমি জান্‌তুম, বিবাহ করা আপনার principleএর বাইরে।

শ্যাম। কি ক'রে জান্‌লে? Principle অচল থাকে, শুধু জড়ের। পাথরের ঢিপি আঘাত কর্‌লেই প্রতিঘাত করে, এ principle-এর নড়চড় নেই। কিন্তু একটা জ্যান্ত মানুষের গালে চড় মার্‌লে সে ফিরে চড় মার্‌তে পারে, দাঁড়িয়ে কাঁদতে পারে, পালাতে পারে, আর এক গাল এগিয়ে দিতে পারে, ভাই ব'লে কোলে টেনে নিতে পারে।

নিশি। কিন্তু—

শ্যাম। আমি বুড়ো হয়ে গেছি বলচো? ইনি ভদ্রভাবে জীবন কাটাতে চান। সে জীবন আমি দিতে পার্‌বো। এতেই তাঁর সন্তুষ্ট হওয়া উচিত। আমার মাথায় ক'গাছা কালো চুল আছে এ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক। আমিও জান্‌তে চাইব না তিনি ছোলার ডালে কতখানি গুড় দেন।

তখন act ও আইন পাশ হইয়াছে। এই আইন অনুসারে শ্যামাচরণ গৌরীকে বিবাহ করিলেন। সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা বলিলেন, 'ধিক্‌, ধিক্‌!' দুঃখের বিষয়, শ্যামাচরণ দমিলেন না। ধিক্কারের দুর্গন্ধসার তাঁহার মনকে বসোরা গোলাপের মত ফুটাইয়া তুলিল।

১৬

টোলে বিদ্যাভ্যাস করা শশীর ধাতে সহিল না। তাহার মনে হইল সে যেন মিষ্টান্ন মনে করিয়া খানিকটা গুড়ুক তামাক মুখে পুরিয়াছে। মিষ্ট রস কিছু পাইয়াছিল, সত্য। তবে ঐ মিষ্ট রসের সহিত মিশান যে বস্তুটী ছিল তাহা তাহার সমস্ত নাড়ীতে পাক দিতে লাগিল। তাহাকে বিশেষ করিয়া পড়িতে হইয়াছিল—স্মৃতি। "ডান হাতে খাইবে, কি বাঁ হাতে খাইবে"—ইহা লইয়া এতগুলা পণ্ডিত এতকাল ধরিয়া এত মাথা ঘামাইয়াছেন, কত হাজার হাজার শ্লোক লিখিয়াছেন, ইহাদের আবার ভাষ্য, টীকা-টিপ্পনীর অন্ত নাই;—এ সমস্ত শশীর কাছে অত্যন্ত হাস্যকর মনে হইত। এই হাস্যকর সাজ-সরঞ্জামের পশ্চাতে প্রাচীন হিন্দু সমাজের যে একটী শ্রদ্ধেয় চিত্র শোভাযাত্রার বরের মত লুকাইয়া বসিয়াছিলেন, তাঁহার দিকে শশীর

নজরে পড়ে নাই। কাব্যের দিকেও সে বিশেষ আনন্দ পাইল না। তাহার মনে হইল সেকালের কবিরা মনোজ্ঞ ভাষা ও ভাবসম্পদের অজস্র অপব্যয় করিয়াছেন তুচ্ছ কাজে। ইহারা microscopeএর lens গাঁথিয়া পুতুলের হার গড়াইয়াছেন। ইহাদেব ভাষা বক্তব্যের বাহন না হইয়া অনেক সময় বক্তব্যের ঘাড়ে চাপিয়া বসিয়াছে, চার পা তুলিয়া। সংস্কৃত অলঙ্কার-শাস্ত্র হইতে শশীর এ জ্ঞান হইয়াছিল যে, সেকালকাব পণ্ডিতেরা বসবোধে কাহারও অপেক্ষা কম ছিলেন না। এ রসবোধ তাঁহাদেব আসিল কোথা হইতে? টোলেব বিচাবে ত বাল্মীকি অপেক্ষা ভবভূতির এবং কালিদাসেব অপেক্ষা মাঘেব কদর বেশী।

শিবধনের পাণ্ডিত্য যথেষ্ট থাকিলেও তিনি কাব্যবসিক ছিলেন না। কাব্য মাত্রকেই তিনি অপাঠ্য মনে কবিতেন। তিনি ভালবাসিতেন দর্শনশাস্ত্র। এবং এইটাই ভাল পড়াইতে পাবিতেন। কিন্তু শশীব কাছে দর্শনের নাম করাও নিষিদ্ধ। দর্শনের সুসংযত, সুসমঞ্জস ভাষায় অতি গুরু বিষয়ের আলোচনা কেমন অনুদ্‌ঘাত সুখে কবা যাইতে পারে, ইহা দেখিবাব সুযোগ যদি শশীব অদৃষ্টে না থাকে, ত শিবধন করিবেন কি? ময়রার খোলা হইতে শিঙাড়া কচুরির বদলে যদি কেহ ময়লা কাপড় সিদ্ধ করিয়া লইতে চায় ত লোকসান তাহাবই।

টোলের ছাত্রদিগকে শশী কুসংসর্গ মনে কবিত। এতগুলি শিক্ষিতাভিমানী অশিক্ষিত লোকেব একত্র সমাবেশ সে পূর্ব্বে আব কোথাও দেখে নাই। ইহারা এত অল্পে সন্তুষ্ট! "ত্রিশ বৎসব কেবল ব্যাকরণ পড়িয়াছি" বলিয়া গর্ব্বে ফাটিয়া পড়েন! ইহারা শাস্ত্র হইতে জ্ঞান সংগ্রহ করেন, কেবল সংগ্রহের জন্য। এ জ্ঞান তাঁহাদের রক্ত-মাংসে পরিণত হয় না, কেবল অবিকৃত অবস্থায় মাথার মধ্যে জমিতে

থাকে, ও মাথাকে খুব ফুলাইয়া তুলে। তর্ক করিবার সময় মনে হয়, ইঁহারা নিজের নিজের বিদ্যার থলি ঝাড়িয়া শ্লোকের আরসুলা বাহির করিতে থাকেন।—যাঁহার থলিতে যত বেশী আরসুলা, তাঁহার তত জিৎ। বর্ত্তমান জগৎ সম্বন্ধে ইঁহারা একেবারে অনভিজ্ঞ। এবং এই অনভিজ্ঞতাকে বিদ্যালাভের অঙ্গ মনে করেন। স্বদেশ, সমাজ, ইত্যাদি সম্বন্ধে ইঁহাদের ধারণা সংকীর্ণ; চিন্তা সুষুপ্ত, আলোচনা একঘেয়ে। ইঁহাদের আলাপের একটা প্রধান উপকরণ আদিরস। এ বিষয়ে ছাত্রদের মধ্যে বিশেষ রকমফের নাই। তাঁহারা সকলেই এ রসে রসিক বলিয়া পরিচিত হইতে চান, এবং এ রসের চর্চ্চাকে সংস্কৃতজ্ঞের একটা বিশেষ privilege বলিয়া মনে করেন। এইখানে শশী কিছুতেই ছাত্রদের সহিত যোগ দিতে পারিত না। 'স্ত্রী ভোগের বস্তু'—একথা মুখস্থ করিবার মত শিক্ষা বা ভাবিবার মত বয়স তাহার নয়। আদিরস তাহার কাছে ন্যক্কারজনক। এই রস আবার যখন গৌরী, নিশি ও শ্যামাচরণের চারিপাশে মিছরির কুঁদোর মত দানা বাঁধিল, এবং এই কুঁদো তাহার মুখের মধ্যে ঠেলিয়া দিবার চেষ্টা হইল তখন সে অত্যন্ত পীড়া বোধ করিল। গৌরীকে সে আজিও ক্ষমা করে নাই। তাহার সহিত দেখা পর্য্যন্ত করে নাই। কিন্তু তাহার উপর অশ্রদ্ধা অপেক্ষা অভিমানই শশীর বেশী ছিল। গৌরীর কথা লইয়া এই ছেলেগুলা শকুনির মত ছেঁড়াছেঁড়ি করিবে ইহা তাহার সহ্য হইত না। অথচ গৌরীর হইয়া লড়াই করিতেও তাহার লজ্জাবোধ হইত। গৌরী সম্বন্ধে তাহার কাছে অনেক প্রশ্ন করা হইয়াছিল। সে সকল প্রশ্নের ঐক উত্তর দিয়াছিল, "জানি না।"

ছাত্রেরা বলিল, "কিচ্ছু জানেন না! কি সাধুরে!"

ছাত্রদের রসনা শুধু গৌরীতেই ক্ষান্ত হইল না। টোলের নিকটে,

রাস্তার উপরে একদিন নীলিমার সহিত শশীকে আলাপ করিতে দেখিয়া কয়েকজন ছাত্র বলিয়া উঠিল, "সাধুভায়ার এবার মুক্তি হবে দেখ্‌চি। 'মদিরাক্ষী-নীবিমোক্ষো হি মোক্ষঃ।' "

নীলিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "ওঁরা কি বল্লেন?"

শশী। ও—আপনি কিছু মনে কর্‌বেন না।

নীলিমা। আমাকে লক্ষ্য ক'রেই কি বল্লেন? ঐ যে সংস্কৃতে কি বল্লেন, ওর মানে কি?

শশী। ওর মানে,—ওর মানে—আমি আপনাকে বলতে পার্‌বো না।

নীলিমা। আপনি মানে জানেন?

শশী ঘাড় নাড়িয়া জানাইল, "হাঁ।"

নীলিমা। আপনারা ভদ্রলোক, শিক্ষা পাচ্চেন, আচার্য্যের কাছে ধর্ম্মশিক্ষা পাচ্চেন,—তার কি এই পরিণাম? আমি আপনাদের মত একজন ভদ্রলোকের মেয়ে, আপনাদের মত একজনের বোন,—আমার সম্বন্ধে এমন সংস্কৃত বল্লেন যার মানে মুখে আন্‌তে পারেন না? আপনার ধর্ম্ম আপনাদের এই শিখিয়েছে? অথচ আমারই মত অসহায়া একজন ইংরেজ মহিলা যদি একদল মাতাল গোরার মধ্যে গিয়ে পড়তো, ত মাতালগুলো তাদের কথা বন্ধ ক'রে সংযত হয়ে বস্‌তো।

শশী। ওরা বড় জাত।

নীলিমা। এ জাতকে বড় করেছে কে? তার ধর্ম্ম করেনি ত কে করেছে?

শশী। ধর্ম্মই বলুন, আর অধর্ম্মই বলুন,—এ কথা আমাকে স্বীকার কর্‌তে হবে যে নারীর প্রতি সম্মান দেখান আমাদের অভ্যাস নয়।

নীলিমা। অথচ এই নারী আপনার মা, আপনার স্ত্রী, আপনার

সন্তানের মা। সমস্ত মাতৃজাতির প্রতি অসম্মান কর্‌তে শিখিয়েছে যে ধর্ম্ম, সে আপনাকে বড় হতে দেবে কখনো ?

নীলিমা চলিয়া যাইতেছিলেন। শশী অগ্রসর হইয়া বলিল, "আপনি বল্লেন, 'ইংরেজ নারীর সম্মান রক্ষা করে।' আপনি কি বলতে চান আমাদের দেশের কোন মেয়ে একটা গোরার সাম্‌নে নির্ভয়ে যেতে পারে ?"

নীলিমা। আমাদের কথা ছেড়ে দিন। আমাদের চামড়া কালো। আমাদের ত ওরা মানুষ মনে করে না।

শশী। Christianity এ শিক্ষাও ত দিয়েছে।

নীলিমা। Christianity এই শিক্ষা দিয়েছে ! না, যারা Christ-এর বার্ত্তা শোনে নি তারাই এই রকম ব্যবহার করে। যাঁরা প্রকৃত Christian তাঁরা আমাদের মানুষ মনে করেন না, বলতে চান ? মানুষ মনে না ক'রেই, সমস্ত সুখ ঐশ্বর্য্য ত্যাগ ক'রে, এই দুর্ভিক্ষ-মহামারীর দেশে এসে, আমাদের এই অধঃপতিত জাতিকে একটু সভ্য, শিক্ষিত, উন্নত কর্‌বার জন্য প্রাণপাত ক'রে গেছেন ? দেশের মুখশ্রী যা একটু ফিরেছে দেখছেন, সে কার কল্যাণে ? কে ফিরিয়েছে ? কৃশ্চান পাদ্রী। আর কেউ নয়। আপনারা ত দেশের অর্দ্ধেক লোককে অস্পৃশ্য বলে ঠেলে রেখেছেন। অস্পৃশ্য ম্লেচ্ছ হাড়ি, ডোমকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে এদের মানুষ কর্‌বার চেষ্টা কচ্চেন কে জানেন ? কৃশ্চান পাদ্রী।

নীলিমা চলিয়া গেলেন। তিনি শশীর হৃদয়তন্ত্রীতে যে গুঞ্জন তুলিয়া গেলেন তাহা কিন্তু সহজে থামিতে চাহিল না। নীলিমার প্রতি ছাত্রদের আজিকার দুর্ব্যবহার সে কিছুতেই ভুলিতে পারিল না। টোলের উপর তাহার বিতৃষ্ণা জন্মিল। এবং, এই টোলের stomach

tube দিয়া তাহার মধ্যে যে হিতকর হিন্দুধর্ম্ম ঢুকাইবার চেষ্টা হইতেছিল, তাহার উপরেও সে হাড়ে চটিয়া গেল।

১৭

গৌরীকে তাড়াইয়াও তাড়ান যাইতেছে না। ইহাতে রামময় অত্যন্ত অসহিষ্ণু হইয়া উঠিলেন। আপদ শ্যামের ঘাড়ে গিয়া চাপিল। তিনি ভাবিলেন, 'বাঁচা গেল'। কিন্তু এখন দেখিতেছেন—নিশি পূর্ব্বের মতই শ্যামের কাছে যাতায়াত করিতেছে। দুএকবার তাহাকে বারণ করিয়াছিলেন। তাহাতেও কোন ফল হয় নাই। নিশির জন্য না হউক, লোকাচারের জন্য অন্ততঃ, তিনি নিশিকে নিবৃত্ত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন।

রামময় বলিলেন, "তুমি আবার শ্যামেব কাছে গিছ্‌লে, শুনলুম।"

নিশি। হ্যঁা, গিছ্‌লুম।

রাম। এটা ত আমার মোটেই ভাল লাগ্‌চে না।

নিশি। ভাল লাগবার ত কথা নয়, বাবা। তুমি বৃদ্ধ, আমি যুবা। তুমি ধার্ম্মিক, আমি নাস্তিক। আমাদের ভাল লাগা ত ঠিক একরকম হবে না।

রাম। দেখ, কথায় কথায় ও-রকম 'নাস্তিক', 'নাস্তিক' ব'লে বড়াই করো না। কর ত বল আমি বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাচ্চি।

নিশি। ঠিক ঐ কথা আমিও বলতে পারি। আমার কাছে যদি ধর্ম্মকথা বলতে আস ত, আমিও বাড়ী ছেড়ে চ'লে যাব।

রাম। না, তুমি যাবে কেন? যেতে হয় আমিই যাব। আমার

বয়স হয়েছে, আমারই যাবার সময়। আমাকে ত যেতেই হবে, আজ, না হয় কাল,—সমস্ত সংসার ছেড়ে।

নিশি। সে ত সকলকেই যেতে হবে। সে কথা এখন উঠচে কেন? দেখ, তোমাকে দেখে আমার কষ্ট হয়। তুমি এমন clear-headed মানুষ ছিলে, আর আজ তোমার এমন দুর্গতি হয়েছে যে কথায় কথায় argumentum ad Hominem!

রাম। তর্ক অনেক ক'রে দেখেছি। তর্কে কিছু মেলে না। সব শুষ্ক, নীরস।

নিশি। এইটা কি সত্য কথা হল? তোমার জীবন কি শুষ্ক, নীরস ছিল?

রাম। ছিল বৈ কি। বিপদের সময় চোখের জলে, কাছে গিয়ে দাঁড়াব এমন কেউ নেই, একি কম দুরবস্থার কথা?

নিশি। তা বেশ। আমার এখনও কোন অবলম্বনের দরকার হয়নি। আমার—

রাম। হয়েছে বৈ কি। তুমি হয় ত টের পাচ্চ না।

নিশি। আমার দুরবস্থা আমি টের পাচ্চি না। তুমি টের পাওয়াবার জন্য ব্যস্ত কেন?

রাম। তোমার ভালর জন্য।

নিশি। বেশ ত, তোমার কাছে ভাল জিনিষ কিছু থাকে বার কর। আমার পছন্দ হয় নোবো অখন। Thrust কর্‌তে যাও কেন?

রাম। Thrust কল্লুম আবার কবে?

নিশি। কচ্চই ত। আমাকে পৈতা পর্‌তে হবে, সন্ধ্যা কর্‌তে হবে, যে কাজ ভাল ব'লে মনে কর্‌বো সেইটী কর্‌তে পার্‌বো না,—

একি অত্যাচার! গাছকত স্বতো গলায় ঝুলিয়ে তুমি চরিতার্থ হও, আমি যদি না হই!

রাম। আচ্ছা বাপু, আমি ওসব কথা আর উত্থাপন করবো না। আমার একটা কথা রাখ।

নিশি। বল। কথা ত রেখেই আস্‌চি।

রাম। আমি শুধু বলতে চাই, যে এখন তুমি বিবাহিত,—এখন তোমার কোন রকম বেচাল হওয়া উচিত নয়।

নিশি। বেচাল যা কিছু, আগেই হওয়া উচিত ছিল?

রাম। যাক্—আমি বাড়াতে চাই না। আমার ইচ্ছা, তুমি শ্যামের বাড়ী আর না যাও।

নিশি। ভাল তোমার ইচ্ছা আমার জানা রইল।

রাম। শুধু জানা রইল?

নিশি। তোমার সকল ইচ্ছাই পূর্ণ হবে এমন আজগুবি প্রত্যাশা কর কেন?

রাম। আজ্‌গুবি প্রত্যাশা! ওখানে ঘন ঘন যাতায়াতের মধ্যে একটা কি কদর্য্যতা আছে তাও কি ব্যাখ্যা ক'রে বোঝাতে হবে?

নিশি। কদর্য্যতা! কি বলতে চাও তুমি?

রাম। আমি বলচি, ওদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ঘুচিয়ে দাও।

নিশি। এটা suggestion, না হুকুম? যদি suggestion হয় ত বুঝিয়ে দিচ্চি, suggestionটা অন্যায় হয়েছে। আর যদি হুকুম হয় ত অমান্য করবো।

রাম। অমান্য করবে? আমার একটা অনুরোধ রক্ষা করবে না?

নিশি। এ অসম্ভব অনুরোধ। রক্ষা করতে পারবো না।

এমন সময়ে শশী ঘরে ঢুকিয়া বলিল, "বাবা, আমি ক্রশ্চান হতে যাচ্ছি।"

রাম। ক্রশ্চান হতে যাচ্ছিস্ ‌কিরে?

নিশিও বলিয়া উঠিল, "ক্রশ্চান হবি, কি বল্?"

শশী। যে ধর্ম্ম মানুষকে মানুষের মত দেখ্‌তে শেখায় সেই ধর্ম্ম গ্রহণ কর্‌বো।

রাম। আর হিন্দু মানুষকে মানুষ বলে না? মানুষ কি,—আব্রহ্ম-স্তম্ব পর্য্যন্ত সর্ব্বত্র যে সে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে।

শশী। তা করে। আর মানুষের ছায়া মাড়ালে স্নান ক'রে শুদ্ধ হয়।

শশী চলিয়া যাইতেছিল। রামময় তাহাকে ফিরাইয়া বলিলেন, "যেয়ো না, শশি, যেয়ো না। অমন কর ত, তোমার সাম্‌নে আত্মহত্যা কর্‌বো।"

শশী। তুমি মিছে বক্‌চো। তোমার ধর্ম্মের কাছে আমাকে বলি দিতে চেয়েছিলে। আমার ধর্ম্মের কাছে তোমাকে বলি দিলুম।—

শশী দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

রাম। আ—হ্! তোদের জন্য আমার সমস্তটা উজাড় ক'রে দিই নি? সারা প্রাণ দিয়ে তোদের সেবা করিনি? আর আজ আমার শেষ সময়ে তোরা আমাকে এতবড় আঘাতটা দিলি!

নিশি হাত ধরিয়া রামময়কে বসাইয়া বলিল, "অমন কোরো না, বাবা। সংসারে মতভেদ ত থাক্‌বেই।"

রাম। মতভেদের জন্য এতখানি? তুই যখন পাঁচ মাসের, আর আমি পঁচিশ বছরের, তখন কি আমাদের মতের মিল ছিল? তখন তোর সঙ্গে, শিশু হয়ে, শিশুর মত কথা কই নি?

নিশি। হাঁ, বাবা! তুমি অনেক করেছ। তোমার এই দ্বিতীয় শৈশবে আমিও তোমার সঙ্গে শিশুর মত কথা কইব।

রামময় 'আঃ, বাবারে!' বলিয়া নিশিকে আলিঙ্গন করিলেন।

নিশি। তোমার শশী না থাক্, আমি আছি। আমি তোমার কথা শুন্‌বো।

রাম। তা হ'লে আর শ্যামের কাছে যাবি নি?

নিশি। না।

রাম। আঃ বাঁচলুম! এখন শশীকে নিয়ে কি করা যায়? কোথায় গেল সে?

শশী তখন অনেক দূরে গিয়াছে। তাহার আর কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। সন্ধান পাইলেও কোন লাভ হইত না। কারণ সে তখন স্বর্গপথের যাত্রী।

বৃদ্ধ পিতার কাতরতা দেখিয়া নিশি আজ একটা অসঙ্গত প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিল। এ প্রতিজ্ঞা কি সে পালন করিতে পারিবে? পালন করা কি উচিত? নিশি মনে মনে বলিল, তাহার পিতা কত দিনই বা বাঁচিবেন? এই কটা দিনের জন্য সে তাঁহার মনে একটু শান্তি দিতে পারিবে না? যদি না পারে ত সে কেমন সন্তান? কেমন মানুষ?

১৮

কৃশ্চান হইবার পর প্রায় ছ' সাত মাস হইল, শশী বাড়ীতে পদার্পণ করে নাই। কিন্তু খুড়িমার কাছে পূর্ব্বের মতই আসা যাওয়া করিত। শশীর খবর এখন প্রতিভা বা ভূপতির নিকট হইতে সংগ্রহ করিতে হইত

একদিন নিশি কথায় কথায় জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, শশী কিছু বলে ?"

ভূপতি। কিসের ?

নিশি। কৃশ্চান হতে গেল কেন ? হিন্দুধর্ম্মে অনাস্থা হল, অমনি বিশ্বাস হল মেরীর গর্ভে ঈশ্বরের এক পুত্র জন্মালেন এবং তিনি জলের ওপর দিয়ে হাঁটতে লাগ্‌লেন। Psychologyটা বুঝতে পার্‌চি না।

ভূপতি। Psychology বুঝতে পারনি ? ঐ নগেন বিশ্বাসের ছোট মেয়েটাকে দেখেছ ?

নিশি। দেখিছি বৈ কি।

ভূপতি। হুম্‌ ! Don't you think the argument is convincing ?

নিশি। ওঁকে বিয়ে কর্‌বে নাকি শশী ? উনি যে অনেক বড়।

ভূপতি। বিয়ে কর্‌তে যাবে কেন ? ঐ মেয়ে এসে যদি বোঝায় যে Christian হলে জাত বড় হয়, তাই ইংরেজ, জার্ম্মাণ বড় হয়েছে, তা হলে বুঝতে বাকী থাকে ? তুমি প্রমাণ কর্‌তে চাও ইংরেজ, জার্ম্মাণ বড় হয়েছে পরের পকেট মেরে ? Well, send a handsomer girl to prove it.

নিশি। ও কি এখন Christianityতে বিশ্বাস করে ?

ভূপতি। Religious dogmaয় সত্যি কেউ বিশ্বাস করে না কি ? ও ত profess কর্‌বার জিনিষ। বিশ্বাস করবার জিনিস ত নয়।

নিশি। আমি দেখ্‌চি, ইংরেজির আঁচ পেলেই পুরুষগুলা কৃশ্চান হতে চায়, আর মুসলমান ছুঁয়ে দিলেই মেয়েরা মুসলমান হয়ে যায় !

এরা কেউ আর ফিরে হিঁদু হতে পারে না। এই রকম ক'রে এক সময়ে কি ভারতবর্ষে বাকী থাকবে শুধু পাচক আর পাউরুটিওয়ালা?

ভূপতি। ভারতবর্ষ বলতে তুমি টিকিওয়ালার ভারতবর্ষ মনে কচ্চ কেন?

নিশি। ভারতবর্ষ আসলে টিকিওয়ালারই দেশ।

ভূপতি। টিকিওয়ালার দেশ নয়। এদের আগেও অন্য জাত ছিল। ভারতবর্ষ তোমারও নয়, আমারও নয়,—যে এখানে বাস করবে তার।

নিশি। আমার কষ্ট হয় যে, এই লোকগুলো কৃশ্চান বা মুসলমান হয়েই তুর্কী আর প্যালেষ্টাইনের জন্য হাহাকার জুড়ে দেবে, আর নিজেদের tradition ভুলে যাবে।

ভূপতি। Tradition ভোলা যায় না। Tradition বলতে যদি মানবজাতির tradition বোঝ, তবে দেখ্‌বে তার এক কণাও নষ্ট হয় না।

নিশি। কৃশ্চান হতে গেল!

ভূপতি। ধর্ম্মে বিশ্বাস ক'রে আত্মার অবমাননাই যদি কল্লে, ত হিন্দু, জৈন, ব্রাহ্ম, কৃশ্চান যে কোন ধর্ম্ম গ্রহণ করতে পার,—doesn't matter.

নিশি। অন্য ধর্ম্মগুলো তবু একটু liberal. বলে না যে তাদের দিক দিয়ে না গেলে একেবারে অনন্ত নরক!

ভূপতি। ও বলাবলিতে কিছু এসে যায় না। Religion হচ্চে নিতান্ত বাহিরের জিনিষ,—a sort of a war paint. ওতে রূপ বদলায়, মন বদলায় না। মানুষ বর্ব্বর অবস্থায় এটাকে ব্যবহার করে, সভ্য হলে ছেড়ে দেয়।

নিশি। War paintই যদি হয় ত সে paintএ lead আছে। ছদিন ব্যবহার কর্‌লে হাতে পায়ে পক্ষাঘাত হয়।

ভূপতি। আমার তা মনে হয় না। ধর্ম্ম মানুষকে গড়ে না, মানুষ ধর্ম্মকে গড়ে! Christianity Christকে তৈরী করে নি; Christ Christianityকে তৈরী করেছেন। Man is just too big for his religion. হাঁ,—তোমার বাবার urineটা পরীক্ষা ক'রে দেখেছ, sugar আছে কি না?

নিশি। না দেখিনি। তবে আপনার কথায় মনে হল হয়ত Diabetes আছে। যে রকম শীগ্‌গির বুড়ো হয়ে যাচ্ছেন।

ভূপতি। ঐ রকম একটা কিছু না থাক্‌লে ভূতপ্রেতে বিশ্বাস হবে কেন?

ভূপতিকে পাঠে মনোনিবেশ করিতে দেখিয়া নিশি উঠিয়া গেল। প্রতিভার সহিত দেখা হইতেই তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁরে গৌরী কেমন আছে?"

নিশি। বলতে পারি না। আমি আর তাঁদের বাড়ী যাই না।

প্রতিভা। তাঁদের বাড়ী যাস্ না?

নিশি। না। বাবা বারণ ক'রে দিয়েছেন। আমিও—

প্রতিভা। তা, ভাল কাজই করেছিস।

নিশি। ভাল কাজ করিছি! তুমি কি বল তাঁর সমস্ত অন্যায় হুকুম আমাকে শুন্‌তে হবে?

প্রতিভা। তা কি কেউ শোনে? তুইই কি শুনেছিলি যখন ঐ মেয়েটিকে রাস্তায় ছেড়ে দিতে বলেছিলেন?

নিশি। সত্যই ত! তখন ত অত বাধ্য ছিলুম না।

প্রতিভা। ঐ রকমই হয়।

নিশি। তুমি বলচো, ওঁদের বাড়ীতে না যাওয়াতে আমার কিছু স্বার্থ আছে ব'লে পিতৃআজ্ঞা পালন করেছি ?

প্রতিভা। ছি ছি! সে কি কথা! ওখানে না গেলেও তোর চলে, এই কথাই বলেছি।

নিশি। না খুড়িমা, ওখানে না যাওয়ায় আমাব সত্যই স্বার্থ আছে। তুমি জান না, এক সময়ে আমিই ওঁকে বিয়ে করতে চেয়েছিলুম—

প্রতিভা। তোর বৌ দেখালি নি ত। কতদিন মনে করি যাব, একবার দেখে আসব। তা, তুইও ত নিয়ে যাস্‌নি কখনো।

নিশি। দেখাবার মত নয় ব'লেই দেখাই নি। সৎ ব্রাহ্মণেব মেয়ে, পুণ্যিপুকুর, যমপুকুর কত কি করেছেন।

প্রতিভা। ব্রত করেছে, এই হল তার দোষ ?

নিশি। সে কি কথা ? ঐ হল তাঁব একমাত্র গুণ।—তা যাক্—তুমি কথাটা চাপা দিলে। যা বল্‌তে গেলুম, শেষ করতে দিলে না।

প্রতিভা। সব কথা শেষ করতে নেই।

নিশি কিছুক্ষণ প্রতিভার মুখের দিকে চাহিয়া চাহিয়া বলিল, "খুড়িমা, আজ তোমাকে একটা প্রণাম করি।" তারপর পদধূলি লইয়া বলিল, "পায়ের ধূলো নিলুম আশীর্ব্বাদ কল্লে না ?"

প্রতিভা নিশিব মুখে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিলেন, "কবিছি।"

নিশি। কি কল্লে বল।

প্রতিভা হাসিয়া বলিলেন, "তা বল্‌বো না।"

সত্যই তাহা বলিবার নহে। প্রতিভা আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন—নিশির স্ত্রী যেন তাহাকে সুখী করে। মুখে প্রকাশ কবিলে এ কথা যে ঠাট্টার মত শুনাইবে।

৩৯

আজ প্রতিভাসুন্দরীর আসিবার কথা আছে। তিনি চারুশীলার সহিত দেখা করিতে আসিবেন। নিশি নিজের পরিবারকে বরাবর খুড়িমার কাছ হইতে দূরে রাখিবার চেষ্টা করিত। এবার কিন্তু তিনি নিজে আসিবার জন্য এত জিদ করিলেন যে নিশি বারণ করিতে পারিল না।

নিশির ভয় ছিল চারু হয়ত খুড়িমার সহিত অভদ্রতা করিবে। চারু যে খুব শক্ত লোক এমন কথা বলিতেছি না। সে hair-spring-এর মত নরম,—সহজেই বাঁকিয়া যায়, এবং বাঁকিলে আর সোজা হয় না। নিশি তাই পূর্ব্ব হইতে তাহাকে প্রস্তুত করিয়া রাখিবার চেষ্টা করিল। পাশে বসাইয়া, পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল, "আমি বল্‌তে ভুলে গিছ্‌লুম,—আজ খুড়িমা তোমাকে দেখতে আস্‌বেন।"

চারু। আমার সঙ্গে কাউকে দেখা কর্‌তে হবে না।

নিশি। সে কি! তুমি জান না, খুড়িমা আমার কতখানি।

চারু। তা আমি কি কর্‌বো? আমি দেখা কর্‌তে পারবো না।

নিশি। আমি যাঁকে অত্যন্ত আপনার মনে করি, তাঁকে তুমি অপমান ক'রে তাড়িয়ে দেবে?

চারু। তা তিনি যদি অপমান হন!

নিশি। তবু দেখা কর্‌বে না?

চারু। আমি দেখা টেখা কর্‌তে পার্‌বো না। তোমার খুড়ির সঙ্গে তোমার খুব বনে, আমার বনে না।

নিশি। আগে থাক্‌তেই বনে না?—দেখ, আমি যে যে জিনিষ

ভালবাসি, ঠিক সেই সেই জিনিষে তোমার অরুচি। অথচ আমাদের একসঙ্গে থাক্‌তে হবে,—বরাবর!

"কে তোমায় থাক্‌তে বল্‌চে?" বলিয়া চারু কান্না জুড়িয়া দিল।

নিশি তাহার দুই হাত ধরিয়া কাতরভাবে বলিল, "অমন কোরো না, অমন কোরো না।—ঐ বুঝি তাঁর গাড়ী এলো। তাঁকে অপমান কোরো না।—আমাকে একটু সুখী কর।" চারুশীলা হাত ছাডাইয়া চলিয়া গেল।

প্রতিভা আসিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "কৈরে, তোর বৌ কোথায়?"

নিশি। এই যে কোথায় গেল। আচ্ছা, আমি ডেকে আন্‌চি।

নিশি অনেক সাধ্যসাধনা করিল কিন্তু চারুর মন ভিজিল না। শেষে সেও অসহিষ্ণু হইয়া উঠিল, এবং তাহার হাত ধরিয়া টানিয়া আনিবার চেষ্টা করিল। চারু ইহাতেও বশ মানিল না। হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিয়া, চীৎকার করিল, "আমি যাব না, যাব না, যাব না। তুমি আমায় টেনে নিয়ে যাবে নাকি?" সবশুদ্ধ কাণ্ডটা খুব নোংরা হইয়া উঠিল।

নিশি লজ্জিতমুখে ফিরিয়া আসিতেই প্রতিভা বলিলেন, "আচ্ছা, আমিই গিয়ে দেখা কর্‌চি।"

নিশি। যেয়ো না, খুড়িমা। সে তোমাকে অপমান কর্‌বে।

প্রতিভা। তা করুক।

এই সময়ে জগত্তারিণীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল, "শ্বশুর শাশুড়ি চারিদিকে ঘুর্‌চে। এর মাঝখানে বো'য়ের হাত ধ'রে টানাটানি! এ সব কি হচ্চে সব? উনি বেম্ম বৌ নিয়ে ঘর করেন। ওঁর ও সব সইতে

পারে। আমাদের সইবে না। এ সব বেহায়াপনা এ বাড়ীতে চলবে না।”

প্রতিভাসুন্দরী অত্যন্ত অপ্রস্তুত হইলেন। একটু হাসিয়া বলিলেন, “আমি একটা অন্যায় ক’রে ফেলেছি। তোর মার কাছে আমার আসা উচিত ছিল।”

উচিত ছিল বটে। কিন্তু কথাটা তাঁহার মনেই পড়ে নাই। নিশি আর শশী ছাড়া এ বাড়ীতে আরও যে অনেক লোক আছেন সে কথা তাঁহার মনে উদয়ই হয় নাই।

নিশি বলিল, “আর বৌ দেখতে হবে না, খুড়িমা। তুমি চ’লে যাও।”

প্রতিভা। তোর মার সঙ্গে একবার দেখা করা উচিত।

নিশি। চ’লে যাওয়াই ভাল কিন্তু।

প্রতিভা। আচ্ছা, সে আমি বুঝবো অখন।

প্রতিভা ভিতরে প্রবেশ করিতেই নিশি ডাকিল, “খুড়িমা”।

খুড়িমা ফিরিয়া আসিলেন। “কি বল্‌ছিস্‌, বল্‌।”

“খুড়িমা” বলিয়া নিশি অনেকক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। শেষে বলিল, “আমার কিছু বলবার নেই।”

‘কিছু ব’লে কাজ নেই।’—বলিয়া প্রতিভা জগত্তারিণীর সহিত দেখা করিতে গেলেন। নিশি ধপ করিয়া চৌকির উপর বসিয়া পড়িল। তাহার অন্তরাত্মা বুকের পাঁজরে মাথা কুটিয়া বলিতে লাগিল, হায়! তাহার জন্য সূচ্যগ্র ভূমিও কেহ ছাড়িবে না! তাহার সমস্ত প্রিয় বস্তুকে পায়ে দলিয়া ধূলিসাৎ করিয়া দিবে, নির্ম্মম হস্তে তাহার মর্ম্মস্থল লইয়া ঘাঁটিবে, চট্‌কাইবে,—ইহারাই কি তাহার আপনার? ইহাদের জন্যই কি সমস্ত সুখ, সমস্ত আশা, সমস্ত মনুষ্যত্ব জলাঞ্জলি দিতে হইবে? শ্যামবাবুকে ত্যাগ করিতে হইবে, খুড়িমাকে ত্যাগ

করিতে হইবে, ভাইটিকে ত্যাগ করিতে হইবে? নিশি গর্জ্জন করিয়া উঠিল, "কেন?" আগুন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিতেই রামময় আসিয়া তাহাতে ঘৃতাহুতি দিলেন, "এইটে কি ভাল কাজ করেছ?—লোক-জনের মাঝখানে স্ত্রীর হাত ধ'রে টানাটানি?"

স্ত্রীর হাত ধরিয়া টানার যৌক্তিকতা লইয়াই রামময় তর্ক করিতে আসেন নাই। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল অন্যরূপ। ধার্ম্মিক হওয়া অবধি তাঁহার জীবনের লক্ষ্য হইয়াছিল নিজে স্বর্গে যাওয়া, ও অন্য লোককে ঘাড় ধরিয়া স্বর্গে পাঠান। তাঁহার বিশ্বাস প্রতিভা শশীর স্বর্গপথে বিঘ্ন ঘটাইয়াছেন। তাই প্রতিভার উপর তাঁহার একটা আক্রোশ ছিল। আজ সামান্য একটা উপলক্ষে সেই আক্রোশ নিশির উপর দিয়া মিটাইতে আসিয়াছেন।

নিশি অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়াই জবাব দিল, "আমাব স্ত্রীর হাত ধ'রে আমি টান্‌বো না ত কি পাড়ার লোকে টান্‌বে?"

রাম। এইটে কি জবাব হল? হিন্দুর বাড়ী ত?

নিশি। হিন্দুর বাড়ীতে নিজের স্ত্রীর গায়ে হাত দিতে নেই?

রাম। হিন্দুর সব চেয়ে বড় সাধনা হচ্চে, ব্রহ্মচর্য্য!

নিশি। হাত ধ'রে টান্‌লে বুঝি ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয়? সে তোমাদের মুনি-ঋষিদের হত। আমরা কলিকালের ছেলে। অত সহজে ব্রহ্মচর্য্য নষ্ট হয় না।

রাম। যাক, তোমার সঙ্গে তর্ক করতে আসিনি। ভূপতিবাবুর স্ত্রী ব্রাহ্ম নিয়ে ঘর করেন, কৃশ্চানের সঙ্গে এক পাতে খান। তাঁর বাড়ীর চালচলন এ বাড়ীতে চালাবার চেষ্টা কোরো না।—তিনিই ত শশীর সর্ব্বনাশটা কল্লেন, ঐ নগেন বিশ্বাসের মেয়েটাকে বাড়ীতে আনিয়ে আনিয়ে।

নিশি। রক্ষা কর! তিনি হয়ত এখনও এ বাড়ীতে আছেন।

রাম। আমি ত কিছু অন্যায় কথা বলচি না, যে ভয় ক'রে বলবো।

নিশি। না, ন্যায় কথা আজকাল খুব বলতে পার। তবে একটু পরেই না হয় বোলো। আমি ওঁকে নিমন্ত্রণ ক'রে এনেছি।

রাম। নিমন্ত্রণ করেছ, নিমন্ত্রিতের সেবা কর। তা ব'লে সত্য কথা বলবো না?

নিশি। সত্য কথা বলবে না! তা কি হয়! সত্য কথা বলা ধর্ম্ম যে!

রাম। আবার তুমি আমার সামনে ধর্ম্ম নিয়ে বিদ্রূপ করচ?

নিশি। ধর্ম্ম নিয়ে বিদ্রূপ করবো না? আমি যে ধর্ম্মকে মূর্ত্তিমান্ দেখতে পাচ্চি চ'খের সাম্‌নে। আজ তুমি সত্য কথা ব'লে বড়াই করতে এসেছ! আর দুদিন আগে এমন সত্য কথা বলতে পারতে? ধর্ম্ম না থাকলে এত অমানুষ হতে পারতে? উঃ! একটা জিনিসকে যদি সর্ব্বান্তঃকরণে ঘৃণা করি, ত সে ধর্ম্ম। ধর্ম্মের বিরুদ্ধে কথা কইব না? ধর্ম্মের নিন্দা করা আমার ধর্ম্ম যে।

রাম। তাই যদি তোমার ধর্ম্ম হয়, ত আমাদের দূরে দূরে থাকাই ভাল।

নিশি। হাঁ। এই মুহূর্ত্তে।

রাম। তবে তাই কর,—বিদায় ক'রে দাও। সকলেই তাই করচে। তুমি করবে না? তা কি হয়! তুমি বড় হয়েছ, উপযুক্ত হয়েছ, নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াতে চলতে শিখেছ। এখন ত আর হাত ধ'রে বেড়াবার জন্য বাপকে দরকার হবে না। বিদায় কর। বুড়ো হয়েছি,—অকর্ম্মণ্য! তোমার কোন কাজেই ত লাগবো না।

আর কেন? ভাঙা হাঁড়ি কি ঘরে তুলে রাখতে আছে? ফেলে দাও! ফেলে দাও! ফেলে দাও!

বলিতে বলিতে রামময় নিজের বক্ষে করাঘাত করিতে লাগিলেন। নিশি তাড়াতাড়ি তাঁহার হাত ধরিয়া ফেলিল, এবং অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিল।

রাম পূর্ব্ব কথার আবৃত্তিরূপে বলিলেন, "ফেলে দাও! ফেলে দাও।'

নিশি কোন উত্তর দিল না। ধীরে ধীরে তাঁহাকে চৌকির উপর বসাইয়া বাহির হইয়া গেল।

পিতার অভদ্রতা ও অসংযম তাহাকে এতদূর বিচলিত করিয়াছিল যে তাঁহার এই কাতরতা দেখিয়াও তাহার মনে করুণার সঞ্চার হইল না। পিতা যে বৃদ্ধ, এবং হয়ত রোগের বশে দেহ ও মনে দুর্ব্বল হইয়াছেন এ কথা সে ভাবিবার অবসর পাইল না। সে নিজেও যে অত্যন্ত অসংযতভাবে কথা কহিয়াছিল, রীতিমত ঝগড়া করিয়াছিল, তাহাও সে ভুলিয়া গেল। কারণ, আজ সে প্রকৃতিস্থ নয়। তাহার ভক্তির পাত্রকে আর সকলে ভক্তি করুক,—এই অসাধ্য সাধনের চেষ্টায় সে আজ ধার্ম্মিকের মতই ক্ষেপিয়াছে।

২০

রামময় বলিয়াছিলেন, "ফেলে দাও।" কিন্তু এত সহজে কি ফেলিয়া দেওয়া যায়? মুখের গন্ধে লোকের সঙ্গে কথা কওয়া যায় না, যন্ত্রণায় সপ্তাহে পাঁচদিন অনিদ্রায় কাটিয়া যায়, খাদ্য পরিপাক হয় না, শরীর শীর্ণ ও ব্যাধির মন্দির,—তবু পোকাধরা দাঁতগুলাকে ফেলিয়া

দেওয়া যায় না। ফেলিতে গেলে প্রতি স্নায়ুতে টান পড়ে। নিশিও তাহার পিতাকে ছাড়িতে পারিল না। এবং পারিল না বলিয়া নিজেকে মোহ-দুর্ব্বল মনে করিল।

সে পিতাকে ছাড়িল না। তবে তাঁহাকে সুখী করিবার অতিচেষ্টা ছাড়িয়া দিল। সে দেখিল পিতা, মাতা বা কোন একজন লোককে সুখী করাই জীবনের লক্ষ্য হইতে পারে না। ইহাতে অনেক কাজ পণ্ড হয়, অনেক অকর্ত্তব্য করিতে হয়, অথচ সে লোকটিকে সুখী করা যায় না। আদুরে ছেলের মত যত তার মন জোগান যায়, তত তার কান্না বাড়ে, তত তার মন উঠে না।

Pendulumএর মত দুলিতে দুলিতে নিশি একদিন শ্যাম হইতে যথাসম্ভব দূরে আট্‌কাইয়া পড়িয়াছিল। যে প্রতিজ্ঞাবন্ধন তাহাকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, আজ তাহা ছিন্ন হইল, এবং নিশি দ্বিগুণ বেগে শ্যামের দিকে ছুটিল।

শ্যামাচরণ বাড়ীতে ছিলেন না। ভৃত্য বলিল, তিনি আধঘণ্টার মধ্যে ফিরিতে পারেন। নিশি ভাবিল এই আধঘণ্টা সে বাহিরের ঘরেই অপেক্ষা করিবে। গৌরী ভিতরে আছে নিশ্চয়। কিন্তু একাকী তাহার সহিত দেখা করিতে নিশির সাহস হইল না। সে পূর্ব্বে প্রতিদিনই এ বাড়ীতে আসিত এবং নিঃসঙ্কোচে অন্দরে গিয়া গৌরীর সহিত দেখা করিত। আজ ছয় মাস সে গৌরীকে দেখিতে পায় নাই বলিয়া নিজেকে দেখিবার অবকাশ পাইয়াছে। সে দেখিয়াছে, দ্রৌপদীর বস্ত্রের মত গৌরী তাহার মনকে জড়াইয়া আছে। কতবার ইহাকে হরণ করা হইল। তথাপি এখনও তেমনি জড়াইয়া আছে, এক পাকও খুলে নাই। সে তাহার পাপ মন লইয়া গৌরীর কাছে যাইবে কিরূপে? সে পরস্ত্রী,—তাহার গুরুপত্নী,—নিশি পলাইবার

চেষ্টা করিল। এমন সময়ে গৌরী আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া টানিল, এবং হাসিয়া বলিল, "আমার সঙ্গে দেখা না ক'রেই চ'লে যাচ্চেন যে!"

মেঘালোকে কদম্বফুলের মত নিশির সর্ব্বাঙ্গ কণ্টকিত হইয়া উঠিল এবং একটা অনুপম আবল্য তাহার মনোবাক্‌কায়কে অভিভূত করিল। তাহাকে তদবস্থ দেখিয়া গৌরীও লজ্জিত হইয়া উঠিল। তখন নিশি ভাবিল আজ দুইজনে দুইজনের কাছে ধরা পড়িয়াছে।

সে বলিল, "হাত ছেড়ে দাও। কি করচো?"

গৌরী হাত ছাড়িয়া বলিল, "কেন, কি করেছি?"

নিশি। তোমার স্বামী তোমার জন্য যা করেছেন, ভুলে যেয়ো না।

গৌরী। কি বলছেন আপনি?

"আমিও ঐ কথাই জিজ্ঞাসা করি? কি বলছিলে?"—বলিতে বলিতে শ্যামবাবু পিছন হইতে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

নিশি। না, কিছু নয়।

শ্যাম। হাঁ, কিছু হয়। 'স্বামী' 'ভুলে যাওয়া' এই সব বড বড় কথা কইছিলে। একটা প্রকাণ্ড নভেল জমাবার মত কথা। কিছু নয় বললে শুন্‌বো কেন?

নিশি। আমি আপনাকে বলতে চাই না।

শ্যাম। আমি নাস্তিক লোক। সত্যের নগ্ন, নিষ্ঠুর রূপ সহ্য করা আমার অভ্যাস আছে। আমাব কাছে সত্য কথা বলতে পাব। যদি বল, আমার স্ত্রী তোমাকে আমার চেয়ে বেশী ভালবেসে ফেলেছেন তাতে অবাক হব না। এই রকম বাসাই স্বাভাবিক। যদি বল ভালবেসেছেন ব'লে এই ঘর ভেঙে চ'লে যাবেন, তা'হলে অবশ্য আমার একটু কষ্ট হবে। নিজের জন্য নয়, ওঁর জন্য। অতএব একটা পিস্তল আর ছোরা নিয়ে মাতামাতি কর্‌ব না। ভয় নেই।

নিশি কিছু বলিতে চাহে না দেখিয়া গৌরীই বলিল, "আমি বল্‌চি :—উনি চ'লে যাচ্ছিলেন। আমি তাই ওঁর হাত ধ'রে টেনে বলেছি, 'আমার সঙ্গে দেখা না ক'রেই পালাচ্ছেন যে।' এর থেকে ওঁর মনে কি হয়েছে জানি না। আমাকে কি উপদেশ দিতে যাচ্ছিলেন।" গৌরী আর দাঁড়াইল না।

শ্যাম। তাই না কি হে?

নিশি। আজ্ঞে, হ্যাঁ।

শ্যাম। এঁর জীবন নতুন ক'রে গড়ার মূলে তুমি। তুমি ছ'মাস বাদে এসে দেখা না ক'রেই পালাচ্ছিলে। তাই ইনি হাত ধ'রে টেনে এনেছেন। অমনি তোমার মনে হল ইনি তোমার প্রতি অনুরক্ত?

নিশি। আমার অন্যায় হয়েছে। আমি—

শ্যাম। তুমি biassed আছ।—Bias দিলে কে?

নিশি কোন উত্তর খুঁজিয়া পাইল না।

শ্যাম। আমি বলবো? তুমি লুব্ধ। সন্দেশ দেখেই মনে হয়েছে সে তোমার মুখে পড়বার জন্য উন্মুখ।

নিশি। তাই বোধ হয়।

শ্যাম। তা হলে সন্দেশের দোকানে কাজ কর;—এই বাড়ীতে থাক দিন কতক।

নিশি। না। তা পারবো না।

শ্যাম। কেন?

নিশি। সাহস হয় না।

শ্যাম। ভয় হচ্ছে আমার সংসার ভাঙবে ব'লে?

নিশি। না।—হাঁ, সেই রকমই।

শ্যাম। এ মেয়েটীকে তোমার ভাল লাগে। অতএব তাকে দখল

করতেই হবে, তাতে তারই সর্ব্বনাশ হোক্, আর আমারই সর্ব্বনাশ হোক্? এত বেগ!

নিশি। আমি কতটা দুর্ব্বল, আগে থেকে বলতে পারচি না।

শ্যাম। বটে, তোমার টাকার দরকার! না, না, না, টাকা নয়,—একটা পকেট-বুকের দরকার। তাই পরের পকেট মারতেও পার, এই তোমার মনে হচ্ছে? দেখ, বুদ্ধিমান্ লোক অমন দুর্ব্বল হতে পারে না। ওটা নভেলি দুর্ব্বলতা। ওরকম দুর্ব্বলতার কাজ করার আগে খানিকটা আফিং এনে খাওয়া যেতে পারে, দাড়িকামান খুরের খানিকটা carotid arteryর মধ্যে বসিয়ে দেওয়া যেতে পারে। গৌরি, নিশিকে কিছু জল টল খেতে দাও।

নিশি জল খাইবার জন্য অপেক্ষা করিল না। সে তাহার মনটাকে এখনি একবার বাজাইয়া দেখিতে চায়।

২৭

গৌরী জলখাবার আনিয়া দেখিল নিশি চলিয়া গিয়াছে। তাহার মনে বড় আঘাত লাগিল। কি অপরাধে নিশি আজ তাহার প্রতি এমন ব্যবহার করিল? সে তাহার হাত ধরিয়াছিল বলিয়া?

গৌরী নিশিকে একখানি পত্র লিখিল। নিশি সে পত্র ফিরাইয়া দিয়াছে। এবং যে উত্তর দিয়াছে তাহার অধিকাংশই সে বুঝিতে পারে নাই। কিন্তু দূরাগত ক্রন্দনধ্বনির মত এই দুর্বোধ পত্রে একটী করুণ সুর ছিল, যাহা বার বার গৌরীর চ'খে জল টানিয়া আনিতে লাগিল।

গৌরী শ্যামাচরণকে বলিল, "নিশিদা আমাকে একখানা চিঠি লিখেছেন।"

শ্যাম একটা ঘড়ি মেরামত করিতেছিলেন। বলিলেন, "পড়।"

গৌরী। তুমিই পড়। আমার একটু সঙ্কোচ হয়।

শ্যাম। আমার কাছে সব কথা বলবার দরকার নেই তবে যেটা বলবে মনে করেছ, সেটা নিঃসঙ্কোচেই ব'লে যাবে।

গৌরী। চেষ্টা করি। কিন্তু অনেকদিনের সংস্কার।

শ্যাম। ঐ সংস্কারটা একেবারে চুরমার ক'রে ভাঙতে চাই। স্ত্রী দাসী। তাই তার প্রধান গুণ হল পাতিব্রত্য বা প্রভুভক্তি। কোন-রকম ক'রে স্বামীর মন জোগাতেই হবে, অর্দ্ধেক কথা ঘুরিয়ে বলতে হবে। এত আস্কারা পেলে সাধারণ মানুষ ঠিক থাকতে পারে কখনো? সে অত্যাচারী হবেই। তার হাঁকাই বাড়বেই। কাজেই স্ত্রীদের আরও বেশী ক'রে মন জোগাতে হবে,—ছলনা, প্রবঞ্চনা, মিথ্যা কথা দিয়ে। এ সমস্তটা আমার চু' চক্ষের বিষ।

গৌরী। আমি তাঁকে একখানা চিঠি লিখেছিলুম।

শ্যাম। কি লিখেছিলে?

গৌরী। আমি লিখেছিলুম, 'সে দিন আপনি রাগ ক'রে চ'লে গেলেন ব'লে আমার এত কষ্ট হচ্চে যে কি বলবো? আপনার হাত ধরেছিলুম ব'লে আপনি রাগ করলেন! এত দিনেও কি আমার হাত ধরবার অধিকার হয়নি? যা হোক, আমাকে ক্ষমা করুন। একদিন আসুন। এসে সেই আগেকার মত সহজভাবে ব'লে যান যে রাগ করেন নি। আপনাকে কষ্ট দিয়েছি ভেবে আমি মোটেই শান্তি পাচ্চি না।'

শ্যাম। হুঁ! চিঠিটা ঠিক হয়নি।

গৌরী। এ চিঠি লেখা অন্যায় হয়েছে, বলচো ?

শ্যাম। অন্যায় হয় নি, অস্পষ্ট হয়েছে। প্রেমপত্র ব'লে ধ'রে নেওয়া যেতেও পারে।

গৌরী। আমার মনে হয় তিনি সেই রকমই মনে করেছেন।

শ্যাম। সে কি লিখেছে, শুনি!

গৌরী। তুমিই পড়। আমি এ ভাল বুঝতে পারিনি।

নিশি লিখিয়াছিল, "তোমার চিঠি পেলুম। প্রবল আগ্রহে তাকে বুকের কাছে চেপে ধরবার ইচ্ছে হল। কিন্তু রক্তোজ্জ্বল গলিত লৌহের মত তা' অস্থিমাংস জ্বলিয়ে, গলিয়ে ভিতরে প্রবেশ করতে চায় যে! পাল্লুম না। তোমার চিঠি ফেরত দিলুম।

'তোমার স্বামী বলেছেন, আমি লুব্ধ। সত্যই আমি লুব্ধ। মরুভূমির মধ্যে বাস করি,—কোথাও এক বিন্দু রসের লেশও দেখতে পাই না। আমার চোখের সামনে তোমার স্নেহের সরসমধুর আঙুরগুচ্ছ অমন ক'রে ধরো না,—আমি সামলাতে পারবো না। পালাই!

চিঠি পড়িয়া শ্যাম চিন্তিত হইলেন। বলিলেন, "আমি তাকে আত্মহত্যা করতে বলেছিলুম।"

গৌরী। আত্মহত্যা করতে বলেছিলে! কেন বললে ?—তোমার কথা শুনেই—

শ্যাম প্রায় গর্জ্জন করিয়া উঠিলেন, আমার কথা শুনেই আত্মহত্যা করবে! বৃদ্ধ বাপ, মা,—অক্ষম, অপটু, স্ত্রী,—একমাত্র তাকে আশ্রয় ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। এই প্রকাণ্ড দায়িত্ব ছেড়ে পালিয়ে যাবে ?—আমার কথা শুনে! তবে যাক্,—যাক্, ও ছেলের যাওয়াই ভাল। বলিতে বলিতে শ্যাম হাতের চিঠি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া

দিলেন। কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই একেবারে ভাঙিয়া পড়িলেন, "উঃ! এত দুর্ব্বল! এত দুর্ব্বল!"

'এত দুর্ব্বল' তিনি কাহাকে বলিলেন, নিজেকে না নিশিকে,—ঠিক বলিতে পারি না।

২২

প্রতিভা গৌরীর হাত হইতে দুইখানি চিঠি লইয়া, একটীর পর একটী বার বার করিয়া দেখিতেছেন। গৌরী চেয়ারের হাতল ধরিয়া পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে। আর ভূপতি অপটুহস্তে টেবিলের উপর হইতে time table খুঁজিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিতেছেন। নিশিকে যে ইহলোকের কোন কিনারায় কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে এ বিশ্বাস বড় কাহারও ছিল না।—Tragedyর এমন পরিপুষ্ট ফলটীকে পাকিবার পূর্ব্বেই এক দমকায় ভূমিসাৎ করিয়া হঠাৎ নিশি ঝড়ের মত আসিয়া উপস্থিত হইল।

প্রতিভা চেয়ার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িলেন। একবার অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বলিলেন, "তুই!" কথা শেষ করিতে পারিলেন না।

ভূপতি ফিরিয়া নিশিকে দেখিয়া বলিলেন, "বেশ! ছঃ।" বলিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলেন, গৌরী এক ভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল।

নিশি বলিল, "ফিরে এলুম খুড়িমা।"

প্রতিভা। ফিরে এলি!

নিশি। হ্যাঁ খুড়িমা, ফিরে এলুম। ভেবেছিলুম আর ফিরবো না। কিন্তু ট্রেণে যেতে যেতে একটা আশ্চর্য্য দৃশ্য দেখলুম। দেখলুম, মাঠের ওপর বক বেড়াচ্ছে,—সব নীল রং। এমন কেন হল?

চোখে হাত দিয়ে দেখি, রন্দর আট্কাবার জন্যে একটা নীল চশমা পরেছি। চশমাটা খুলে ফেল্লুম,—আর সমস্ত জগতের রূপ বদ্‌লে গেল। তাই ফিরে এলুম, খুড়িমা! আজ আমার নীল চশমাটা খুলে ফেলেছি।

প্রতি। আজ সাদাকে সাদা ব'লে চিনেছেস্? উঃ! আজ যে আমার কি আনন্দ!

গৌরী অগ্রসর হইয়া বলিল, "আমাকে আর ভয় করেন না?"

নিশি। তোমাকে ভয় করবো কি? আমি নিজেকেই যে ভয় করি না। আজ যে জান্‌তে পেরেছি যেটাকে দর্পণের অন্তরের জিনিস মনে করেছিলুম, সেটা আমার নিজের প্রতিকৃতি।

নিশির হেঁয়ালি গৌরী বুঝিল কিনা বলিতে পারি না। সে ইহার সমর্থনও করিল না, প্রতিবাদও করিল না। কেবল নত হইয়া নিশির পদধূলি লইল।

২৩

ছত্রিশ দিন টাইফয়েডে ভুগিয়া গৌরী আজ প্রথম বিজ্বর হইয়াছে। তাহার শয্যালীন শীর্ণ দেহের দিকে চাহিলে মনে হয় মৃত্যু-মহাসমুদ্রের তলদেশ হইতে সে উপরের স্তরে উঠিয়াছে মাত্র, এখনও ভাসে নাই। তাই Refractionএ তাহাকে তক্তার মত চেপ্টা দেখাইতেছে। তাহার মুখে আজ হাসি নাই, তাহার মাথায় সে চুল নাই। সে যেন দীর্ঘ তপশ্চর্য্যার ফলে নারীজন্ম বর্জ্জন করিয়া শুদ্ধসত্ত্ব নব কৌমার্য্য লাভ করিয়াছে।

শ্যামাচরণ তাহার গায়ের চাদরখানা পায়ের তলায় ও পাশে গুঁজিয়া দিতেছিলেন। গৌরী বলিল, "কাছে একটু বসো না।"

শ্যামাচরণ শয্যার উপর বসিয়া গৌরীর কপালে হাত বুলাইতে লাগিলেন।

গৌরী বলিল, "তুমি আমার জন্য এত কর্‌চো। আমি তোমার কি কল্লুম ?"

"আবার কাঁদে !" বলিয়া শ্যাম একখানি রুমালে গৌরীর চোখ মুছিয়া দিলেন।

গৌরী বলিল, "তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আমি আমার কর্ত্তব্য করি নি।"

শ্যাম। কি ? বেদানা চুরি ক'রে খেয়েছ বুঝি ?

গৌরী এ কথা গায়ে মাখিল না। বলিল, "তুমি কি আমাকে ক্ষমা কর্‌তে পার্‌বে ? আমি যে তুমি ছাড়া আর একজনকে বরাবর মনে স্থান দিয়েছি।"

শ্যাম। কে ? নিশির কথা বলচো ?

গৌরী। হ্যাঁ। একদিন আমি সাধু সেজে জিতে গিছ্‌লুম। যেন তাঁরই সব দোষ। কিন্তু আমার মন যে পাপে ভরা—

শ্যাম। আচ্ছা মনে কর, যদি একজন এমন যাদু কর্‌তে পারে যে, তুমি ঘুম থেকে উঠেই দেখলে তুমি নিশির স্ত্রী, আমার স্ত্রী নও। তার পর দিন থেকে আমাকে ভুলে যেতে পার্‌বে ?

গৌরী। না। তা কি ক'রে পার্‌বো ?

শ্যাম। ও! তবে শুধু নিশি নয়। পরপুরুষের ধ্যান করাই তোমার স্বভাব দেখ্‌চি।

গৌরী অত্যন্ত বিমর্ষ হইয়া পড়িল। তখন শ্যাম বলিলেন, "তোমার

[illegible]। পরলোকে আমার সার্টিফিকেট যদি গ্রাহ্য হয় ত সতী-স্বর্গ-লোকেই তোমার স্থান হবে।

গৌরী। আমি যে মন থেকে এঁকে কিছুতেই তাড়াতে পারি নি।

শ্যাম গৌরীর মুখের কাছে মুখ লইয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিলেন, "তার মানে, তুমি বেঁচে আছ।"

*　　　*　　　*

ইহার পাঁচ ছয় দিন পরে শ্যাম একদিন ঘরে ঢুকিয়াই জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ কার কথা চিন্তা কর্‌চো, গৌরি? এখন যদি কোন দেবতা এসে বর দিতে চান, ত তুমি কাকে চাইবে?"

গৌরী ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "এখন? এখন আর কিছু নয়। একটু মাছের ঝোল আর একমুঠো ঝর্‌ঝরে সাদা ভাত।"

কেবল এই টুকু? ধিক্! ধিক্! গৌরি। দেবতার কাছে আর কিছু কি তোমার চাহিবার নাই? ভারতবর্ষের স্বাধীনতা, মানব-জাতির মোক্ষ, জলাতঙ্ক রোগ নিবারণ, পতির দীর্ঘ জীবন, নিজের ধর্ম্মবুদ্ধি, কিছুতেই কি তোমার প্রয়োজন নাই? শুধু ঝোলভাত?

প্রথম স্বামীকে ত ভুলিয়াছ। বর্ত্তমান স্বামীকেও ভুলিলে! কাল নিশির জন্য কাঁদিতেছিলে। তাহার কথাই বা কৈ মনে পড়িল? **Frailty, thy name is woman!**

তৃতীয় ভাগ

১

ভূপতির সাহায্যে শশী বিলাতে যাইতেছে। যাত্রা করিবার পূর্ব্বে সে কাকাবাবু ও খুড়িমার কাছে বিদায় লইতে আসিয়াছে।

সে প্রথমেই ভূপতির সহিত দেখা করিয়া বলিল, "আপনি আমার যে উপকার কল্লেন তা কখনও ভুলতে পারবো না।"

ভূপতি। বেশ ভুলো না।

শশী হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "আমি অবশ্য ভুলতে চাচ্চি না।"

ভূপতি। তবে 'ভুলতে পারবো না' ব'লে হতাশ হলে কেন?

শশী। ভুলতে পারবো না মানে আমি ভুলবো না।

ভূপতি। এ কথা জেনে আমার লাভ?

শশী আর কথা খুঁজিয়া পাইল না।

এমন সময় নিশি এক খোকা কোলে করিয়া আসিয়া তাহাকে এই সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিল।

শশী জিজ্ঞাসা করিল, "এ ভদ্রলোকটী কে?"

নিশি। একে দেখনি তুমি? এ যে গৌরীর ছেলে।

"তাই নাকি? দেখি!" বলিয়া শশী উঠিয়া খোকার সহিত আলাপ করিতে গেল। তাহার গালে একটা টোকা মারিয়া বলিল, "কি গো, খবর কি?"

খোকা এক গাল হাসিল। তারপর দুই হাতে তাহার মাথাটা ধরিয়া উদরসাৎ করিবার চেষ্টা করিল।

শশী বলিল, "তুমি ত আচ্ছা জবরদস্ত দেখি!" সে নূতন ইস্ত্রী করা সুট পরিয়া আসিয়াছে। তাই দূরে দূরে থাকিয়া আলাপ সারিয়া লইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু পারিল না। নবাঙ্কুরের মত সুকুমার এই শিশু তাহার অশ্মকঠিন Shirt-front-এর বাধা মানিতে চাহিল না। সে খাঁ করিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লইল এবং অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া, যেখানে গৌরী প্রতিভার কাছে বসিয়াছিল, সেইখানে উপস্থিত হইয়া বলিল, "এ কোন্ পাহারওয়ালা পাঠিয়েছ, গৌরীদি? এ যে কিল চড়ে কাবু ক'রে তোমার কাছে ধ'রে নিয়ে এলো। আমি যে তোমার সঙ্গে কথা কইব না ঠিক ক'রেছিলুম।"

গৌরী হাসিয়া বলিল, "এমনি দুষ্টু হয়েছে!"

শশী। দুষ্টু হয়েছে, ঘরে ব'সে দুষ্টুমী করুক। আমার ওপর এ শাসন কেন?

গৌরী। হাঁ, ও আজকাল দেশসুদ্ধ লোককে শাসন ক'রে বেড়াচ্চে।

শশী। এ ত যে-সে শাসন নয়। একেবারে কুম্ভকর্ণের শাসন। কিল চড় মার্‌বে। শেষকালে মুখে পুরে দেবে।

গৌরী খুব হাসিল।

শশী বলিল, "আচ্ছা, এ কি অত্যাচার তোমাদের, খুড়িমা? আমি আকাশে ওড়াবার চেষ্টা কর্‌ছি। আমার গলায় এখন এ একটা কি ঝুলিয়ে দিলে?"

প্রতিভা। বেশ ত তুই ফেলে দে না।

শশী। এই নাও তোমার ছেলে।

খোকাকে গৌরীর কোলে দিয়া শশী বলিল, "ওকে ফেলে দিলে কি হবে? তোমরাই কি আমাদের কম ভারাক্রান্ত ক'রে রাখ?"

প্রতিভা। সে কথা সত্যি।

নিশি শশীর সঙ্গে সঙ্গে আসিয়াছিল। সে বলিল, "হ্যাঁ, খুড়িমা, সে কথা সত্য। জাহাজের খোলে ballast-এর মত তোমরা আমাদের ভারাক্রান্ত ক'রে রাখ।"

২

রামময় দেখিলেন, একে একে সকলেই তাঁহাকে ত্যাগ করিতেছে। শশী ত সম্পর্ক উঠাইয়া দিয়াছে অনেক দিন। এত দূরদেশে যাইবার পূর্ব্বেও একবার তাঁহার সহিত দেখা করিল না। নিশিও ক্রমে ক্রমে পর হইয়া যাইতেছে, সাধ্যমত কাছে আসিতে চাহে না। রামময় মনে মনে তাঁহার ইষ্টদেবকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, "এই ভাল, এই ভাল! আমার প্রতি তোমার অশেষ করুণা, দীননাথ। তাই আমার সকল বন্ধন এমনি ক'রে ছিন্ন করুচো। এমন না হলে তোমার শরণ চাইব কেন? তোমাকে পাব কেন?" বলিতে বলিতে তাঁহার চক্ষে জল আসিল। মনে ভগবৎ প্রেমের উদয় হইতেছে ভাবিয়া একটু আত্মতুষ্টিও হইল।

রামময় জানিতেন, ধর্ম্মের পথে বিঘ্ন অনেক, দুঃখ অনেক। তাঁহাকে যাহা সহিতে হইয়াছে সে ত অতি সামান্য। ইহা অপেক্ষা অনেক বেশী দুঃখ সহ্য করিয়াও প্রবলভাবে স্বধর্ম্ম পালন করা তাঁহার কর্ত্তব্য। দেখিতে দেখিতে তাঁহার এই কর্ত্তব্যবুদ্ধি blow pipe flame-এর মত একাগ্র হইয়া উঠিল, এবং পরিবারবর্গের সুখশান্তি গলাইয়া একাকার করিয়া দিল।

রামময়ের মনে ধর্ম্মভাব জাগরিত হওয়াতে জগত্তারিণী এক সময়ে বড় সুখী হইয়াছিলেন। তখন তিনি জানিতেন না যে ধর্ম্মচর্য্যায় তাঁহার স্বামী তাঁহাকেও ছাড়াইয়া যাইবেন। আজ স্বামীর সহিত পাল্লা দিতে না পারিয়া তিনি নাকাল হইয়া পড়িতেছেন, এবং বার বার বিরক্তির সহিত বলিতেছেন, "ওঁর সব তাতেই বাড়াবাড়ি। মান্‌বেন না তা কিচ্ছু মানবেন না, আর মানবেন ত একেবারে হর্‌তুকীর দাগ মিলেয়ে নেবেন। হরতুকীতে দাগ থাক্‌লে ঠাকুরকে দেওয়া যায় না, এমন কথা ত কখনো শুনি নি বাপু।"

চারুশীলার দিকে এতদিন কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। আজ রামময় তাহার সংস্কারের জন্যও ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। ইষ্টমন্ত্র না থাকাতে তাহার হাতের জল যে শুদ্ধ নহে, এবং বিপদে আপদে তাঁহাকেই হয়ত এই জল কোন সময়ে পান করিতে হইবে এই ভয়ে তিনি তাড়াতাড়ি একজন গুরু ডাকিয়া তাহাকে মন্ত্র দেওয়াইলেন। গুরু-করণে নিশির ঘোর আপত্তি ছিল। কিন্তু তাহার আপত্তি শুনিবে কে? চারুশীলা নিজেই তখন মন্ত্র লইবার জন্য অস্থির হইয়া উঠিয়াছে। নিশি ভাবিল, চারুর সহিত তাহার কোথাও ত কোন যোগ নাই। এক্ষেত্রেও না হয় না রহিল। সে দিনের মধ্যে আঠার ঘণ্টা শুইয়া কাটায়। দুই ঘণ্টা না হয় বসিয়া বসিয়া হ্রীং ক্লীং আবৃত্তি করিল। কিন্তু ব্যাপারটা এত সহজ নয়। চারুর মাথার খুলিটা এতদিন ছিল শূন্যগর্ভ, নিষ্ক্রিয় ও নিরাপদ। হ্রীং ক্লীংএর ইঁদুর ঢুকিয়া সেটাকে চঞ্চল ও ভয়াবহ করিয়া তুলিল। সে নিশিকে গামছা পরিয়া থাকিতে বলে, সে জুতা পরিয়া ঘরে ঢুকিলে গোলযোগ বাধায় এবং যখন তখন তাহার প্যাণ্ট সার্ট কাচিয়া তাহাকে পঙ্গু করিয়া রাখে। নিশির তিন বছরের শিশুকন্যা মিনুকেও আজকাল আচার মানিয়া চলিতে

হয়, এবং প্রতি অনাচারের জন্য দণ্ড পাইতে হয়। শুধু তাহাই নহে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থাতেও চারু উপবাসাদি কৃচ্ছ্রসাধন পূরাদমেই চালাইতে লাগিল। নিশি বুঝাইবার চেষ্টা করিল যে ইহাতে গর্ভস্থ শিশুর ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা! কিন্তু দৈবকার্য্য করিলে সন্তানের অমঙ্গল হইবে ইহা চারু বুঝিতে পারিল না। সে মনে করিল নিজে নাস্তিক বলিয়া নিশি অকারণ তাহার সহিত ঝগড়া করিতেছে এবং তাহার শিশুর ক্ষতি হইবে বলিয়া অভিশাপ দিতেছে।

নবজাত শিশু ও প্রসূতির প্রতি চিকিৎসা-বিজ্ঞান যে কর্ত্তব্য নির্দ্দেশ করিয়াছে নিশি তাহার একটিও পালন করিতে পারিল না। সিঁড়ির তলায়, একটি অন্ধকার ময়লা ঘরে, ময়লা ছেঁড়া কাঁথা ও কাপড়ের উপর, অতি অশিক্ষিত, অনার্য্য ধাত্রীর সাহায্যে চারু খুব সাত্ত্বিক ভাবেই তাহার দ্বিতীয় সন্তান প্রসব করিল। নিশির উপদেশ কেহ শুনিল না। তাহাকে কেহ আঁতুড় ঘরে ঢুকিতেই দিল না। সে তাহার কর্ত্তব্য-বুদ্ধি লইয়া নিজের ঘরে বসিয়া মাথা কুটিতে লাগিল, আর বলিতে লাগিল, "অন্যায়! অন্যায়!"

বাংলাদেশে লোকক্ষয়ের আয়োজন যথেষ্টই আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়,—লোকক্ষয় ঠিক আয়োজনের অনুপাত হয় না। বৃদ্ধ যমরাজ হয়ত সুযোগ বুঝিয়া সকল সময়ে ঠিক হাজির হইতে পারেন না। অনেকগুলা লোক বাঁচিয়া যায়। চারুও মরিল না। অনেক রক্তক্ষয় করিয়া, অনেকদিন জ্বরে ভুগিয়া সে বাঁচিয়া উঠিল। কিন্তু শিশুকে বহন ও পোষণ করিবার শক্তি হারাইল। শিশুটি feeding bottleএর কল্যাণে সর্দ্দি, কাসি, জ্বর, তড়্কা অজীর্ণ আমাশয়ের মধ্যে চেড়ীপরিবৃতা জনকনন্দিনীর ন্যায় দিনে দিনে শুকাইতে লাগিল। এ সমস্তই অদৃষ্টের লিখন ভাবিয়া নিশি নিশ্চিন্ত হইতে পারিল না। তাহার কেবলই

মনে হইতে লাগিল এ সমস্তই সে নিবারণ করিতে পারিত। করে নাই শুধু স্বামী বামীর মন জোগাইবার জন্য।

সে দেখিল কতকগুলা অপোগণ্ডকে অপ্রতিহত বেগে সংসারে সে আনিবেই; তারপর এই অসহায় জীবগুলাকে হেলাফেলায় নষ্ট করিবে, পিতামাতা বা পাড়ার লোকের মুখ চাহিয়া। ইহাই কি তাহার কর্ত্তব্য? শুধু পিতা মাতা কেন? চারুও ত তাহার প্রতিকূল। সে যে জানালা খুলিয়া মুক্ত বায়ু ঘরে প্রবেশ করাইতে চায়, চারু সেইটাই বন্ধ করিয়া হিম নিবারণ করে, সে যেটাকে পুষ্টিকর খাদ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করে চারুর মতে তাহাতেই মেয়ের লিভার হয়, সে চায় সময়মত পর্য্যাপ্ত আহার দিতে, চারু সুবিধামত যথেচ্ছ আহার দিয়া থাকে। এ ত গেল দেহের কথা। মানুষের আবার মন বলিয়া এক বালাই আছে। এই মনের শিক্ষা চারু কিরূপ দিবে? সে ত সকড়ির প্রকার ভেদ বুঝাইয়াই ক্ষান্ত। কন্যার পক্ষে এই শিক্ষাই হয়ত পর্য্যাপ্ত। তাহার শ্বশুরকুল হয়ত ইহার অতিরিক্ত কিছু প্রত্যাশা করিবে না, বরং পাইলে অসন্তুষ্ট হইবে। কিন্তু নিশি যে কন্যাকেও মানুষ মনে করে, এবং তাহাকে মানুষের মত শিক্ষা দিতে চায়। সে দেখিল চারুর মত মাতার শিক্ষা ও সংসর্গ হইতে দূরে সরাইতে না পারিলে মেয়েদের মানুষ করা যাইবে না। কিন্তু দূরে সরাইবে কোন্ সাহসে? মানুষ করা দূরে থাকুক, তাহাদের যে বাঁচাইতে পারিবে একথাও সে জোর করিয়া বলিতে পারে না। মাতার কোল হইতে ছিনাইয়া লইবার পর যদি তাহারা মারা যায় ত সে মুখ দেখাইবে কিরূপে? যদি বাঁচিয়াই থাকে, তাহা হইলেও যে তাহাদের মানুষ করিতে পারিবে ইহার নিশ্চয়তা কি? এমন কোন উপায় ত জানা নাই যাহাতে যে-কোন শিশুকে মনের মত করিয়া মানুষ করা যায়।

সন্তান তাহারও যেমন, চারুরও তেমন। সে চারুকে একেবারে বাদ দিয়া তাহাদের নিজের মত করিয়া গড়িতে চাহিতেছে কোন্ যুক্তির বশে? তাহার অবশ্য জ্ঞান বেশী, বুদ্ধি বেশী। মেয়েদের কিসে মঙ্গল সে বেশী বুঝে। তাহার বুদ্ধিতে চলিয়া মেয়েদের যদি মঙ্গল হয় তবে তাহাতে চারুরই কল্যাণ। কিন্তু চারু যদি নিজের কল্যাণ না বুঝে, তবে নিশির কি উচিত জোর করিয়া তাহার কল্যাণ সাধন করা? জোর করিয়া পরের ভাল করিতে গিয়াই ত পৃথিবীর অধিকাংশ অত্যাচারের সৃষ্টি হইয়াছে। Inquisition হইয়াছিল পরের ভালোর জন্য, কাফেরের মাথা কাটা হয় তাহার ভালোর জন্য, এবং সংসারে রামময় যে অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছেন সেও অত্যন্ত হিতৈষণা-প্রণোদিত হইয়া। রুলের গুঁতায় কেহ তাহাকে কল্যাণের পথে লইয়া যাইবে শুনিলে নিশির খুন চাপিয়া যায়। পাহারওয়ালাগিরী কি কেবল চারুর উপরেই বাঞ্ছনীয়? কিন্তু চারুকে যে কিছুতেই বোঝান যায় না। বোঝান যাইবে না ত। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত দুইটা যে ভিন্ন জাতীয় জীব। বাক্যকর্ম্মে, ক্রীড়াকৌতুকে, আশাআনন্দে, ধ্যানধারণায়, পরস্পরে সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ। নিশি যে দিন বিবাহ করিয়াছিল সেই দিনই ত সে জানিত যে তাহাদের ভবিষ্যৎ সন্তান লইয়া দুইজনে tug of war করিয়া মরিবে। সে বাড়ির উঠানে পুঁতিয়াছে আশশেওড়া গাছ। আজ ঘুষার জোরে তাহাতে শিউলি ফুল ফুটাইবার চেষ্টা করিলে পারিবে কেন?

কিন্তু চারু শিক্ষিত না হইলেও মানুষ। তাহাকে যুক্তি দিয়া না হউক স্নেহ দিয়া হয়ত বশ করা যাইত। সে চেষ্টা কি নিশি করিয়াছে? কখনও কি তাহাকে স্নেহ করিয়াছে? মনে পড়িল না। অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও অনিচ্ছার সহিত সে প্রথম দিন কতক তাহার সহিত আলাপ

করিবার চেষ্টা করিয়াছে, তারপর তাহাকে কেরোসিন তৈলের বোতলের মত অগাধ উপেক্ষায় আঁস্তাকুড়ের পাশে ফেলিয়া রাখিয়াছে, এবং দরকার হইলে, গলা টিপিয়া কাজ আদায় করিয়া লইয়াছে। চারু Darwinism বুঝিল না, অমনি নিশির সহিত তাহার সকল সম্পর্ক ঘুচিয়া গেল। সে যে মানুষ, তাহার যে মাথাব্যথা করিতে পারে, সে অধিকাংশ সময় শুইয়া থাকে ইহার মূলে যে কোন শারীরিক গ্লানি থাকিতে পারে, এ চিন্তাই তাহার মনে হয় নাই। একটি তের বৎসরের বালিকাকে তাহার স্নেহের নীড় হইতে টানিয়া আনিয়া নিজের পাষাণপুরীর মধ্যে আবদ্ধ করিয়াছে। একদিনের জন্যও ছাড়িয়া দেয় নাই। নিশিকে যদি এমন একঘেয়ে জীবন কাটাইতে হইত,—কোন ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের সহচর হইয়া তাহাকে এমনই বন্দী হইয়া থাকিতে হইত, তবে সে কত দিন এই মহাপুরুষের পবিত্র পদপঙ্কজের উপর ভক্তি অচলা রাখিতে পারিত? সে চারুর নিকট হইতে কিছু পায় নাই, সত্য। চারু তাহার কাছে কি পাইয়াছে? সে তাহাকে গৃহিণী করে নাই, সচিব করে নাই, সখী করে নাই। তাহার গর্ভে সন্তান দিয়াছে, অথচ তাহাকে মাতৃত্বের গৌরব দেয় নাই। আর একটি পরিবারের তাঁবেদারীতে তাহাকে কাচ্ছাবাচ্ছা লইয়া বাস করিতে হইতেছে। ইহা কি চারু কামনা করিয়াছিল? তাহার পিতার সংসারকে নিশি নিজে সহ্য করিতে পারে না। চারু করিবে কেন? অথচ এই সংসারে তাহাকে বাঁধিয়া রাখা হইয়াছে। বাস্তবিক অতিউপেক্ষিতা ক্রীতদাসীর অপেক্ষা এক কপর্দ্দকও বেশী সম্মান চারু নিশির নিকট হইতে পায় নাই। এ কথা জানিতে পারিলে তাহার সন্তানগণও ত তাহাকে ক্ষমা করিবে না। তাহাদের চক্ষে এই অকর্ম্মণ্য মাতাই হয়ত একদিন সকলের চেয়ে বেশী আপনার

হইবে, এবং ইহার প্রতি দুর্ব্যবহার লইয়া হয়ত তাহারা নিশির প্রতিই একদিন কটূক্তি করিবে।

সন্তানের মুখ চাহিয়া মাতাল মদ ছাড়িতে পারে। নিশিও তাহার ঔদাসীন্য পরিহার করিল। এবং পিতার সংসার হইতে পৃথক্ হইয়া স্বতন্ত্র বাসা করিল।

ইহাতে তাহার খরচ অনেক বাড়িয়া গেল।

শশীকে মাঝে মাঝে টাকা পাঠাইয়া এবং বাড়ীর সমস্ত অভাব দূর করিয়া তাহার আয়ের যাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহাতে সে ঠিক কুলাইতে পারিত না। পাচকের অভাবে চারুকেই রন্ধনাদি করিতে হইত। নিশি ভাবিয়াছিল, পরিশ্রম করিতে হইলেই চারু বাঁকিয়া বসিবে। কিন্তু পরম আশ্চর্য্যের বিষয়, যে লোকটি শয্যা ছাড়িয়া উঠিতে চাহিত না সে আজ হাসিমুখে দাসীর মত খাটিতেছে এবং কাজ খুঁজিয়া বাহির করিতেছে! নিজের ঘরের দারিদ্র্য ছাড়িয়া সে ত একদিনের জন্যও শশুর বাড়ীর স্বর্ণপিঞ্জরে ফিরিতে চাহিল না। আরও আশ্চর্য্য, চারু আজকাল নিশির দু-একটা কথা শুনিতে আরম্ভ করিয়াছে। নিশি সকৃতজ্ঞ হৃদয়ে চারুর এই পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিল। এবং আরও বেশী কাজ পাইবার আশায় আরও বেশী করিয়া চারুর মন জোগাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু চারুর মত লোকের মন জোগাইতে হয় "ছন্দানুরোধেন"। নিশি তাহাই করিল। সে পৈতা পরিল, মুরগী ছাড়িল, গয়লার সহিত তকরার করিল, এবং কলিকাতার বাজারে খুব রঙচঙে বডিশ খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতে লাগিল। সে যদি গৌরীর সহিত দেখা করিত ত কথাটা গোপন রাখিত, যদি প্রতিভার কাছে সময় কাটাইত, ত বাড়ীতে আসিয়া মিথ্যা কথা বলিত।

নিশি দেখিল, পাড়ার যাদব, মাধব, গোপাল, নেপাল হইতে তাহার

আর কোন প্রভেদ নাই। সেও পাঁচজনের মত খায় দায়, ঘুমায় এবং সৌরজগৎ গলাইয়া গৃহিণীর নথ গড়াইতে চায়।

৩

আদর্শ শিক্ষক বলিয়া শ্যামাচরণের খ্যাতি ছিল। শিক্ষা দিবার সময় তিনি ছাত্রদিগের মনের দিকে লক্ষ্য রাখিতেন, কানের দিকে নয়। তিনি চাহিতেন ছাত্রেরা লাভালাভের দিকে না তাকাইয়া জ্ঞানার্জ্জন করুক, নির্ম্মমভাবে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হউক, এবং অনুপহত হইয়া সত্যকে গ্রহণ করুক। কাজেই স্কুলের ঘণ্টা বা text book-এর মধ্যে তিনি আবদ্ধ থাকিতে পারিতেন না। অধ্যাপনার অবকাশে তিনি বন্ধুভাবে তাহাদের সহিত মিশিতেন, তাহাদের সুখদুঃখের সঙ্গী হইতেন, এবং নানা প্রশ্নোত্তরের সাহায্যে তাহাদের আত্মাকে উদ্বুদ্ধ করিতে চেষ্টা করিতেন। স্কুলের ছুটীর পর সকল ক্লাসের ছাত্র আসিয়া শ্যামাচরণকে ঘেরিয়া দাঁড়াইত, এবং সহজে ছাড়িতে চাহিত না।

ছাত্রমহলে শ্যামের এতটা প্রতিপত্তি অন্য শিক্ষকগণের অন্তর্দাহের কারণ হইল। ইহারা নানা কৌশলে শ্যামকে বিপন্ন করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ছাত্রদের মধ্যে একটা দল সৃষ্টি করিলেন, ইহাদিগকে বুঝাইলেন যে শ্যাম ইহাদের ধর্ম্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতেছেন, এবং ইহাদের দিয়া এই মর্ম্মে দু-একটা দরখাস্তও লিখাইলেন। দরখাস্তে নাম স্বাক্ষর করিতে ছাত্রদের হাত কাঁপিতে লাগিল, কারণ তাহারা শুনিয়াছে এই দরখাস্তের ফলে "বাছাধনের চাকরীর মাথাটী খাওয়া হইবে।" কিন্তু ধর্ম্মের জন্য কোমলহৃদয় ব্যক্তি পোষা পাঁঠাটীকে যেমন করিয়া জগন্মাতার সমীপে বলির জন্য

উপস্থাপিত করে, তেমনি করিয়া তাহারা কোনরূপে কর্ত্তব্য সারিয়া লইয়া চক্ষের জল মুছিল। এ দরখাস্তে কোন ফল হইল না। কারণ, কর্ত্তৃপক্ষগণ অনুসন্ধান করিয়া জানিলেন, শিক্ষক হিসাবে শ্যামের বিরুদ্ধে কাহারও কিছু বলিবার নাই। তথাপি তাঁহারা শ্যামকে শাসাইয়া গেলেন তিনি যেন ছাত্রদের সহিত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা না করেন। শ্যামও শাসাইলেন যে ছাত্রেরা যদি ধর্ম্মরক্ষা করিতে চায় তবে যেন তাহারা তাঁহার নিকট না আসে। দেখা গেল, ধর্ম্ম-রক্ষা করিতে চায় না এমন ছাত্রের সংখ্যাই বেশী।

শ্যাম যখন নাস্তিক-মতে একটা পতিতাকে বিবাহ করিলেন, তখন ভারি সুবিধা হইল। আর ছাত্রদের সাহায্য লইতে হইল না। শিক্ষকগণ নিজেরাই এখন শ্যামের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিলেন। এবার কর্ত্তৃকপক্ষগণও বুঝিলেন, এরূপ দুর্নীতিপরায়ণ শিক্ষকের সংসর্গ কোমল-মতি বালকদিগের পক্ষে হিতকর নহে। তাঁহারা শ্যামকে বিদায় দিলেন। এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, শ্যামের প্রতি অন্য শিক্ষকগণের এ জিঘাংসা কেন? তাঁহারা কি ইচ্ছা করিতেন ছাত্রেরা তাঁহাদের চারিপাশে ভিড় করিয়া দাঁড়াক। না! ছাত্রদিগকে তাঁহারা গোমাংসের ন্যায় অস্পৃশ্য মনে করিতেন। এই অস্পৃশ্য পদার্থটা আর কাহারও প্রীতি উৎপাদন করিবে ইহা তাঁহারা সহ্য করিতে পারিতেন না, এইমাত্র।

কেবল স্কুল হইতে নহে, সমাজ হইতেও শ্যামের চাকুরী গেল। তাঁহার জীবনের একটা প্রধান কাজ ছিল রোগীর সেবা করা। অনাহূত, রথাহুত হইয়া তিনি অনেক বাড়ীতে গিয়াছেন, এবং অনেকদিন ধরিয়া অনেক রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছেন। গৌরীকে বিবাহ করিবার পর কিছুদিন আর কেহ তাঁহাকে ডাকিল না। তবে

ঐ কিছুদিন মাত্র। হাজার হোক, গৃহী লোক, পরকালের জন্য ইহকালকে একেবারে বিসর্জ্জন দিতে পারে না। কুইনিনের মত শ্যাম যে সমাজে ঘোর অনর্থ ঘটাইতেছেন এ বিষয়ে বক্তৃতার অভাব ছিল না। কিন্তু বিপদে আপদে লোকে তাঁহারই শরণাপন্ন হইতে লাগিল,—কেহ বা গোপনে, কেহ বা প্রকাশ্যে।

শ্যাম আর একটা চাকুরী জোগাড় করিলেন বটে। কিন্তু চাকুরীর স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তাঁহার আস্থা চলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন, কেশের দৈর্ঘ্য বা সূত্র বিশেষের গ্রন্থির সাহায্যে যে দেশে শিক্ষক নির্ব্বাচিত হয় সে দেশে তাঁহার চাকুরী যাইবে বহুবার। অল্প দিনের মধ্যে হয়ত তাঁহার ভবের চাকুরীই ছুটিয়া যাইবে। তখন গৌরীর গতি কি হইবে? তিনি উঠিয়া পড়িয়া লাগিলেন। গৌরীকে উপার্জ্জনক্ষম করিবার জন্য। তাড়াতাড়ি তাহাকে শিক্ষিত করিয়া School-mistress করা যাইবে না। ঝুড়ি বুনিয়াও তাহার সংসার চলিবে না। শ্যাম স্থির করিলেন, তিনি গৌরীকে Nursing শিখাইবেন। তিনি নিজে যাহা জানিতেন, শিখাইলেন; নিশিকে দিয়া কিছু কিছু শিখাইলেন; যেখানে রোগচর্য্যা করিতে যাইতেন গৌরীকে সঙ্গে লইতে লাগিলেন; এবং শেষে তাহাকে একাই ছাড়িয়া দিলেন।

নিশি বলিল, "আপনি ওঁকে একা ছেড়ে দেন!"

শ্যাম। কেন বল দিকি? তোমার ভয় হচ্ছে এতে ওঁর দেহের পবিত্রতা রক্ষা না হতে পারে?

নিশি। হাঁ।

শ্যাম। দেহের পবিত্রতা রক্ষা করা ত ওঁর কাজ নয়।

নিশি অবাক্ হইয়া গেল।

শ্যাম বলিলেন, "নারীর পবিত্রতা রক্ষা করা পুরুষের কাজ। হয়

সে সভ্য হয়ে তার সম্মান রক্ষা করবে, নয় সে সবল হয়ে তাকে অত্যাচার থেকে রক্ষা করবে। নারীর কাজ শুধু নিজেকে পবিত্র রাখবার চেষ্টা করা।

নিশি। তাত বটে।

শ্যাম। গৌরী চেষ্টা করবেন না মনে হচ্ছে?

শ্যাম। না, তা কেন বলব? তিনি চেষ্টা করবেন, এর চেয়ে বেশী কিছু ত আমার জানবার দরকার নাই। চেষ্টা ক'রে নিষ্ফল হলে আমার কাছে তাঁর দর কমবে না।

নিশি। কিন্তু—

শ্যাম। আর তাঁর যদি পবিত্র থাক্‌বার চেষ্টা বা ইচ্ছা না থাকে, তবে বেঁধে রাখ্‌লেই কি তিনি সাধু হবেন? তা যদি হয়, ত সকলের চেয়ে বেশী সাধু আছে জেলখানায়।

নিশি। আমি তা বল্‌চি না। আমি বলচি, আমাদের দেশ ত এখনও তেমন সভ্য হয় নি। নারীর সম্মান রাখ্‌তে শেখেনি এখনও লোকে।

শ্যাম। তা যদি হয় ত সেই লোকগুলোকে দণ্ড দাও, ঘরে বন্ধ রেখে। আমার স্ত্রীর ওপর অত্যাচার করতে চাও কেন? "রাবণস্য চ দৌরাত্ম্যাৎ" সীতাকে ত্যাগ করা আমি বুঝতে পারি না।

নিশি। কিন্তু পুরুষদের ত আমরা বন্ধ করতে পারচি না।

শ্যাম। তাই মেয়েদের বন্ধ ক'রে রাখ্‌তে চাও? কোন্ অধিকারে? তোমরা তাদের মালিক ব'লে?

নিশি। না,—ঠিক—

শ্যাম। ওঁদের মাটী খুঁড়ে পুতে ফেললে হয় না? তা হলে আর সতীত্ব লোপের সম্ভাবনাই থাকে না।

নিশি। আমি কি এতই বাড়াবাড়ি করুচি ?

শ্যাম। ও! পুতে ফেললে ম'রে যেতে পারে। এটা তুমি পছন্দ কর না। দেহকে নষ্ট করুতেই আপত্তি, মনকে নষ্ট করুতে নয়? মানুষের মনটা দেহের চেয়ে দামী না ?

নিশি। মনকে নষ্ট করুতে চাই, আপনি কোথা থেকে পেলেন ?

শ্যাম। তুমি যে শিক্ষা দিতে বারণ করুচো!

নিশি। করি নি ত।

শ্যাম। কর নি? আমাকে nurse ক'রেই কি তিনি nursing শিখ্‌তে পারুবেন ?

নিশি। Nursing-এর কথা আলাদা।

শ্যাম। Nursing থেকেই ত কথাটা উঠ্‌লো। যাক্—তা হলে এমন কতগুলো শিক্ষা তোমার জানা আছে যার জন্যে বাইরে যেতে হয় না। কি বল দিকি সেগুলো? রাঁধা? বাসন মাজা? ঘর সাজান? ছেলে দেখা? গৃহিণীপণা করা? এ কাজগুলো কিন্তু পুরুষেরা ইচ্ছা করুলে মেয়েদের চেয়ে ভাল পারে,—তারা বাইরে থাকে ব'লে।

নিশি। তাঁর ওপর কোন অত্যাচার হলে আপনার কষ্ট হবে না ?

শ্যাম। কষ্ট হবে বৈ কি। বাজার করুতে গিয়ে গাড়ী চাপা পড়্‌লেও ত কষ্ট হয়। তা ব'লে বাজারে যাওয়া বন্ধ করি না ত। দেখ, 'সতীত্ব' জিনিসটা দরকারী। খুব দরকারী। এমন কি দাঁত পরিষ্কার রাখার মত দরকারী। কিন্তু ওটার ওপর আমরা বড় বেশী দাম দিচ্ছি। আমরা মনে কচ্চি শুধু দাঁত পরিষ্কার থাকুলেই মানুষ বড় হবে। তা হয় না কিন্তু। তাকে কাজ করুতে হবে। কাজ দেখিয়ে তাকে বড় হতে হবে। আজ যদি আমাদের ঘরে এমন কোন

'লক্ষহীরা' জন্মায় যে তার রূপ বিক্রী ক'রে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা অর্জ্জন করতে পারে, তবে সে মেয়ে অমর হবেই। তোমার ঘোমটাপরা সতীরা বিস্মৃতির মহাপঙ্কে মিলিয়ে যাবার ঢের পরেও সে বেঁচে থাকবে, এবং পূজা পাবে।

নিশি। তা সত্যি।

শ্যাম। খুবই সত্য।—তবে তোমাকে একটা সান্ত্বনা দিই, গৌরীর কোন ভয় নেই। আমার বুকের ছাতি এখনও ৪৪ ইঞ্চি।

৪

নিমজ্জমানকে জল হইতে টানিয়া তুলিলেই কর্ত্তব্য শেষ হয় না। বরং তখন হইতেই কর্ত্তব্যের আরম্ভ হয়। Artificial respiration দেওয়া, সেঁক দেওয়া, কম্বল আনা, ডাক্তার ডাকা এমনই দুই শত কাজের মধ্যে পড়িয়া যাইতে হয়। গৌরীকে বিবাহ করিয়া শ্যামাচরণের সেইরূপ অনেকগুলা কাজ বাড়িয়া গেল। এখন হইতে গৌরী শুধু সমাজের পরিত্যক্তা নয়, প্রপীড়িতা। তাহাকে বুক দিয়া রক্ষা করিতে হইবে, নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিখাইতে হইবে। শ্যামাচরণ তাহার উদ্যোগ করিয়াছেন। তারপর গৌরীর গর্ভে যে সন্তান হইল বা হইবে তাহাদের যাহাতে পরের গলগ্রহ না হইতে হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অর্থাৎ কিছু মূলধন রাখিয়া যাইতে হইবে। এবং তাহাদের উপযুক্ত শিক্ষা দিতে হইবে। শিক্ষার পথে কিন্তু বিঘ্ন অনেক। সাধারণ স্কুলে পড়িলে তাহাদের লাঞ্ছনার অবধি থাকিবে না। কৃশ্চান বা মুসলমান স্কুলে ভর্ত্তি করিলে চলিতে পারে। কিন্তু

সেখানে একটা ধর্ম্মপুস্তক বিশেষভাবে পড়ান হইবে। এইটী শ্যামাচরণ পছন্দ করিতেন না। যে প্রতীকার করিতে পারে না, প্রতিবাদ করিতে পারে না, এমন একটী অসহায় শিশুর মনকে এমনি করিয়া কোন একটা বিশেষ ধর্ম্মমতের ছাঁচে পাকা করিয়া গড়াকে তিনি অতি হীন কাজ মনে করিতেন। তিনি স্থির করিলেন ধর্ম্ম ও ধার্ম্মিকের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়া তিনি তাহাদের নিজেই শিক্ষা দিবেন।

দুঃখের বিষয় শ্যামাচরণ তাঁহার প্রতিজ্ঞা পালন করেন নাই। স্ত্রীপুত্রের প্রতি কর্ত্তব্য আরম্ভ করিয়াছিলেন, শেষ করেন নাই। তাঁহাদের অতি অসহায় অবস্থায় সমাজের শরশয্যায় নিক্ষেপ করিয়া, একদিন আষাঢ়ের নবঘনপরিম্লান নিশীথে, নিজের চুয়াল্লিশ ইঞ্চি বুকের ছাতি লইয়া, কোন্ অপরিচিত চির-তমিস্রার দেশে পলায়ন করিলেন, কেহ সন্ধান পাইল না। জীবনের খাতায় তিনি কর্ত্তব্যের যে একটি লম্বা লিষ্ট তৈয়ার করিয়াছিলেন তাহার গোড়ার দিকে একটা কালো দাঁড়ি টানিয়া কৃতান্ত তাড়াতাড়ি হিসাব শেষ করিয়া ফেলিলেন। দাঁড়ির পরের itemগুলা নিরর্থক জঞ্জালের মত পড়িয়া রহিল।

ধনুষ্টঙ্কার রোগে শ্যামাচরণের মৃত্যু হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার একটী ছাত্র উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়, এবং শ্যামাচরণ তাঁহার শুশ্রূষা করেন। ইহাতেই রোগের উৎপত্তি, এইরূপ চিকিৎসকগণের ধারণা। যোগেন্দ্র প্রভৃতি ধার্ম্মিক ব্যক্তিগণ কিন্তু তাহা বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহারা শ্যামের প্রচণ্ড নাস্তিকতাকে এই উৎকট রোগের কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেন।

রামময় যখন শ্যামকে দেখিতে আসিলেন, তাঁহার মনে হইল

যোগেন্দ্র প্রভৃতি ঠিক কথাই বলিয়াছেন। শ্যাম চিরকাল ঈশ্বরকে লইয়া বিদ্রূপ করিয়া আসিয়াছেন। আজ তাই তাঁহার মুখে একটা ঘৃণা ও বিরক্তিমিশ্রিত বিদ্রূপের ভঙ্গী দৃঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। তিনি ধর্ম্ম ও সমাজের সকল বন্ধন ছিন্ন করিয়া বুক ফুলাইয়া বাহির হইয়াছিলেন, আজও কথায় কথায় বুক চিতাইয়া শয্যা ছাড়িয়া যেন উঠিবার চেষ্টা করিতেছেন, এবং শ্রমাধিক্যে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিতেছেন।

রামময় সভয়বিস্ময়ে দেখিলেন সর্ব্বশক্তিমান আজ চীনামুল্লুকের নৃশংস নিপুণতার সহিত শ্যামের প্রতি কর্ম্মের প্রতিশোধ লইতে বসিয়াছেন, কড়ায় গণ্ডায়। তিনি বলিলেন, "আর ওষুধ বিষুধে কি হবে? হরিনাম কর। হরিনাম কর। ভগবান্ প্রসন্ন না হলে শ্যামকে কেউ বাঁচাতে পারবে না।" কিন্তু হরিনাম শুনিবার অধিকার শ্যামের নাই। শব্দমাত্রেই তাঁহার spasm বাড়িয়া যায়।

পাতকীর ভবপারের খেয়ার কড়ি, অন্তিমকালের হরিনাম, তাহা হইতেও তিনি বঞ্চিত হইলেন। রামের আর বুঝিতে বাকী রহিল না যে শ্যামের প্রতি ভগবান আদৌ প্রসন্ন নহেন।

শ্যাম জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে অনেকের সেবা করিয়াছেন। নিজে কিন্তু কাহারও সেবা লইলেন না। নিতান্ত অনাথের মত ইহলোক ত্যাগ করিলেন। নিশির ডাক্তারী ও গৌরীর nursing এই চরম মুহূর্ত্তে কোন্ কাজে লাগিল না। তাহারা পাষাণ-পুত্তলির ন্যায় নিশ্চেষ্ট হইয়া পার্শ্বে বসিয়া রহিল, তাঁহার যন্ত্রণার এক কণাও কমাইতে পারিল না। কমাইবার চেষ্টা করিলে যন্ত্রণা আরও বাড়িয়া যায়। তাঁহাকে স্পর্শ করিলে spasm বাড়ে, পাখা করিলে spasm বাড়ে, মুখে জল দিলে spasm বাড়ে, কথা কহিলে spasm বাড়ে। ধর্ম্মভীরু ব্যক্তিগণ বলিলেন, বিধাতার Penal code-এ ইহাও একটা দণ্ড!

ধার্ম্মিকের মনকে যদি জিজ্ঞাসা করা যাইত শ্যামের জন্ত highest penaltyর ব্যবস্থা হইল কেন ? তবে সে উত্তর করিত, "হইবে না ? এখানে ফরিয়াদী নিজেই যে দণ্ডদাতা। শ্যামের সমস্ত অপরাধ যে বিচারকেরই বিরুদ্ধে। তিনি যে libel করিয়াছেন,—ঈশ্বরকে অসত্য, অশিব, অসুন্দর বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক ত তিনি সেরূপ নন। তিনি যে সত্যং শিবং সুন্দরম্ !"

৮

"বিলাত দেশটা মাটীর।" শশীর কিন্তু সেরূপ মনে হইল না। ধূমজ্যোতিঃ-সলিলমরুতের সন্নিপাতে এই দেশ অভ্রবলম্বিত মহেন্দ্র-লোকের প্রতিচ্ছবিরূপে তাহার কল্পনাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া দিল। এখানকার অবিচ্ছিন্ন সৌধশ্রেণী, অবিশ্রাম জনপ্রবাহ, অবন্ধুর রাজপথে অবারিত রথ ; এখানকার নির্ম্মল গৃহদ্বার, নিখুঁত গৃহস্থালী, পরিচ্ছন্ন আসবাব ও পরিস্ফুট সৌন্দর্য্যবোধ ; এখানকার অদম্য উৎসাহ, অদম্য কর্ম্মবেগ, অশান্ত ক্রীড়া ও অক্লান্ত আমোদ ; এখানকার অখণ্ড শৈশব, অক্ষুণ্ণ যৌবন, অকুণ্ঠিত পৌরুষ ও অগুণ্ঠিত নারীত্ব ; এখানকার সুসংযত ভাষা, ভাবুকতা ও পরিচ্ছদ ; সহজাত স্বাস্থ্য ও সত্যনিষ্ঠা ; অভীত স্বাতন্ত্র্য ও অদীন শিষ্টাচার ; সমস্তই তাহার হৃদয় মনকে মুগ্ধ করিল।

শশী আশ্চর্য্য হইয়া দেখিল, সে যখন তখন সাহেব মেমের ভীড়ের মধ্য দিয়া বুক ফুলাইয়া যাইতে পারে,—গুঁতার ভয়ে সঙ্কুচিত হইয়া ড্রেণে নামিতে হয় না, দোকানদারগণ তাহাকে Sir বলিয়া সম্বোধন করে এবং কথায় কথায় thanks দেয় ; বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও তাহার সহিত

এক টেবিলে খাইতে দ্বিধা করেন না ; প্রবীণারা তাহাকে স্নেহ করেন এবং নবীনারা তাহার রসিকতায় হাসিয়া লুটাইয়া পড়েন।

কেবল তাহাই নহে, Miss Lucy Kerr নাম্নী একজন শ্বেতাঙ্গী সুখে, দুঃখে, উত্থানে, পতনে তাহার সহচরী হইতে অনিচ্ছুক নহেন।

Miss Lucy Kerr একজন ভারতীয় সিবিলিয়ানের কন্যা তাঁহার জন্ম ও শিক্ষা ভারতবর্ষে। শিক্ষা সম্পূর্ণ করিবার জন্য তিনি মাতার সহিত কিছুদিন ইংলণ্ডে বাস করিতেছিলেন। তিনি নিজেকে ভারতবর্ষীয় বলিয়া পরিচয় দিতেন এবং বেশ বাংলা বলিতে পারিতেন। ইহাতে শশীর মনে কেন সৌভাগ্যগর্ব্বের উদয় হইত বলা শক্ত। ভারতের সহিত পরিচয়ের প্রয়াগক্ষেত্রে তাহারা দুইজনে গঙ্গাযমুনার মত মিলিত হইল। তারপর কত dance, dinner, party, picnic, Hyde Park ও Crystal palaceএর মধ্য দিয়া ছুটিতে ছুটিতে দুই জনে কোন এক সময়ে একরঙা হইয়া উঠিল,—সাদায় কালোয় আর ভেদ রহিল না। শেষে একদিন Miss Kerr যখন বলিলেন, "আপনি জানেন, আমরা চ'লে যাচ্চি ?" তখন শশীর হৃদ্স্পন্দন যেন বন্ধ হইয়া গেল। সে জিজ্ঞাসা করিল, "কোথায় যাবেন ?"

Miss Kerr. আমরা ভারতবর্ষে ফিরে যাচ্চি।—Won't you miss me ?

Miss me ! ফুস্‌ফুস্‌টা বাদ দিলে মানুষ কি তাহার অভাব বোধ করে ? Miss Kerr-বিহীন জীবন যে শশীর কাছে আজ শূন্যময়। তিনি চলিয়া যাইলে ইংলণ্ডের লোকসংখ্যা যে কোটী হইতে শূন্যের কোঠায় নামিয়া পড়িবে।

শশী বলিল, "আর আপনি ? আপনার বেশ ভাল লাগ্‌বে ?"

Miss Kerr. খুব ভাল লাগবে না তবে—

শশী। আপনি ফিরে গিয়ে বিবাহ কর্‌বেন, সুখী হবেন—

Miss Kerr. I don't know.

শশী। কোন বাঙ্গালী যদি আপনাকে বিবাহ কর্‌তে চায়?

Miss Kerr. আমার ত ভালই লাগে।

তারপর কতকগুলা বাঁকা কথা, ভাঙ্গা কথার ভিতর দিয়া প্রকাশ হইল যে শশী Miss Kerrকে বিবাহ করিতে চায়, এবং Miss Kerr শশীর মুখে এই কথাটী শুনিবার জন্য এতদিন অপেক্ষা করিতেছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় Mrs Kerr-ও এ বিবাহে অমত করিলেন না। স্থির হইল শশী দেশে ফিরিয়া গিয়া বিবাহ করিবে।

এই সম্ভাবনায় উৎকট আনন্দ বিরহের তিক্ততার সহিত মিশ্রিত হইয়া Saccharine-এর মত শশীর মনকে কিছুকাল তন্ময় করিয়া রাখিল। কিছুদিন আর সে লেখাপড়ায় মন দিতে পারিল না। এমন সময়ে ভূপতির পত্র আসিল। শশীর সফল Courtship-এর সংবাদে প্রচুর আনন্দ প্রকাশ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন, "Court করা যায় যে কোন মেয়েকে, from China to Peru. For, girls are courtable, portable substances. তবে উদ্বাহের পূর্ব্বে একটা কথা মনে রাখা ভাল যে, কোন স্বাধীন জাতের মেয়ের গর্ভে কতকগুলা slave-এর জন্ম দিলে তিনি কখনো তোমাকে ক্ষমা কর্‌বেন না।" ভূপতির পত্র আকস্মিক বাধার মত পথের মাঝখানে খাড়া হইয়া শশীর ছুটন্ত মনোরথকে একেবারে কাৎ করিয়া দিল। শশী মস্ত একটা ঘা খাইয়া ভাবিতে লাগিল, সত্যই, সে slave বৈ আর কি?

শশী দেখিল, সে বা তাহার সন্তানগণ যেটুকু সম্মান ও সুবিধা ভোগ করিতে পারিবে তাহার অনেকটাই কলারের জোরে। কলারটা খুলিয়া ফেলিলেই দেখা যাইবে তাহারা একেবারে পথের কুকুর!

পথের কুকুর হইয়া সে সিংহীকে কামনা করিয়াছে! কিন্তু সিংহী নিজেও ত বাধা দিলেন না। তিনি হয়ত তাহাকে ঠিক চিনিতে পারেন নাই। না! Miss Kerr-কে সে এমন করিয়া বিপন্ন করিবে না! শশী ঠিক করিল, সে পত্রে নিজের অবস্থা জানাইয়া বিবাহ সম্বন্ধ ভাঙিয়া দিবে। কিন্তু পারিল না। ভাবিল এ অপ্রিয় কার্য্যটা দেশে গিয়াই করিবে। বিদেশ হইতে মনের ভাব ঠিক বুঝাইয়া উঠিতে পারিবে না। কিন্তু Miss Kerr-কে এতদিন এমনি করিয়া মিছামিছি আবদ্ধ রাখা কি ভাল? শশী তাহারও উপায় করিল,—চিঠির সংখ্যা ও আয়তন কমাইয়া ফেলিল। Miss Kerr-এর চিঠিগুলির সংখ্যা ও আয়তন সেই অনুপাতে কমিল। কিন্তু মৃগনাভির মাত্রা কমিলেও তাহার সৌগন্ধ ও সঞ্জীবনী-শক্তি কমে না।

৬

Christianityকে শশী কখনও মনের সহিত গ্রহণ করে নাই; মানুষের পাঁজরায় এক সময়ে পঁচিশটা হাড় ছিল, ঈশ্বরের আকার অনেকটা ইহুদী, রেড ইণ্ডিয়ান, হটেণ্টট্ আর এস্কিমোর মত, এগুলা সে বিশ্বাস করিত না। সে কৃশ্চান হইবার সময় বলিয়াছিল, "যে-ধর্ম্ম মানুষকে মানুষ বলিয়া দেখিতে শিখায় সেই ধর্ম্ম গ্রহণ করবো।" কিন্তু মানুষকে মানুষ বলিয়া দেখিতে শিখায় এ ধর্ম্ম কোথায় আছে? কোনটা সে? Christianity নয় নিশ্চয়। এই Christianityই না এক সময়ে গির্জ্জার বেদী হইতে প্রচার করিয়াছিল যে কতকগুলা মানুষ সৃষ্ট হইয়াছে শুধু দাস হইবার জন্য, ইহাদের পশুর মত শিকল

বাঁধিয়া রাখিতে হয়, ইহাদের স্ত্রীলোকগুলাকে যথেচ্ছ ভোগ করিতে হয়, এবং তাহাদের গর্ভে উৎপন্ন সন্তানকে মায়ের কোল হইতে ছিনাইয়া লইয়া বিক্রয় করিতে হয়? এই Christianityই না জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে সকল ভারতবাসীর পিঠে চাবুক মারিয়াছে—"Waiting room for Indian Women"? ভারতবর্ষের সাড়ীপরিহিতা নারী, শিক্ষা ও চরিত্রে যেমনি হউক, তাহাদের কুলমর্য্যাদা যতই থাকুক, তাহারা যেমন ঘরের ঘরণীই হউক না কেন কেন, সকলেই Women! সকলেই she-native! অতএব ইহাদের সম্বন্ধে যাহা ইচ্ছা বলা যাইতে পারে, যদৃচ্ছ ব্যবহার করা যাইতে পারে, ইহাদের প্রতি অত্যাচার করিলেও দোষ নাই। একবার তেরবছরের একটী native womenএর প্রতি ইউরোপীয়ের অত্যাচার লইয়া শশীর সহিত তাহার একজন পদস্থ ইংরেজ বন্ধুর আলাপ হইয়াছিল। বন্ধুটী ব্যাপারটা উড়াইয়া দিলেন। বলিলেন, "তুমি ভুলে যাচ্চ যে এ ভদ্রলোকটী Christian Countryতে মানুষ হয়েছে, সে এমন কাজ কিছুতেই করতে পারে না।" আজ অনেক দিন পরে শশীর এই ইংরেজ বন্ধুর উক্তিটীর তাৎপর্য্য বুঝিবার চেষ্টা করিল। হইতে পারে তিনি মিথ্যা কথা বলিয়া তাহাদের দলের একজন নবপিশাচের prestige বাঁচাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, অর্থাৎ native বালিকার উপর অত্যাচারকে তিনি তত গুরুপাপ মনে করিতেন না,—nativeরা মানুষ নয় বলিয়াই হয়ত। যদি এমন হয় যে ইংরেজ বন্ধুটী যাহা বলিয়াছিলেন তাহা সত্য, অর্থাৎ নারীর প্রতি বিশেষতঃ বালিকার প্রতি, অত্যাচার Christian Countryর লোকের স্বভাব-বিরুদ্ধ, তবে তাঁহারা যে native womenএর উপর অত্যাচার করেন তাহার কারণ তাঁহারা এই নারীদের মানুষ মনে করেন না। শশী স্বকর্ণে একজন উচ্চপদস্থ

ইংরেজকে বলিতে শুনিয়াছে যে ভারতীয় নারীদের কাছে সতীত্বের মূল্য এত অল্প, যে তাহারা কোন ব্যক্তিবিশেষকে বিপন্ন করিবার জন্য উক্ত ব্যক্তি কর্ত্তৃক নিজেদের সতীত্বহানি হইয়াছে বলিয়া রটাইয়া থাকে। তারপর স্বচ্ছন্দমনে ডাক্তার কর্ত্তৃক পরীক্ষিত হয়, এবং আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াইয়া হাজার লোকের সমক্ষে অত্যন্ত লজ্জাকর জেরার জবাব দেয়।

শশী নিজে ইংরেজের নিকট হইতে যথেষ্ট সদ্ব্যবহার পাইয়াছে। আজ কিন্তু এই সদ্ব্যবহারের মধ্যে একটা গভীর অশ্রদ্ধাকে প্রচ্ছন্ন দেখিতে পাইল। তাহার চারিদিকের আবেষ্টন চলন্ত ট্রেনের খট্ খট্ খটাখট শব্দের মত এক সময়ে তাহার মনের সুরে সুর মিলাইয়া বলিয়াছিল, "সত্যই সুখে আছ, সত্যই সুখে আছ;" আজ তেমনি তাহার মনের কথার নকল করিয়া বলিতেছে, "দুঃখের কোথা শেষ? দুঃখের কোথা শেষ?" তাহার মনে পড়িল সে যখনই কোন কৃতিত্ব দেখাইয়াছে তখনই তাহার ইংরেজ বন্ধুরা জিজ্ঞাসা করিয়াছে সে কৃশ্চান কি না? তাহার রক্তে white blood আছে কি না? কি স্পর্দ্ধা! ইঁহারা মনে করেন গুণপনা কেবল তাঁহাদের একচেটে। তাই দম্ভভরে missionary পাঠাইয়াছেন পৃথিবীর সমস্ত লোককে Christianity ও trouserএ দীক্ষিত করিবার জন্য। যাহাদের সভ্যতা শিক্ষা দিবেন তাহাদের মধ্যে কিছু সভ্যতা আছে কি না, ইঁহাদের চেয়ে বেশী আছে কি না জানিতে চান না; এবং কেহ জানাইতে আসিলে অসহিষ্ণু হইয়া পড়েন। ইঁহারা নিজেদের গলায় ক্রুশবিদ্ধ যীশুর মূর্ত্তি ঝুলাইয়া জগতের পৌত্তলিকতার উচ্ছেদ করিবেন, গায়ে low-necked জামা পরাইয়া নারী জাতির লজ্জা নিবারণ করিবেন, এবং কর্ম্মবাদের মত পক্ষপাতরহিত পরলোক-পরিকল্পনাকে হাসিয়া

উড়াইয়া তাহার স্থানে বসাইবেন নিজেদের ছেলেভোলান অনন্ত-স্বর্গ-নরকের বিভীষিকা।

শশী এখন হইতে নিজেকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতে লাগিল এবং হিন্দুর হইয়া তর্ক করিতে লাগিল। সে দেখাইল হিন্দুকে সত্যই পৌত্তলিক বলা যায় না। হিন্দু নানা মূর্ত্তিতে একই ঈশ্বরের পূজা করে, কোন একটা মূর্ত্তিকে ঈশ্বরের মূর্ত্তি মনে করে না এবং সত্যই তেত্রিশ কোটী ঈশ্বর স্বীকার করে না। যে মূর্ত্তির পূজা করিবে তাহাকেও প্রাণপ্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে ও বিসর্জ্জনের পরে সে মাটীর ঢিপির মতই দেখে। সরস্বতী, কার্ত্তিক প্রভৃতির মূর্ত্তিকে শিশুরা ক্রীড়নকরূপে ব্যবহার করিলে তাহার প্রাণে আঘাত লাগে না। হিন্দুর যখন মূর্ত্তিপূজা করিতেছে তখনও সে জানে যাঁহার প্রতি ঈশ্বরের কৃপা হইয়াছে তিনি মূর্ত্তিপূজা করেন না। হিন্দুর মধ্যে বংশগত জাতিভেদ আছে এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় কি? তাহার শ্রীক্ষেত্রে জাতিভেদ নাই, তাহার বুদ্ধ, চৈতন্য জাতিভেদ মানিতেন না, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পরম শ্রদ্ধাস্পদ সেই সন্ন্যাসীগণ জাতিভেদ মানেন না। তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলে যজ্ঞোপবীতও বিসর্জ্জন দিতে হয়, একথা হিন্দু মাত্রেই স্বীকার করিবে! কোন একখানি পুঁথি, বা কোন একটী শ্লোক তাহকে মানিয়া চলিতেই হইবে এ জুলুম তাহার কোথাও নাই। তাহার ষড়দর্শনের মধ্যে নিরীশ্বর সাংখ্য, তাহার দশাবতারের মধ্যে নিরীশ্বর বুদ্ধ, তাহারা যাঁহাদের শ্রদ্ধা করে তাঁহাদের মধ্যে কেহ মহিষ বলি দেন, কেহ বা জীব মাত্রের প্রতি অহিংসাকে পরম ধর্ম্ম বলিয়া প্রচার করেন। বাস্তবিক ধর্ম্মে হিন্দু autocracy এড়াইয়াছে অনেকদিন।

তর্ক করিতে করিতে অনেকগুলি জিনিষ শশীর নজরে পড়িল

যেগুলির দিকে সে ইতিপূর্ব্বে তাকায় নাই। সে দেখিল হিন্দুর কাছে মনুষ্যত্বের যে আদর্শ ছিল তদপেক্ষা উচ্চতর আদর্শ আজও পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। হিন্দুপুরাণের ভীষ্ম কর্ণ গান্ধারী এই উনবিংশ শতাব্দীর কাব্য নাটকের নায়করূপে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইতে পারে। হিন্দু অনেক স্থলে বাহুবলের সুখ্যাতি করিলেও, কেবল বাহুবলের পূজা করে নাই। তাহার ঘটোৎকচ অতি নগণ্য।

হিন্দু রাজচক্রবর্ত্তীকেও বনবাসীর পদে নতশির করিয়াছে, ঐশ্বর্য্যকে খর্ব্ব করিয়াছে জ্ঞানের নিকট। তাহার "পঞ্চাশোর্দ্ধে বনং ব্রজেৎ" ভোগীকে নির্লোভ ও ত্যাগীকে নিরহঙ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছে। খাতক-মহাজনের অপ্রিয় সম্বন্ধকে সে হালখাতার আত্মীয়তায় সুন্দর করিয়াছে। অতিথিকে পূজার্হ করিয়া সে দাতার স্পর্দ্ধা খর্ব্ব করিয়াছে এবং দীনকে অপমানিত করে নাই। এক জনকেও অভুক্ত থাকিতে হয় না; অথচ উদরান্নের জন্য orphanage, workhouse প্রভৃতির লাঞ্ছনা স্বীকার করিতে হয় না, দীনভাবে ভিক্ষা করিতে হয় না, সিঁধ কাটিবার প্রয়োজন হয় না, এমন সমাজ আর কোথাও আছে? হিন্দুর বেদব্যাস পঞ্চপাণ্ডবকেও নরকভোগ হইতে মুক্তি দেন নাই, হিন্দুর রামচন্দ্র বিজিত রাবণের নিকট শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছেন, হিন্দুর রাজপুত শরণাগত শত্রুকেও প্রাণ দিয়া রক্ষা করিয়াছেন, হিন্দুর রাজা মুসলমানের জন্য মসজিদ নির্ম্মাণ করাইয়াছেন। পৃথিবীর ইতিহাসে আর কয়জন এমন মহত্ত্ব দেখাইতে পারিয়াছেন?

অবধীরিত ভারতবর্ষ আজ নবজাগ্রত সিংহের মত শশীর শ্রদ্ধাবিনত মনের উপরে লাফাইয়া পড়িল।

৭

দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে শশী নিশিকে যে পত্র লিখিয়াছিল তাহার শেষের দিকে ছিল, "আজ Mr.—তারিফ কচ্ছিলেন, আমি খুব ভাল ইংরেজী বলতে পারি ব'লে। এ রকম বাহবা আমি আরও দু'এক জনের কাছ থেকে পেয়েছি। আশ্চর্য্য! রামমোহন রায়, কেশবচন্দ্র সেন এঁরা ঘুরে যাবার পরেও ইংরেজ আমাদের এতই অবজ্ঞেয় মনে করে, যে আমাদের মুখে ইংরেজী শুনে তাক্ লেগে যায়! অথচ এই এক শ' বছরের কিছু বেশীদিন ইংরেজের সঙ্গে মিশে আমরা যতটা ইংরেজি শিখেছি ততটা আর কেউ পেরেছে? আমরা খাঁটি ইংরেজের মত ইংরেজী বলতে পারি, ফরাসীর মত French বলতে পারি, ফার্‌সী পড়্‌তে পারি পশ্চিমা মুসলমানের মত। এমন আর কেউ পেরেছে না কি? আমরা কত বড় বনেদি ঘরের ছেলে! আমরা কতকাল ধ'রে কত সভ্যতার সঙ্গে মিশেছি, তাদের সকলের রক্ত আজও আমাদের শিরা ধমনীতে বইচে, তাদের আকার প্রকার আমাদের মুখে চ'খে ছাপ রেখে গিয়েছে। আমরা যা পারি তা আর কেউ পারবে না। আমরা কৃশ্চানের চোখ দিয়ে Christকে, এবং মুসলমানের চোখ দিয়ে মহম্মদকে ভক্তি করতে পারি। এমনটী আর কোথাও দেখেছ? আমাদের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যা খুব কম। তার কারণ আমাদের শিক্ষার দিক দেখবার বিশেষ কেউ নাই। State না দেখলে ইংলণ্ড, জার্ম্মাণিও আজ আমাদেরই মত অশিক্ষিত থাকৃতো। যাক্, আমাদের এই অশিক্ষিত দেশের নিম্নতম স্তরেও যে উদারতা, যে ন্যায়-বুদ্ধি আছে, তা অনেক দেশের শিক্ষিত সমাজেও নেই বলে আমার মনে হয়। ইংরেজ ত নিজেকে আর নিজের জাত ভাইদের পৃথিবীর

শ্রেষ্ঠ জীব ব'লে মনে করে। তার বিশ্বাস পৃথিবীর বাকী লোকগুলার একমাত্র কল্যাণের পথ শুধু তাদের পদসেবা করা, আর তাদের কাছে শিক্ষানবীশী করা। আজও অনেক ইংরেজ Geology Zoology যাচাই ক'রে নিতে চান বাইবেলের কাছে! দেখে শুনে আমি অবাক হয়ে গেছি। তিন দিনের upstart আজ এক লাফে একেবারে বিশ্বজগতের গুরুর আসনে জেঁকে বসেছেন! আর এঁদের কাছ থেকে আমাদের সভ্যতার পাঠ নিতে হবে! কেন? এরা আমাদের জয় করেছেন বলে? জয় কর্‌লেই বড় হয় না। গ্যালিলিওকে যে বন্দী করেছিল তাকেই সকলে পূজা কর্‌চে না। বাঘ মানুষকে খেতে পারে ব'লেই সে মানুষের চেয়ে বড় নয়।

"হারতে পারা অনেক সময়ে মনুষ্যত্বের লক্ষণ। হারবার সাধনাতে মানুষ উনবিশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এগিয়ে এসেছে। তরোয়ালের খোঁচায় যে হারাতে পারে, তার জন্মান উচিত খ্রীষ্ট পূর্ব্ব ১৩৩২ সালে।

"সত্যিই আমার আর কিছু ভাল লাগচে না। এ সাহেবী ভাষা, পোষাক আর ধর্ম্ম সমস্তই আমাকে যেন অশুচি ক'রে তুলেচে। এ সমস্ত ছুঁড়ে ফেলে আমার মন উধাও ছুটতে চাইচে সেই সনাতন ভারতবর্ষের দিকে,—সেই ত্যাগের ভারতবর্ষ, কর্ম্মযোগের ভারতবর্ষ, অভুক্ত—অশিক্ষিত—বিরাটহৃদয় ভারতবর্ষ, 'নমস্তৎ কর্ম্মভ্যো বিধিরপি ন যেভ্যঃ প্রভবতি।'—বলবার মত বীর্য্যবান্ ভারতবর্ষ, নখদন্তহীন সভ্যতম ভারতবর্ষের দিকে।"

নিশি উত্তরে লিখিয়াছে, "তোমার ভারতবর্ষকে ভাল চিন্‌তে পারলুম না। এ কোন্ ভারতবর্ষ? আমি যে ভারতবর্ষকে জানি সেখানকার লোকদের নখদন্তহীন না ব'লে নখদন্তদীন বললে ভাল হয়। নিজেদের নখদন্ত নিয়েই তাঁরা বিব্রত হয়ে পড়েছেন। খুব

ফ্যাক্‌ড়ান শিংওলা হরিণের মত তাঁরা পরস্পরের সঙ্গে লড়াই করতে গিয়ে শিঙে শিঙে এমন জড়িয়ে পড়েছেন যে আর নডবার শক্তি নেই। এখন চামচিকে, টিকৃটিকির লাথি খেয়ে কোন রকমে বেঁচে আছেন। এখন সামনের ব্যক্তিটির শিংভাঙা ছাড়া এঁদের জীবনে আর কোন সাধনা নেই।

"আমার একবার মনে হচ্ছিল ভারতবর্ষ বলতে তুমি গুটিকতক বাঙালীকে বুঝেছ। পৃথিবীর মধ্যে এই একটা জাত আছে যার আকারে প্রকারে কোথাও গোঁড়ামী নেই। ইংরেজের মত ইংরেজী আর কাবুলীর মত পুস্তু বলতে কেবল এরাই সহজে পারে। এরা রাজেন্দ্র মল্লিকেব মত ভোগ কর্‌তে পারে, লালাবাবুর মত ত্যাগ করতে পারে। এরা মাইকেলের মত লিখ্‌তে পারে, কেশব সেনের মত বলতে পারে, মোহনলালের মত কর্ত্তব্য ক'রে মরতে পাবে। রামমোহন, ঈশ্বরচন্দ্রের মত পুরুষ আর রাণীভবাণী, স্বর্ণময়ীব মত স্ত্রীরত্ন এরা দরকার হলেই হাজির করতে পারে। এরা সকল কাজে বড় হতে পারে। এদের মত গোলামী করতেও আর কেউ বড পাবে না। মনিবের মনস্তুষ্টির জন্য এরা করতে পারে না এমন কাজ নেই। নীলকরের অত্যাচারে এঁদেব সাহায্য, ছিয়াত্তুরে মন্বন্তবে খাজনা আদায় এঁদের কীর্ত্তি।

"যাই হোক, ভাবতবর্ষের ওপর ভক্তি হয়েছে ব'লে ইংবেজকে গাল দেবার দরকার নেই। Upstart সে নয়। গ্রীক, রোমান প্রভৃতি প্রাচীন সভ্যতার প্রকাণ্ড ভিত্তির উপব দাঁড়িয়ে সে এত উঁচু হয়ে উঠেছে। গাল দিয়ে তাকে ছোট করা যাবে না।—জাতটা সত্যই বড়, রূপে বড়, গুণে বড, ধনে বড়, জ্ঞানে বড় ;—আমাদের চেয়ে ঢের বড়। আর একটা আশ্চর্য্য কথা,—ভারতবর্ষের গৌরবেব দিনে,

আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা আচার ব্যবহারে অনেকটা তোমার ঐ "upstart"দের মতই ছিলেন ব'লে সন্দেহ হচ্ছে। দেহপাত ক'রে বি, এ, পাশ করা, এবং ভুঁড়ি বাড়লেই স্বাস্থ্যোন্নতি হচ্ছে ভেবে উৎফুল্ল হওয়া, বোধ হয় তাঁরা পছন্দ করতেন না। কারণ এই ইংরেজদের মত তাঁদের সৌন্দর্য্যের আদর্শ ছিল, ব্যূঢ়োরস্ক পুরুষ, আর কৃশাঙ্গী স্ত্রী। আহারটাকে তাঁরা আধ্যাত্মিক না করবারই চেষ্টা করতেন। মাংসের মধ্যে ত বিশেষ বাছ বিচার করতেন না। মৃত পিতার উদ্দেশ্যে নিবেদন করবার সময় শূকর, গো, মৃগ, মৎস্যের কোনটাকে বাদ দিতেন না। আতাপি বাতাপির মটনের লোভে ঋষিদের মহলে ত মড়ক পড়ে গেল। 'হৃষ্ট ও প্রসন্ন হ'য়ে আচার্য্য গ্রহণ করবে' এরকম বিধান দিয়েছেন। শুনলে মনে হয় না যে তাঁরা আমাদের মত গোবর-লেপা চপ্‌চপে মাটীর ওপর উবু হয়ে বসে গপ গপ্‌ ক'রে কুমড়োর ঘণ্ট গিলতেন।

"এঁরা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জোর ক'রেই চালাবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু শূদ্র যদি কৃতিত্ব দেখাত ত দাবিয়ে রাখতে পারতেন না, তাদের ব্রাহ্মণত্ব দিয়ে দিতেন। এদিকে ব্রাহ্মণ কুকর্ম্মান্বিত হলে তার ঘাড় ধ'রে তিন ক্লাস নীচে নামিয়ে দিতেন। এঁরা বিবাহ করতেন যার তার ঘরে, বিদ্যালাভ করতেন যবন গুরুর কাছ থেকেও। এঁরা সমুদ্রযাত্রা করতেন। অথচ জাহাজের ওপর পিপেয় ক'রে গঙ্গাজল নিয়ে যেতেন না, ফিরে এসেও গোবর খেতেন না। এঁদের ক্ষত্রিয় শ্রীকৃষ্ণ গোয়ালার ঘরে বাস করবার সময় পাচক ব্রাহ্মণ সঙ্গে নিয়ে গিছলেন বলে শুনি নি।

"এঁদের মেয়েরা মেম সাহেবদের মত খট্‌ খট্‌ ক'রে পথে ঘুরে বেড়াতেন, ছেলেদের মত এবং অনেক সময়ে ছেলেদের সঙ্গে বিদ্যালাভ

করতেন, বেশী বয়সে বিবাহ করতেন, 'নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ" দ্বিতীয়বার বিবাহ করবার অধিকার পেতেন, এবং গান্ধর্ব্বমতে বিবাহ ক'রে জাতিচ্যুত হ'তেন না। সমাজে এঁদের অহল্যা, কুন্তীর নিন্দা ছিল। কিন্তু তা ব'লে তাঁদের আত্মহত্যা করবার দরকার হয় নি।"

নিশির পত্রের ভিতর দিয়া শশী ইংরেজকে ভক্তি করিবার সুযোগ পাইয়া বাঁচিল।

৮

তখন শ্রাবণ মাস। মসীকৃষ্ণ সমুদ্র তখন দলিতফণ ভুজঙ্গমের মত ফুলিয়া ফুলিয়া তাল পাকাইয়া উঠিতেছিল। এক সপ্তাহকাল শশী জাহাজের কেবিন হইতে বাহির হইতে পারে নাই। এই এক সপ্তাহকাল সে বিছানায় শুইয়া জগচ্চরাচরে কোথাও একটী স্থির পদার্থ খুঁজিয়া খুঁজিয়া ফিরিতেছিল। Beef, ham, kidney, liver, ইত্যাদির নামে তাহার বমি আসিতে লাগিল। বিলাতের অন্ন যাহা কিছু উদরসাৎ করিতেছিল তাহার শেষ কণাটী পর্য্যন্ত উদ্গীর্ণ করিয়া সে যখন শুদ্ধচিত্তে গৈরিকবসনা ভাগীরথীর শান্তশীতল ক্রোড়ে ফিরিয়া আসিল, তখন সে প্রাণ খুলিয়াই বলিয়াছিল

"ত্বত্তীরে-তরুকোটরান্তর্গতো গঙ্গে বিহঙ্গো বরং।
ত্বন্নীরে নরকান্তকারিণি বরং মৎস্যোঽথবা কচ্ছপঃ॥

এ ভক্তি কিন্তু বেশীক্ষণ রাখা গেল না। অল্পক্ষণের মধ্যেই শশীর নজরে পড়িল মাঝিদের কাল উলঙ্গ মূর্ত্তি। এমন উলঙ্গ মানুষ সে গত

তিন বৎসরের মধ্যে কোথাও দেখে নাই। তাহার মনে হইল সে কি Zululand-এ প্রবেশ করিতেছে? পোষাকের উপর অবশ্য মনুষ্যত্ব নির্ভর করে না। কিন্তু পৃথিবীর সভ্যসমাজে এ উলঙ্গদের আসন কোথায়? এই নগ্নকৃষ্ণ মূর্ত্তিগুলা শশীর ভাবাকাশের ঈশান কোণে একখণ্ড কাল মেঘের মত দেখা দিল। তারপর দেখিতে দেখিতে সেখানে যে ঝড় উঠিল তাহাতে তাহার কল্পলোকের ভারতবর্ষ চূর্ণ-দীর্ণ-বিকীর্ণ হইয়া গেল।

ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সহিত জ্ঞানে, প্রেমে, শশীর যোগ ছিল না। ভারতবর্ষ বলিতে সত্যই সে বঙ্গদেশকে বুঝিত। দূর হইতে এই বঙ্গদেশ নভশ্চর জ্যোতিষ্কের মত জ্বল জ্বল করিতেছিল। আজ কাছে আসিতেই দেখা গেল তাহা ইট মাটীর স্তূপ মাত্র। তাহার প্রতি হীনতা, মলিনতা, ও বন্ধুরতা শশীর চক্ষুকে পদে পদে ব্যথিত করিতে লাগিল। কোন আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যার আলোকপাত করিয়া আর সেগুলাকে মহিমান্বিত করা গেল না। একথা সে কিছুতেই অস্বীকার করিতে পারিল না যে, বাঙালী তাহার সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিরাট দৈত্যটাকে জড়ত্বের ক্ষুদ্র ভাণ্ডের মধ্যে আবদ্ধ করিয়া, কেবল হাই তুলিয়া জীবন কাটাইতে চায়। সে এম্ এ, পাশ করিবে নোট মুখস্থ করিয়া, দরজী হইবে কাঁচি না ধরিয়া, দেশের গোধন রক্ষা করিবে ভক্তির রসে, এবং পরহস্তকবলিত বাণিজ্যলক্ষ্মীর দিকে লোলুপ কটাক্ষে চাহিয়া থাকিবে। সে লোকারণ্যের মাঝখানে নিশ্চিন্ত নির্লজ্জ গঙ্গাস্নান করিয়া পবিত্রতা অর্জ্জন করিবে, অথচ পরিচ্ছন্নতার জন্য কিছুমাত্র প্রয়াস করিবে না; দুর্গন্ধ জঞ্জাল ঘরের কোণে জমা করিয়া রাখিবে এবং নিষ্ঠীবনাবনম্র দেওয়ালের পার্শ্বে টবলিা কম্বায় নাকমুখ গুজিয়া পরম নিরুদ্বেগে পড়িয়া থাকিবে,

দেশের অর্দ্ধেক মানুষকে সে গরু, ছাগল, হাঁড়ি, সরার মত ভোগেব বস্তু রূপে ব্যবহার কবে; অথচ এগুলাকে সুস্থ ও সুন্দর রাখিবার মত তাহার কিছুমাত্র উৎসাহ নাই, ইহাদিগকে নিজের দখলে আট্‌কাইয়া রাখার মত বুকের পাটাও নাই। ভেদ ও নিষেধের ফলা চালাইয়া নিজেকে সে সহস্র খণ্ডে ভাগ করিয়াছে; এই খণ্ডগুলার একটাতে ডাকাত পড়িলে আর একটা উৎফুল্ল হয়; একটার ঘর জ্বলিলে আর একটার গায়ে লাগে না। সে গ্রহণ করিতে জানে না, কেবল বর্জ্জন করিতেই শিখিয়াছে। বর্জ্জন করিতে করিতে efflorescent saltএর মত গুঁড়া হইয়া যাইতেছে, তথাপি চৈতন্য নাই। আকাশ-জোড়া অনাস্থা, আলস্য ও ঔদাসীন্যকে সে আধ্যাত্মিকতা বলিয়া প্রচার করে, এদিকে গোরা ফিরিঙ্গি, পুলিশ, পিয়ন, চাপরাসী, আরদালী সকলেব সেলাম জোগাইয়া কোনরূপে ঐহিক প্রাণটা বাঁচাইয়া চলে,—পথে ঘাটে পরের জুতা পরিপাক করিয়া, ঘরে আসিয়া সেগুলা উদ্গার কবে অসহায় শিশু ও অবলাদের উপর। এই কাপুরুষ জড়ধর্ম্মী হিন্দুর কোন একটী অস্পৃশ্য স্তরে সসঙ্কোচে বাস করিতে শশীর লজ্জা বোধ হইল। এদিকে কৃশ্চান সমাজে অন্ত্যজ হইয়া থাকিতেও তাহার ইচ্ছা নাই।

সে দেখিল, আজ যদি সে মুসলমান হয়, তবে পৃথিবীর সমস্ত মুসলমান তাহাকে কোল দিবে। সে তাহাদের প্রত্যেকের সহিত একাসনে বসিতে পারিবে, এক পাত্র হইতে আহার করিতে পারিবে। সাম্য ও ঐক্য পৃথিবীর কোথাও যদি থাকে ত ইহাদের মধ্যেই আছে। কিন্তু এ সাম্য ও ঐক্য শশীকে লুব্ধ করিল না। সে দেখিল, শ্রীক্ষেত্রের সাম্যের মত মুসলমানের সাম্য তাহার নীচকে স্পর্দ্ধিত করিয়াছে, উচ্চকে বিনীত করে নাই; এবং সকলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অধ্যবসায় নষ্ট

করিয়াছে। কাল যাহারা রাজত্ব করিয়াছে আজ তাহারা রাজমজুর হইয়াই পরিতৃপ্ত। ইহার উর্দ্ধে উঠিবার তাহাদের আগ্রহ নাই, আবশ্যকতাও নাই। মুসলমান সমাজের অতিকায় Dinosaur শুধু আয়তনের জোরে কতদিন বাঁচিয়া থাকিবে? মুসলমানের মধ্যে একতা আছে সত্য। কিন্তু শশীর মনে হইল এ একতার প্রতিষ্ঠা অজ্ঞতা, অসংশয় ও আত্মম্ভরিতার উপর। বিধর্ম্মী মাত্রেই অশ্রদ্ধেয়, জগতে একমাত্র তাহারাই ঈশ্বরের প্রিয়পাত্র,—এ বিষয়ে তাহাদের মধ্যে কিছুমাত্র মতভেদ নাই বলিয়া তাহারা ঐক্যবদ্ধ হইতে পারিয়াছে। কেহ মুসলমানকে অপমান করিয়াছে শুনিলে, পাড়ার সমস্ত মুসলমান অপমান-কারীকে প্রহার করিতে পারে। প্রশ্ন করে না, বিচার করে না, নিঃসঙ্কোচে প্রহার করিতে পারে ইহাই তাহাদের একতার একমাত্র না হৌক প্রধান নিদর্শন। কোথাও বন্যাপীড়িত, বা দুর্ভিক্ষপীড়িত নরনারীকে উদ্ধার করিবার জন্য মুসলমান দলবদ্ধ হইয়া আপনার গণ্ডীর বাহিরে ছুটিয়াছে, এমন একটী ঘটনাও শশীর মনে পড়িল না। তাহার মনে হইল, অজ্ঞতার নিবাত-নিষ্কম্প-প্রদেশ-সঞ্জাত এই একতার নিরবচ্ছিন্ন মেঘমালা একটু জ্ঞানের ফুৎকারেই বিচ্ছিন্ন বিলুপ্ত হইয়া যাইবে।

কোন নূতন সমাজে প্রবেশ করিবার পক্ষে সাম্য বা ঐক্যই একমাত্র আকর্ষণ নয়। যাহাদের সমকক্ষ হইতে চাই তাহাদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় কিছু থাকা আবশ্যক। বিরাট মুসলমান সমাজে শ্রদ্ধেয় কোথায় কি আছে শশীর জানা নাই। ইতর সাধারণের ন্যায় সে মনে করিত মুসলমান অহিরাবণের মত জন্মগ্রহণ মাত্র হাতিয়ার হাতে দেখা দিয়াছেন এবং তরবারির খোঁচায় নিজের দল পুষ্ট করিয়াছেন। নিরুপদ্রব কাফেরকে কোতল্ করিলে স্বর্গে যাওয়া যায়,—এই বিশ্বাসে

পুষ্ট হওয়াতে তাঁহাদের মধ্যে একটা রক্তমদিরতা আছে। এবং এই রক্তমদিরতা তাঁহাদের বিশেষ গর্ব্বের বিষয়। এক সময়ে তাঁহারা artএর চর্চ্চা করিয়াছিলেন; অনেক সময়ে কিন্তু ধর্ম্মের দরবারে artকে কুর্ণিশ করাইয়া ছাড়িয়াছেন,—তাহাকে তিনপদ অগ্রসর হইতে দিয়া দুই পদ পিছাইয়া দিয়াছেন;—তাজমহল নির্ম্মাণ করিয়াছেন, সঙ্গে সঙ্গে পরের ভাল যেখানে যাহা কিছু দেখিয়াছেন ভাঙিয়া তচ্ নচ্ করিয়া ফেলিয়াছেন।

শশী জানিত এতদিনের একটী বিরাট ধর্ম্মসম্প্রদায় সম্বন্ধে তাহার এই ধারণা হয়ত ভ্রমাত্মক। কিন্তু লোকের মনের এই বদ্ধমূল ধারণাকে দূর করিবার দিকে মুসলমানের নিজের ত কোন চেষ্টা দেখা যায় না। ধর্ম্মপ্রচারের দিকে তাহাদের যতটা আগ্রহ আছে, নিজের ধর্ম্মের প্রতি পরের ভক্তি উদ্রিক্ত করিবার দিকে তাহাব কণামাত্রও নাই। লোভ বা ভয়কেই ইঁহারা প্রচারকার্য্যে প্রধান সহায় বলিয়া মনে করেন।

শশী অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিল, লাঠির গুঁতায় যে "বিশ্বাস" পরের মনে প্রবিষ্ট করান যায় সে কেমনতর বিশ্বাস!

চিন্তা করিতে করিতে শশী হঠাৎ দেখিতে পাইল যে এই ভারতবর্ষের মধ্যে কেবল একটীমাত্র স্থানে আশ্রয় পাইয়া সে শান্তিলাভ করিতে পারে,—ব্রাহ্মসমাজ। দিগন্ত-প্রসারিত লবণাম্বুরাশির মধ্যে তালিবনশ্যামল দ্বীপপুঞ্জের ন্যায় এই ক্ষুদ্র ব্রাহ্মসমাজ তাহার নয়নমনকে আকৃষ্ট করিল। হিন্দুর মধ্যে যাঁহারা পুরুষ, যাঁহারা কর্ম্মী, যাঁহারা দলবদ্ধ হইয়া হিন্দু, মুসলমান, ব্রাহ্মণ, চণ্ডালের সেবা করিয়াছেন, দীনকে সমান আসন দিবার জন্য দীনতাকে বরণ করিয়াছেন, সত্যের জন্য স্বার্থকে বিসর্জ্জন দিয়াছেন এবং মনুষ্যত্বকে স্থান দিয়াছেন শাস্ত্রের

উপর, ইহা তাঁহাদের সমাজ। শিক্ষা ও স্বাধীন চিন্তার অনুসরণে যাঁহারা নিন্দা বিদ্রূপে ক্ষতবিক্ষত হইয়াছেন, যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মের সমস্ত অপ্রিয়, অসুন্দর ও অনাবশ্যককে বাদ দিবার চেষ্টা করিয়াছেন, অথচ উন্মাদের ন্যায় সবটা বর্জ্জন করেন নাই, ইহা তাঁহাদের সমাজ। এখানে অন্ধ সাম্য নাই, সখ্য আছে; একতা নাই, সহৃদয়তা আছে। এখানে সে প্রাণ ভরিয়া শ্রদ্ধা দিতে পারিবে, এবং নিজে অশ্রদ্ধায় নিপীড়িত হইবে না।

সরোজের সাহায্যে সে ব্রাহ্মসমাজে প্রবেশ করিবে স্থির করিল।

ব্রাহ্মসমাজের সহিত সরোজের নাম জড়িত হইলেই একটী হাস্যকর চিত্র শশীর মনে জাগিয়া উঠে। একবার এক মৌলবীর সহিত একজন হিন্দুর তর্ক হইতেছিল। সরোজ ও শশী সেখানে উপস্থিত ছিল। মৌলবী বলিলেন, "আমরা ত মহম্মদকে একমাত্র প্যায়গম্বর বলি না। তাঁকে শেষ অবতার বলি। তাছাড়া Jesus, Moses, সকলকেই ত আমরা ঈশ্বরের অবতার বলে স্বীকার করি।" হিন্দু বলিলেন, "আমরাও ত ঐ কথা বলি গো। তবে এত লাঠালাঠি হয় কেন?"

মৌলবী বলিলেন, "আপনারা যে ঈশ্বরকে পুতুল বানিয়ে পূজা করেন। এই জন্যই ত আমাদের হিংসা।"

হিন্দু। হিংসা একেবারে? মনে করুন, আমরা বোকা, ভুল বুঝি।

মৌলবী। ব'লে দেওয়া হচ্চে, তবু ভুল বুঝবেন?

এই সময়ে সরোজ গায়ে পড়িয়া বলিল, "মৌলবী সাহেব, আমাদের ও-দলে ফেল্‌বেন না। আমরা ব্রাহ্ম, পুতুল পূজা করি না। এবং এই জন্য হিন্দু ভায়াদের সঙ্গে আমাদের মোটেই বনিবনাও হয় না।"

মৌলবী। কিন্তু আপনি কি রোজা, নামাজ করেন?

সরোজ। না, তা করি না। হাঁ, তা করি না-ই বা কেন!

উপাসনা ত করি। আর বাইবেল, কোরান, পুরাণ সব থেকে সার-সংগ্রহ ক'রে আমাদের ধর্ম্মশাস্ত্র তৈরী হয়েছে।

মৌলবী বলিলেন, "ও খিচুড়ি ক'রে কিছু হবে না, মশাই। একটা ধরুন। একজন ভাল মৌলবী রেখে ইস্‌লাম ধর্ম্ম ভাল ক'রে বুঝুন। বুঝে গ্রহণ করুন।"

ঘটনাটী স্মরণ করিয়া শশী হাসিয়া উঠিল। মনে মনে ভাবিল, ব্রাহ্মেরা উপযাচক হইয়া সকলের সহিত আত্মীয়তা করিতে চায়, কেবল হিন্দু ছাড়া। কৃশ্চান হইবার পর শশীর নিজের মনের অবস্থাও ঐরূপ ছিল। ঠিক তাহারই মত ব্রাহ্মেরা প্রাচ্য মনোভাবের যুথী, মালতীর ডালে কলম করিয়াছেন, বিলাতী ভাবের Dahlia, Magnolia-র। এগুলি বিঘ্ন না হইয়া তাহার অনুকূলই হইল। সে দেখিল ব্রাহ্মদের সহিত অনেক বিষয়ে তাহার মনের মিল হইবে।

কেবল একটী কথা ভাবিবার আছে, Lucy যদি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিতে স্বীকৃত না হয়। তাহাতে তাহার কি? আশ্চর্য্য! আজও সে Lucy-কে নিজের অর্দ্ধাঙ্গ বলিয়া মনে করিতেছে! পা কাটিয়া বাদ দেওয়া হইল। এখনও অবর্ত্তমান আঙ্গুলের বেদনা সে ভুলিতে পারিল না।

কিন্তু, নিজের জীবন হইতে Lucy-কে ত সে বাদ দেয় নাই। বাদ দিতে পারিবে বলিয়াও ত মনে হয় না। বাদ দিবার এমন কারণই বা কি? সে দাস বলিয়া? কে বলিল সে দাস? সে বা তাহার সন্তানেরা যদি দাস হইতে না চায়, তবে তাহাদের দাস করিবে কে? নির্ম্মম নির্লিপ্ত রাজশক্তি দুঃখ দিতে পারেন, দাস করিতে পারেন না। প্রভুত্ব বা দাসত্ব একেবারেই ব্যক্তিগত। আপামর সাধারণ কোথাও প্রভুও হয় নাই, দাসও হয় নাই। পৃথিবীতে দাসের জাত কোথাও

নাই। রাজা-প্রজায় যখন মনের মিল নাই, তখন প্রজার কতকগুলা দুঃখ থাকিবেই। এ রাজা স্বদেশী হউক, কি বিদেশী হউক, একজন হউক, কি দশজন হউক, কিছু আসিয়া যায় না। নেপালে ব্রাহ্মণ ও শূদ্র সমান মাপে সমান দণ্ড পায় না; রুশিয়ায় দেশের অর্থ, দেশের শিক্ষা ও স্বাস্থ্যের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে ব্যয়িত হয় না; ফ্রান্সের সকল প্রজা মুখ ফুটিয়া সকল কথা বলিবার অধিকার পায় নাই। ইংলণ্ডের minority of autocrats কতবার, অনিচ্ছুক majority-কে যুদ্ধক্ষেত্রের রক্ত-নদীতে ডুবাইয়া মারিয়াছেন। কৈ নেপালী, রুশিয়ান, ফরাসী, ইংরেজকে ত কেহ দাসের জাত বলে না। ইংরেজের বদলে হিন্দু বা মুসলমান autocrat-এর হাতে পড়িলে ভারতের দুঃখ ঘুচিবে না, দাসত্ব ঘুচিবে। ইংরেজ রাজ্য যদি আজ প্রজাতন্ত্র হইয়া পড়ে তবে ভারতবাসীর দুঃখ ঘুচিবে, কিন্তু দাসত্ব ঘুচিবে না; ইহাই কি সত্য? ভারত যদি সত্যই কখনও আত্মকর্ত্তৃত্ব লাভ করে তবে তাহার স্বরাজ্য হইতে ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতিকে বহিষ্কৃত না করিলে কি সে স্বাধীন হইবে না? মিথ্যা কথা। দাস সে নয়। তাহার দেশে রাষ্ট্রীয় দুঃখ ইংলণ্ড অপেক্ষা অধিক এইটুকুই সত্য। কেবল এই কারণেই যদি Lucy-কে ত্যাগ করিতে হয়, তবে Russian-এর উচিত নয় American-কে বিবাহ করা। রাষ্ট্রীয় দুঃখ যদি বিবাহের অন্তরায় হয়, তবে প্রাকৃতিক দুঃখই বা হইবে না কেন? তবে রাজপুত কোন্ সাহসে চেরাপুঞ্জীতে বিবাহ করিবে? মেদিনীপুর কি বলিয়া কলিকাতার মেয়েকে ঘরে আনিবে? না। Lucy-কে সে ছাড়িবে না। ইংরেজ-শাসনের অপ্রিয়তা সেইদিনই ঘুচিবে যেদিন ভারতবাসী তাহার সখা ও স্বজনরূপে বরেণ্য হইবে। ভারতের সেই সুদূর সুচিরেপ্সিত ভবিষ্যৎকে শশী Lucy-র হাতে হাত মিলাইয়া এক পদ অগ্রসর করিয়া আনিবে।

৯

শশী প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের মিলনরূপ যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করিয়াছিল, তাহাতে বিঘ্ন ঘটাইলেন Lucy-র পিতা Mr A. W. Kerr স্বয়ং। তিনি Alfred William Merr হইলেই পারিতেন। তাহা না হইয়া হইয়াছিলেন অরুণোদয় কর, একেবারে খাঁটি বাঙালী,—এক্ষণে Blue sergeএর suit পরিয়া একটু "নীলীবর্ণঃ সঞ্জাতঃ।" ইনি বিলাতে বিদ্যালাভ করেন। 'বিদ্যা দদাতি বিনয়ং।' ইঁহাকে কিন্তু বিনয় দিতে পারেন নাই। উপসর্গ একটু বদলাইয়া দিলেন পরিণয়। Kerr সাহেব যখন Civil Service পাশ করিয়া দেশে ফিরিয়া আসিলেন, তখন সঙ্গে আনিলেন একজোড়া গালপাট্টা ও একটি সিতপক্ষ্ম স্ত্রী। ইনি হিন্দু কৃশ্চান প্রভৃতি সকল সমাজ ও ভ-বর্গের প্রায় সব কয়টা অক্ষর বর্জ্জন করিয়া জীবন ব্যাপার বেশ লঘু করিয়া আনিয়াছিলেন। এমন সময়ে তাঁহার মেম সাহেব এক কন্যাসন্তান প্রসব করিলেন,—সের পাঁচেক, সর্ব্বনাশ! এইবার সাহেবের টনক নড়িল। তিনি বেঁশ নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলেন তাঁহার hard collar ও খাটো কুর্ত্তার নীচে একটা ভেতো বাঙ্গালী নিতান্ত বেখাপ্পা রকম লটপট্ করিতেছে। মেয়ে Shopgirl, Actress বা School-mistress হইয়া জীবন কাটাইলে এ ব্যক্তি সুখী হইবেন না। অথচ কোন ভদ্র ইংরেজ বা ভারতবাসী সহজ অবস্থায় তাঁহার কন্যাকে বিবাহ করিবে এ বিশ্বাস তাঁহার ছিল না। একজন যে-সে ফিরিঙ্গীকে ধরিয়া জামাতা করিতেও তিনি রাজী নন। তাঁহার একমাত্র ভরসা ছিল তাঁহারই মত একমাত্র বিলাতফের্ত্তা গোখাদকের উপর। কিন্তু ভবিষ্যৎ গোখাদকের 'ত'বর্গ বিদ্বেষ কতটা থাকিবে জানা না থাকাতে

তিনি কন্যাকে বিলাতী শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ও উর্দ্দ শিখাইয়াছিলেন এবং লজ্জা সঙ্কোচ ত্যাগ করিয়া নিজেও তাহার সহিত অনেক সময়ে বাংলায় কথাবার্ত্তা কহিতেন।

শশীর মত সুপুরুষকে জামাতারূপে লাভ করিবার সম্ভাবনায় Mr. ও Mrs. Kerr দুজনেই উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন, শশী কলিকাতায় পদার্পণ করিয়াই তাঁহাদের কাছে ছুটিয়া আসিবে! কিন্তু সে আসিল না। কাজের অজুহাতে কেবলই বিলম্ব করিতে লাগিল। তখন ইঁহাদের ভয় হইল সে হয়ত পলাইবার চেষ্টা করিতেছে। কিন্তু পলাইবার কারণ কি খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। সে নিজে কৃশ্চান। জাত খোয়াইবার ভয় রাখে না। তবে একটা কথা,—সে যদি আর কোন পাত্রীকে পছন্দ করিয়া থাকে। কিন্তু Lucyর চেয়ে ভাল পাত্রী সে আর কোথাও পাইবে নাকি? করসাহেবের একবার একটা সন্দেহ উপস্থিত হইয়াছিল। সেকালকার দু-একজন বিবাহিত যুবকের মত শশী কেবল খেলার ছলে নারীহৃদয় জয় করিয়া প্রবাস-দুঃখ কমাইতে চাহে নাই ত? এ সন্দেহের উত্তর শশী নিজেই বহিয়া আনিল।

মাসাধিককাল সে নিজের মনের সঙ্গে লড়াই করিতেছিল। Lucyকে বিবাহ করিবার অধিকার তাহার নাই, এই কথাটা বলিবার মত সাহস সে কিছুতেই সঞ্চয় করিতে পারিতেছিল না। সেদিন যেমনই মনে হইল সে অযোগ্য নয়, অপাত্র নয়, অমনই তিনশত মাইল পথ তিন পলকে ছুটিয়া আসিয়াছে।

এখানে আসিয়া যখন দেখিল Mr. Kerr বাঙালী এবং Lucy বাঙালীর কন্যা, তখন প্রথমটা সে বড় দমিয়া গেল। এতদিন সে Lucyর সম্পূর্ণ পরিচয় লয় নাই কেন ভাবিষা তাহার আত্মগ্লানি

হইল। এতদিন অকারণ কষ্ট পাইয়াছে ও দিয়াছে বলিয়া অনুতাপ হইল। কিন্তু আজিকার আনন্দের Colossus হতাশা ও অনুশোচনার দুইটা দ্বীপকে পদদলিত করিয়া আকাশ ফুঁড়িয়া উঠিল।

শশীর অশোভন ঔদাসীন্য লুসীর মর্ম্মে আঘাত করিয়াছিল। এত দিন পরে সে যে হঠাৎ আসিয়া তাহাকে মিষ্ট কথায় ভুলাইয়া যাইবে ইহা অসহ্য। সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল শশীকে কিছুতেই ক্ষমা করিবে না। তাহার কাছে আপনার হৃদয়দুর্গকে দুর্ভেদ্য করিয়া রাখিবে। কিন্তু শশীর সহিত দেখা হইবা মাত্র একটা বিদ্রোহী হর্ষোচ্ছ্বাস হাস্যের ডিনামাইটে তাহার গাম্ভীর্য্যের প্রাচীরে চীড় ফুটাইল। ইহাতে লুসী অত্যন্ত কাবু হইয়া পড়িল। কারণ, শত্রুর কাছে এতটা দুর্ব্বলতা ধরা পড়িবার পর আর যুদ্ধ করা চলে না।

এ বাড়ীর সকলের ইচ্ছা শুভকার্য্য শীঘ্র শীঘ্র হইয়া যাক্। কিন্তু শশী এখনও কোন পাকা কাজে বহাল হয় নাই বলিয় বিলম্ব করিতে চাহিল। করসাহেবও ইহাতে সমর্থন করিলেন। সপ্তাহখানেক পরে শশী একটা ভাল চাকুরী পাইবার আশা রাখে। মধ্যের এই সময়টা সে এখানে ছুটি ভোগ করিয়া যাইবে, এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিল।

কিন্তু মধ্য পথে একটা অপ্রত্যাশিত দুর্ঘটনা ঘটিল। এখানে আসার পর দিন অপরাহ্ণে Lucyর সহিত বেড়াইতে বেড়াইতে শশী ডেপুটীবাবুর আয়াকে দেখিয়া হঠাৎ অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিল। আয়া ডেপুটীর babyকে perambulatorএ করিয়া বেড়াইতে আনিয়াছে।

শশী একবার 'Excuse me' মাত্র বলিয়া ছুটিয়া গিয়া আয়ার সহিত আলাপ করিল। তারপর যখন সে ফিরিয়া আসিল, তখন সে এতই অন্যমনস্ক যে তাহার সহিত কোনরূপ বাক্যালাপ করা চলে না। লুসী বিরক্তি প্রকাশ করিয়া ফিরিয়া যাইতে চাহিলে শশী আপত্তি

করিল না। বরং আগ্রহের সহিত তাহাকে ঘরে পৌঁছাইয়া দিয়া একাকী বাহির হইয়া গেল।

তাহার ব্যবহার লুসীর কাছে এত বিসদৃশ লাগিল যে সে মাতাকে না জানাইয়া থাকিতে পারিল না। Mrs. Kerr চিন্তিত হইলেন। তারপর করসাহেব আসিয়া যখন বলিলেন যে তিনি পথে শশীকে একটা আয়ার সহিত গল্প করিতে দেখিয়াছেন, তখন তাঁহার চিন্তা অত্যন্ত কুৎসিত আকার ধারণ করিল।

সন্ধ্যার অনেক পরে শশী ফিরিয়া আসিল। তাহার তখনকার মুখ দেখিয়া কেহ কোন প্রশ্ন করিতে সাহস করিলেন না। সে কোন সুযোগ দিল না, ঘরে ঢুকিয়াই বলিল, একটা বিশেষ প্রয়োজনে কালই তাহাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে।

করসাহেব বলিলেন, "আয়ামহলে তোমার এক বন্ধু আছে দেখলুম।"

কথার সুরটা শশীর ভাল লাগিল না। সে উত্তর করিল, "ঠিক ধরেছেন।"

বাল্যের দুরন্ত শশী আজ সহসা জাগিয়া উঠিয়াছে। করসাহেব কি ইঙ্গিত করিতেছেন তাহার বুঝিতে বাকী ছিল না। এই বৃদ্ধ সিবিলিয়ান কি মনে করেন সে তাহার কোন গোপন সম্বন্ধ এমনই করিয়া পথে ঘাটে প্রকাশ করিবে? সে এতই অশ্রদ্ধার পাত্র যে তাহাকে সোজাসুজি কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া এমন করিয়া জেরা করিতে বসিয়াছেন? স্নেহভীরু পিতার সঙ্গত ভ্রান্ত ধারণাকে দূর করিবার সে কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া বরং তাহার পোষকতা করিল। করসাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, "এঁর জন্যই বোধ হয় তাড়াতাড়ি কলকেতায় যেতে হবে?" সে বলিল, "আজ্ঞে হ্যাঁ। একে নিজের কাছে রাখবো ঠিক করেছি।"

কর। As an Aya ?

শশী। না।

কর। As a—as a—

শশী। না।

কর। আমার সঙ্গে তোমার প্রকৃত সম্বন্ধ কি আমার জানবার দরকার নেই ?—

শশী। জানালেও বুঝতে পারবেন না।

কর। Any way, save me from friends of Aya's.

শশী লুসীর দিকে ফিরিয়া বলিল, "লুসীরও কি সেই মত ?"

"Miss Kerr, please," বলিয়া লুসী বাহির হইয়া গেল।

কামনার গগনস্পর্দ্ধী Babel Tower অর্দ্ধপথে মিলাইয়া গেল দেখিয়া শশী একটু হাসিল।

*   *   *   *

Drawing Room-এ বসিয়া লুসী হয়ত পাখার বাতাস খাইবার চেষ্টা করিতেছিল। চেষ্টা সফল হয় নাই। Fanটাকে লইয়া অন্যমনস্কভাবে একবার খুলিতেছিল, একবার বন্ধ করিতেছিল।

এমন সময়ে শশী ঘরে ঢুকিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "May I offer an explanation ?"

লুসী কোন কথা বলিল না। উঠিয়া আসিয়া fan-এর বাড়ি তাহার বামগণ্ডে সজোরে আঘাত করিল, এবং বাহিরের দরজা দেখাইয়া দিয়া ইঙ্গিতে দূর হইয়া যাইতে বলিল।

শশী ইংরেজী কায়দায় একটী ছোট bow করিয়া পথে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার মুখে এখনও সেই হাসি লাগিয়া আছে।

৯০

একটা আয়ার সহিত শশীর হৃদ্যতার কতটা কদর্থ করা যাইতে পারে তাহাই করসাহেব ইঙ্গিতে জানাইতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু শশী ত আয়ার সহিত বন্ধুত্ব করিতে যায় নাই। সে আলাপ করিয়াছিল তাহার গৌরীদির সহিত।

গৌরী কোথায় কি চাকুরী করিতেছে সে শুনিয়াছিল। কিন্তু সে কোথায় আছে, তাহার ছেলের কি হইল এ সব প্রশ্নের কেহ সদুত্তর দিতে পারে নাই। এতদিন পরে এই প্রবাসে হঠাৎ যখন দেখিল গৌরী আয়ার কাজ করিতেছে—পরের ছেলেকে লইয়া ঘুরিতেছে, নিজের ছেলেকে দেখিবার সময় পায় না, তখন লজ্জা ও করুণায় তাহার সমস্ত হৃদয় নিষ্পেষিত হইয়া গেল। অত্যন্ত কষা জুতা পায়ে দিয়া পথে চলিতে চলিতে সাহেবীয়ানার smartness বজায় রাখা যায় না। শশীও তাহার ঠাট বজায় রাখিতে পারিল না। সে যে সাহেব, সে যে ম্যাজিষ্ট্রেটের বন্ধু, এসব কথা ভুলিয়া সে গৌরীর উদ্ধারে তন্ময় হইয়া উঠিল। নিজে গিয়া ডেপুটী বাবুর সহিত দেখা করিয়া গৌরীকে ছাড়িয়া দিতে অনুরোধ করিল এবং ক্ষতিপূরণ স্বরূপ কিছু অর্থ দিতে চাহিয়া তাঁহাকে এত অপমানিত করিল যে অন্য কেহ হইলে তিনি তাহাকে গলাধাক্কা দিয়া বিদায় করিতেন। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেটের অতিথিকে অসন্তুষ্ট করা তাঁহার সাহসে কুলাইল না। নিজের অনেক অসুবিধা ঘটাইয়াও তিনি গৌরীকে ছুটি দিলেন, এবং চাকুরী বজায় করিতে হইলে এত দীনতাও স্বীকার করিতে হয় ভাবিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেট, কমিশনার হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের উপর মনে মনে গালিবর্ষণ করিতে লাগিলেন।

পরদিন প্ল্যাটফরমশুদ্ধ লোক সবিস্ময়ে দেখিল যে-সাহেবটী

ম্যাজিষ্ট্রেটের বাড়িতে অতিথি হইয়াছিলেন, তিনি ডেপুটী বাবুর আয়াকে সঙ্গে করিয়া সেকেণ্ড ক্লাস গাড়ীতে উঠিয়াছেন; এবং আয়ার চার পাঁচ বছরের ছেলেটাকে কোলের উপর বসাইয়াছেন।

কলিকাতায় পৌঁছিয়া শশী একটু মুস্কিলে পড়িল। সে এক ফিরিঙ্গীর বাড়ীতে paying guest রূপে বাস করিতেছিল। গৌরীকে সেখানে লইয়া যাওয়া চলে না। আর একটী বাসা ঠিক করিতেও দু' এক দিন সময় লাগিবে। সে ইতস্ততঃ না করিয়া একেবারে তাহার খুড়িমার বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

গৌরীর উপর প্রতিভার যথেষ্ট অভিমান ছিল। তিনি তাহাকে কাছে রাখিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু গৌরী তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ করে নাই। তাঁহার স্নেহবন্ধন ছিন্ন করিয়া পলাইয়াছিল এবং কোন সংবাদ না দিয়া তাঁহাকে উদ্বিগ্ন করিয়া রাখিয়াছিল। তিনি প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যদি কখনও গৌরীর সহিত দেখা হয় ত তিনি বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিবেন না। কিন্তু ঐ যে নধর কালো ছেলেটী গৌরীর কোল আলো করিয়া আছে, উহাকে সারথি করিয়া সে যে আসিয়াছে তাঁহার হৃদয়ব্যূহ ভেদ করিতে, এখন তিনি তাহাকে ঠেকাইবেন কিরূপে?

গৌরীকে উদ্ধার করিতে গিয়া শশী নিজের কতটা ক্ষতি করিয়াছে তাহার বিবরণ শুনিয়া ভূপতি বলিলেন, "এতটা করবার কিছু দরকার ছিল?"

শশী উত্তর করিল, "শ্যামবাবুর স্ত্রী দাসী হ'য়ে থাকবে, তাঁর ছেলে দাসীর পুত্র হ'য়ে মানুষ হবে, এ আমি সহ্য করতে পারবো না। এই দুটী আত্মার জন্য আমি অনেক কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত আছি। 'আত্মার্থে পৃথিবীং ত্যজেৎ'।"

ভূপতি। বেশ কথা! পৃথিবীর সঙ্গে সঙ্গে যদি তোমার Lucy-কে বাদ দেওয়া যায়, ত বাদ দেওয়াই ভাল। আমাদের সেকেলে সংস্কার হচ্চে ঐ লুসীরা পৃথিবীর চেয়ে বড়।

শশীর নিজের মনও কয়েক দিন ধরিয়া এই কথাই বলিতেছিল। তাই প্রতিভা যখন লুসীকে পত্র লিখিবার জন্ম জিদ করিতে লাগিলেন, তখন সে মুখে আপত্তি করিল বটে, কিন্তু মনের প্রবণতা দমন করিতে পারিল না। তেঁতুলের আচার স্পর্শ করিবে না বলিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু তাহার মুখ রসে ভরিয়া উঠিতে লাগিল।

শেষে একদিন নিজের কাছে শশীকে হার মানিতে হইল। সে লুসীকে পত্র লিখিল। তবে খুব লুকাইয়া লিখিল, এবং পুরাণ ঔদ্ধত্যকে একেবারে বাদ দিতে সাহস করিল না। খুব সংক্ষেপে নিজের বক্তব্য পেশ করিল ;—"তোমরা আমার প্রতি সদ্ব্যবহার কর নি। স্ত্রী ও পুরুষের সকল মিলনের মধ্যে কেবল একটী উদ্দেশ্য আছে এমন কথা মনে করা তোমাদের অন্যায়। আয়া মহলে আমার যে বন্ধুকে দেখেছিলে তিনি সত্যই আমার আত্মীয়। আমরা দু'জনে ভাইবোনের মত একসঙ্গে কিছুকাল মানুষ হ'য়েছি। আমি এখনও তাঁকে দিদি বলি। এ সব কথা বুঝিয়ে বলবার সময় দাওনি তোমরা। You kicked me out. একটা kiss-এর বদলে I got a parting kick."

শশী সকাল বিকাল letter box হাতড়াইতে লাগিল। কিন্তু এ পত্রের কোন উত্তর আসিল না।

২১

শ্যামাচরণের ধনসম্পদ কোন কালেই বেশী ছিল না। মাষ্টারী হইতে তাঁহার আয় হইত যৎসামান্য, খরচও হইত যৎসামান্য। কিন্তু হিসাবের খাতায় U-tube-এ দুই দিকের অঙ্ক এক level-এই থাকিত। বৃদ্ধ বয়সে গৌরীকে বিবাহ করিয়া তিনি কিছু সঞ্চয়ের জন্য সচেষ্ট হইয়া উঠিয়াছিলেন বটে, কিন্তু হৃদ্‌রোগগ্রস্তের শ্বাসপ্রচেষ্টার ন্যায় এ বিষয়ে তাঁহার উদ্যম ও অধ্যবসায় যথেষ্টই দেখা গেল, ফল সে পরিমাণে হইল না। U-tube-এর আয়ের দিক ভারি করিবার সঙ্গে সঙ্গে ব্যয়ের দিক ভারি হইয়া গেল।

দেড় বৎসরের শিশু লইয়া গৌরী যে দিন বিধবা হইল, সে দিন তাহার আর্থিক অবস্থা প্রথম বৈধব্যের সময়ে যেমন ছিল তার চেয়ে বেশী আশাপ্রদ নয়। কিন্তু সেদিনকার গৌরী আর এখন নাই। তখন সে জলের মত গড়াইয়া চলিত, এবং একটা আশ্রয় খুঁজিতে খুঁজিতে তলায় গিয়া জমিত। শ্যামের শ্রদ্ধার ধবলাচলে সেই জল এখন বরফের মত কঠিন হইয়াছে। এখন তাহার একটা ব্যক্তিত্ব আছে, আকার আছে। এখন আর যে কোন আধারে সে পূর্ব্বের মত খাপ খায় না। পরের গলগ্রহ হইয়া থাকার নীচতা ও নিষ্ঠুরতাকে সে পূর্ব্বের মত সহজে বরণ করিতে পারিল না। নিজে উপার্জ্জনের চেষ্টা করিতে লাগিল, এবং নীলিমার শরণাপন্ন হইল। এ চেষ্টার কথা প্রতিভা ও নিশির কাছে গোপন রাখিবার জন্য সে নীলিমাকে বিশেষ করিয়া অনুরোধ করিল। কারণ, প্রতিভাকে সে ভয় করিত। নিশির উপরেও তাহার বিশেষ ভরসা ছিল না। সে কোথাও দাসী হইয়া থাকিবে জানিতে পারিলে ইহারা নিজের সর্ব্বনাশ করিয়াও

তাহাকে বাঁচাইতে আসিবেন। কিন্তু এমন করিয়া বাঁচিতে তাহার ইচ্ছা নাই।

নীলিমা বুঝাইলেন যে কোন হিন্দুর বাড়ীতে গৌরীর স্থান হইবে না। কোন অহিন্দুর বাড়ীতে সে পাচিকা না হইয়া যদি আয়া হইয়া থাকে তবে তাহার উপার্জ্জন বেশী হইবে, সম্মানও বেশী হইবে। গৌরী দেখিল এতদিন nursing করিয়া সে যে যোগ্যতা লাভ করিয়াছে, তাহার ফলে আয়া হইতে তাহার বাধা নাই।

যে ডেপুটীর বাড়ীতে গৌরী কাজ করিতেছিল, তিনি তখন কলিকাতায় ছিলেন। নীলিমার সাহায্যে গৌরী এখানে প্রবেশ করে। ডেপুটীবাবুটী সাহেবী কায়দায় থাকিবার চেষ্টা করিতেন, অথচ সেরূপ অর্থসঙ্গতি ছিল না। গৌরীর মত আয়াকে তিনি লুফিয়া লইলেন। কারণ ছেলে সঙ্গে থাকাতে তাহার বাজার-দর খুব কম। অথচ, ছেলেটী এত ছোট নয় যে মাতাকে একেবারে অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখিবে।

গৌরী আয়া হইয়াই জীবন কাটাইত কিন্তু শশী কোথা হইতে আসিয়া হঠাৎ যেন তাহাকে ছোঁ মারিয়া লইয়া গেল। সে বাধা দিবার চেষ্টা করিল না। কারণ, শশী বাধা মানিবার পাত্র নয়। সে কথা বলিতেই জানে, শুনিতে জানে না।

কেন জানি না, শশীর সাহায্য লইতে গৌরীর কিছুমাত্র সঙ্কোচ ছিল না। তাহার সকল দানকে সে প্রাপ্য বলিয়াই গ্রহণ করিত। তা' ছাড়া, তাহার দ্বারা শশীর কোন ক্ষতি হইবে সে মনে করে নাই। কিন্তু প্রতিভার কথার মধ্য হইতে সে দেখিতে পাইল যে সে শশীর যতটা সর্ব্বনাশ করিয়াছে এমন আর কাহারও হয়ত করে নাই।

শশী নূতন বাসা করিল। আয়ার সেবার জন্য আয়া নিযুক্ত

বলিল। কিন্তু গৌরীকে ধরিয়া রাখা গেল না। সে পলাইয়াছে। যাইবার সময় এঁকখানা চিঠি লিখিয়া রাখিয়া গিয়াছে : "আমাকে ক্ষমা করো, ভাই। আমি বড় অপয়া। যাকে ছুঁয়েছি তারই কপাল পুড়েছে। অনেক দুঃখ দিয়েছি। আর পারি না। আমাকে ফিরিয়ে এনে আবার আমার পাপের বোঝা বাড়িও না। ছেলেটাকে দেখো।"

শশীর মনে হইল যে পালকে আশ্রয় করিয়া সে তীরের সহিত সম্বন্ধ ঘুচাইয়াছে, আজ ঝড়ঝাপটের মাঝখানে সেই পালের রসিটা পট্ করিয়া ছিঁড়িয়া গেল।

১২

শশী Easy chairএ ঠেস দিয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। সে স্বপ্ন দেখিতেছিল, সে যেন জাহাজের bunkএ শুইয়া ঘুমাইতেছে। এমন সময়ে Captain তাহার Cabinএ ঢুকিয়াই বলিলেন, "Hallo! Mr. Banerji is dead." অমনি দশ বারো জন খালাসী আসিয়া শশীকে একটা ছালায় পুরিয়া সেলাই করিতে লাগিল। এখনি তাহাকে উন্মত্ত কাল জলের মধ্যে ফেলিয়া দিবে। শশী জানাইতে চাহিল যে সে মরে নাই। কিন্তু তাহাকে এত কসিয়া বাঁধা হইয়াছে যে সে হাত পা নাড়িতে পারে না, কথা কহিতেও পারে না। এমন সময় লুসী কোথা হইতে ছুটিয়া আসিল, এবং তাহার কানে কানে বলিল, "ওঠ্, ওঠ, ঘুমচ্চে দেখ!" শশী চ'খ চাহিল। দেখিল লুসী তখনও তাহার মুখের উপর ঝুঁকিয়া আছে। লুসীর নরম নরম চুলগুলি তাহার গালে আসিয়া ঠেকিয়াছে। শশীকে অবাক হইয়া চাহিয়া থাকিতে দেখিয়া

লুসী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া উঠিল। এতক্ষণে শশীর চমক ভাঙিল। সে একলাফে দাঁড়াইয়া উঠিল। জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কোথা থেকে এলে ?"

লুসী। পালিয়ে এসেছি।

শশী। পালিয়ে এসেছ, কি বল ?

লুসী। তা কি কর্‌বো ? বাবা আসতে দেন না যে।

শশী। এ একটা কী ক'রে বসেছ, এ রকম কাজ কল্লে কেন ?

লুসী। বাবা! ঝগ্‌ড়া কর্‌চে দেখ। আমি—

শশী আর ঝগড়া করিল না। হাসিয়া তাহার হাত দুটি ধরিয়া তাহাকে বসাইবার চেষ্টা করিল। লুসী বসিল না। হাত ধরিবামাত্র সে আরও শক্ত হইয়া দাঁড়াইল, এবং মুখ বাড়াইয়া দিয়া বলিল, "Kiss me. Kiss me."

শশীর মাথার মধ্যে তখন তোলপাড় হইতেছিল। সে Kiss করিতে ভুলিয়া গেল। কেবল যে কাজটা করিতে উদ্যত হইয়াছিল, কলের মত সেইটাই করিয়া গেল,—লুসীকে ধরিয়া চেয়ারে বসাইয়া দিল। লজ্জা ও অভিমানে লুসীর দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। সে দাঁত দিয়া প্রাণপণে ঠোঁট চাপিয়া ধরিয়া ক্রন্দনবেগ সংবরণ করিতে লাগিল।

শশী দেখিল সে একটা কি অন্যায় কার্য্য করিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু কি যে করিয়াছে মনে করিতে পারিল না। একটা অশুভ আশঙ্কায় সে তখন উদ্‌ভ্রান্ত। ঠিক প্রেমালাপ করিবার মত মনের অবস্থা তাহার ছিল না। তবু কর্ত্তব্যবোধে সে লুসীর পাশে বসিল, এবং তাহার পিঠে হাত দিয়া মিষ্ট কথা বলিবার চেষ্টা করিল, "আমি জান্‌তুম, তুমি আস্‌বে।"

একটা অবলম্বনের স্পর্শমাত্রে লতার ডগা যেমন বাঁকিয়া যায়, তেমনি করিয়া লুসী তাহার বুকের উপর ভাঙিয়া পড়িল। এবার শশী সত্য দুই হাতে তাহার মুখ তুলিয়া ধরিয়া একটী চুম্বন করিল।

একটী ছোট চুম্বন batteryর poleএর মত লুসীর অসাড় দেহে প্রাণ সঞ্চার করিল। সে দাঁড়াইয়া উঠিল, এবং শশীর গালে হাত বুলাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেদিন তোমার খুব লেগেছিল ?"

সেদিনকার বেদনা সে আজ হাত বুলাইয়া দূর করিতে চায় !

আনন্দে শশীর চক্ষু মুদ্রিত হইয়া আসিল। সমস্ত নারী-জাতির প্রতি করুণায় তাহার হৃদয় ভরিয়া গেল। সে মনে মনে ভাবিতে লাগিল, "কি দুর্ব্বল ইহারা! একটা পরিস্ফুট প্রতারণাকে চিনিতে পারে না। আপনার একাগ্রতার রঙে অতি কদর্য্যতাকেও রাঙাইয়া তোলে। আজ দুটা মিষ্ট কথা বলিয়া ইহাকে নরকে লইয়া যাইতে চাহিলে সে 'না' বলিতে পারিবে না। অথচ এই শিশুধর্ম্মী মানুষগুলা আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইলে সমাজের আণ্ডাবাচ্ছা পর্য্যন্ত খাপ্পা হইয়া উঠে! তাহাদের প্রতি পদস্খলনে একেবারে ফাঁসির হুকুম দেয়।"

চ'খ খুলিয়া শশী বলিল, "তোমার বাবা কি মনে করবেন ভাবচি।"

লুসীর নিজের মনেও ভয় হইয়াছে। সে বলিল, "অত ভাবতে পারি না, বাপু।"

এমন সময়ে গৌরীর ছেলেটী ঘরে ঢুকিয়া নূতন লোক দেখিয়া অবাক হইয়া গেল। লুসী জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে ?"

শশী। তোমার সেই আয়ার ছেলে।

লুসী। ওর মা' টা এখানে আছে ত ?

শশী। না। আপাততঃ পালিয়েছে। তবে, তাকে খুঁজে বার করতে হবে।

লুসী আর কোন কথা না বলিয়া খট্ খট্ করিয়া বাহির হইয়া গেল।

শশী ছুটিয়া আসিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "হল কি ?"

লুসী। ছাড়

শশী। তুমি আমার চিঠি পাওনি ?

লুসী কোন উত্তর দিতে পারিল না। তাহার কান্না পাইতে লাগিল। সে ত সব জানিয়া শুনিয়াই এখানে আসিয়াছে।

শশী বলিল, "ভেতরে এসো, আমি ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিচ্চি।"

লুসী আসিতে চাহিল না। শশী জোর করিয়াই তাহাকে ধরিয়া আনিল। তারপর গৌরীর ইতিহাস সংক্ষেপে বলিয়া যাইতে লাগিল :—

"প্রথম যখন ইনি আমাদের বাড়ীতে আসেন, তখন ইনি লেখাপড়া জানতেন না,—

লুসী। And still—

শশী। তখন এঁর বয়স আঠার বৎসর মাত্র। কিন্তু এই বয়সেই এমন ভাল গৃহিণী ছিলেন, আমাদের এত ভালবাসতেন, এমন সেবা করতেন,—

লুসী। Poor boy !

শশী। ঐ পর্য্যন্ত। আমি তখনও তাঁকে দিদি বলতুম, এখনও তাঁকে দিদির মত দেখি

লুসী। Fancy !

শশী। কিছুদিন বাদে আমাদের বাড়ী থেকে তাঁকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। নিজের বাড়ীতেও খেতে পেলেন না। শেষে পালিয়ে গিয়ে একটা মুসলমানের সঙ্গে—

লুসী। Horrid woman !

শশী। তুমি অত রাগ করচো কেন ?

লুসী। তুমি বলতে চাও ঐ রকম একটা লোকের সংসর্গে—

শশী। কিন্তু তুমিও যে ঠিক ঐ রকম কাজ ক'রে ফেলেছ।

লুসী একেবারে লাফাইয়া উঠিল।

শশী তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "আমি তোমার নিন্দা করচি না। তোমার মনে কোন পাপ নেই। লোকে বাইরে থেকে যা মনে করবে আমি তাই বলেছি।"

এক মুহূর্ত্তে অস্পৃশ্য horrid woman শ্রদ্ধেয় হইয়া দেখা দিল। লুসী কিন্তু হারিতে চাহিল না। আমার প্রতি তাহার বিদ্রোহ ভাবটাকে ঠেকোঠাকা দিয়া জাগাইয়া রাখিল।

১৩

শশীর ব্রাহ্ম হওয়া হইল না। দীক্ষা লওয়া ইত্যাদিতে নষ্ট করার মত সময় তাহার ছিল না। বিবাহ কার্য্যটা তাহাকে তাড়াতাড়ি সারিয়া লইতে হইল। কাজেই কৃশ্চান মতে তাহা সুসম্পন্ন হইল। ঘটনাচক্রে শশী কৃশ্চানই রহিয়া গেল। ঘটনাচক্রে শশীর ঘরে যে সব সন্তানাদি হইবে, তাহারা যে যে ঘরে বিবাহ করিবে, এই সকলের যে সব সন্তান-সন্ততি হইবে, তাহাদের সহিত যাহারা সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ হইবে, এবং তাহাদের সকলের পুত্র-পৌত্র-প্রপৌত্রাদি যাহারা জন্মগ্রহণ করিবে সকলে অতি সহজে বুঝিতে পারিবে যে তাহারা যে সব পাপ-কার্য্য করিবে, যীশু নামক ঈশ্বরপুত্র কোন পুরাকালে সেগুলার প্রায়শ্চিত্ত সারিয়া রাখিয়াছেন। আর কেহ তাঁহাদের উদ্ধার করিতে পারিবে না এটুকু বিশ্বাস থাকিলেই তাহারা স্বর্গে গিয়া দিনের পর দিন,

মাসের পর মাস, বৎসরের পর বৎসর, সকাল হইতে সন্ধ্যা, ও সন্ধ্যা হইতে সকাল, মজা করিয়া ঈশ্বরের স্তবগান শুনিতে পাইবে, এবং স্বর্গের গাড়ীবারাণ্ডা হইতে দেখিবে—পৃথিবীর বাকী লোকগুলা নরকের তপ্ত খোলায় খৈ ফুটিতেছে।

উপসংহার

নিশি জিজ্ঞাসা করিল, "গৌরীর ছেলেকে নিয়ে তোমার অসুবিধা হয় নি ?"

শশী বলিল, "প্রথম দিন তুই লুসী খুব রাগ করেছিল। এখন দেখি সমস্ত দিন সেটাকে নিয়েই প'ড়ে আছে। আমিই বরং তার নাগাল পাই না।"

নিশি। আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে সত্যই কোন জাতিভেদ নেই।

শশী। একটা কথা ভুলে যেয়ো না,—ছেলেটা একেবারে ঘুটঘুটে কাল।

নিশি। গৌরীর কি হল ?

শশী। আমি দেখলুম আমার কাছে তিনি থাকতে চান না। তাই চিরকাল আয়াগিরী না করিয়ে আমি তাঁকে Eden Hospitalএ ভর্ত্তি ক'রে দিয়েছি।

নিশি। Eden Hospitalএ !

শশী। Nursing শিখতে।

নিশি। আমাকে বল্‌লে না কেন? তা,—তুমি নিজেই সব কর্‌তে পার। কারুর সাহায্যের অপেক্ষা রাখ না

ভূপতির কাছে বসিয়া দুই জনের আলাপ হইতেছিল। নিশি হঠাৎ ভূপতির দিকে ফিরিয়া বলিল, "আমরা কি জন্ত হয়েই গেলুম, কাকাবাবু! শশী যা মনে করে তাই কর্‌তে পারে। তার life আছে।"

ভূপতি। ও life জিনিষটা বুঝি না ভাল। যে বটগাছ ডালের পরে ডাল, পাতার পরে পাতা, গজিয়ে বেড়ে চলেছে তার life আছে বোঝা যাচ্ছে। আবার দিনপরশুধু রূপ আছে, কোন ক্রিয়া নেই, মাসের পার মাস, জড় পাথরকুঁচির মত নিশ্চেষ্ট হয়ে াড়ির ভেতরে পড়ে আছে, সেই শুক্‌নো ছোলার মধ্যেও life আছে, শুন্‌তে পাই। রূপও নেই, ক্রিয়াও নেই, এমন কোন অবস্থায় life আছে কি না তাই বা কে জানে?

সমাপ্ত